মুমিনের কবরজীবন

হাফিজুল হাদীস ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী
[রাহমাতুল্লাহি আলাইহি]

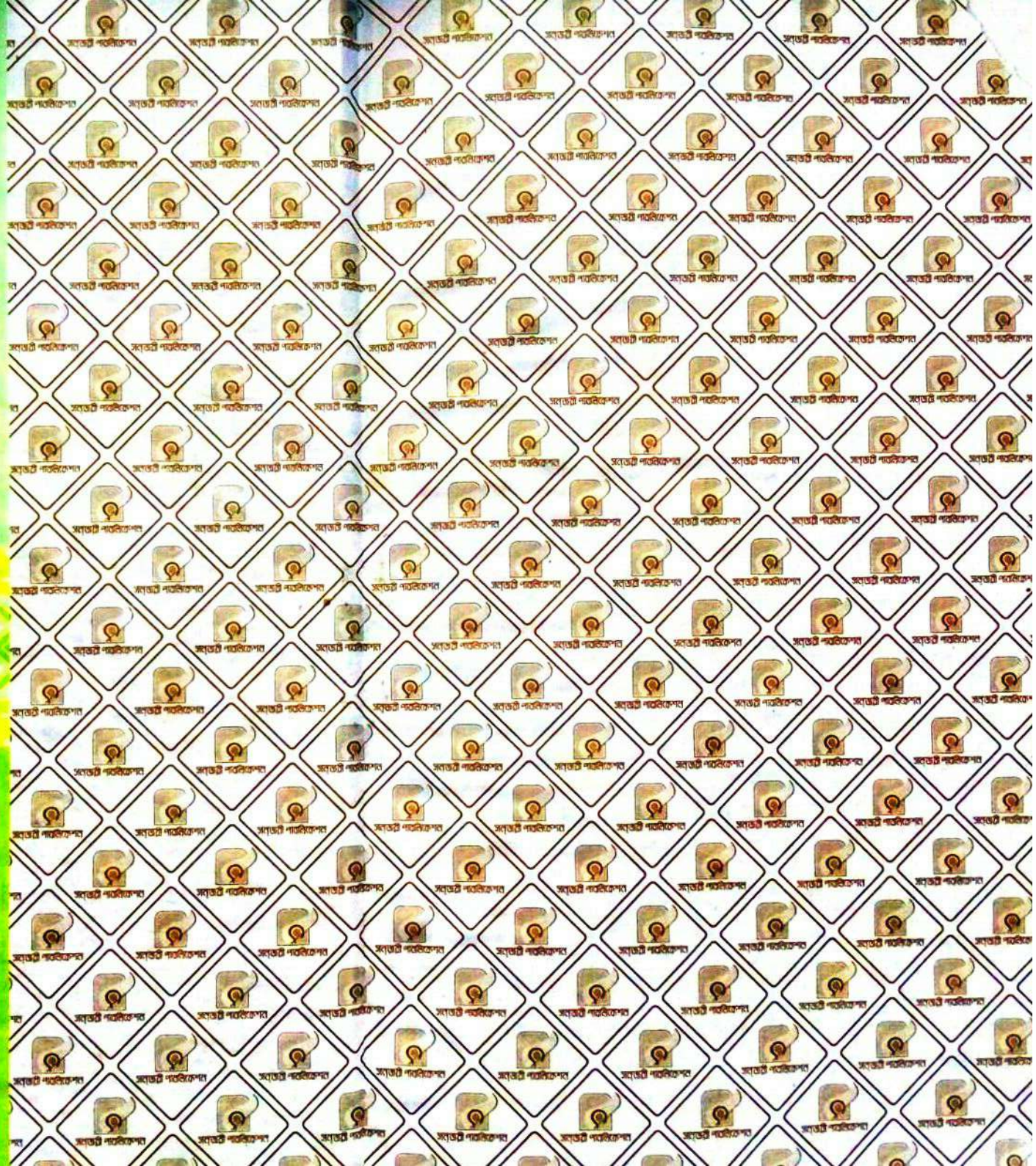

সনজরী পাবলিকেশন

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- **কাসীদা-ই নু'মান**
  ইমাম আজম আবু হানিফা (র.)
- **হযরত আবদুল কাদের জিলানী'র জীবন ও কারামত**
  মোল্লা আলী কারী হানাফী (রাহঃ)
- **হযরত খাজা মঈন উদ্দীন চিশতী'র মাজার এক পরম ভক্তির পুণ্যস্থান**
  পি.এম. কুরী
- **বিচারনীতিতে রাসূল (দ.) এর বিশেষত্ব**
  ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী
- **আরশের ছায়ায় থাকবে যাদের কায়া**
  ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী
- **হযরত নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার মকবূল দোয়াসমূহ**
  পীরজাদা সিরাজ মাদানী
- **তাকমীলুল ঈমান**
  শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী
- **গাউসুল আযম ও গাউসিয়াত**
  আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা
- **বাইয়াত ও খিলাফতের বিধান**
  আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা
- **সুদ এক মারাত্মক অপরাধ**
  আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা
- **সূফীতত্ত্ব ও সূফীবাদ**
  শাইখ সৈয়দ ইউসুফ বিন হাশেম রেফাঈ
- **নজদী ওলামা ভাইদের প্রতি নসিহত**
  শাইখ সৈয়দ ইউসুফ বিন হাশেম রেফাঈ
- **গিয়ারভী শরীফ ও কাসীদা-ই গাউসিয়া**
  আল্লামা ফয়েজ আহমদ ওয়াইসি
- **তাকলীদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা**
  ড. প্রফেসর মাসউদ আহমদ
- **বারাহ তাকরীর**
  মাওলানা মুহাম্মদ আবদুন নূর বশীর
- **মা'মুলাতে আহলে সুন্নাত**
  মাওলানা আবুদল হামিদ কাদেরী বদায়ূনী
- **শামসুল মাশায়েখ**
  পীরজাদা সিরাজ মাদানী নিজামী
- **দিল্লীর বাইশ খাজা**
  ড. জহুরুল হাসান শারেব
- **খোদার ভাষায় নবীর মর্যাদা**
  ড. আসলাম
- **ওহে আল্লাহ আমার তাওবা**
  আল্লামা আলম ফকীরী
- **বার মাসের নফল এবাদত**
  আল্লামা আলম ফকীরী
- **ফাযায়েলে দোয়া**
  আল্লামা নকী আলী খান ও আ'লা হযরত
- **ইলম ও আলিমের মর্যাদা**
  ফকীহে মিল্লাত মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী (রাহঃ)

Click Here

www.sahihaqeedah.com

www.sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by Masum Billah Sunny

بُشْرِي الْكَئِيْب بِلِقَاءِ الْحَبِيْب

মুমিনের কবরজীবন

মূল
হাফিজুল হাদীস ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী

ভাষান্তর
মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী

সম্পাদনা
মাওলনা আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

بسم الله الرحمن الرحيم

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلَّمْ﴾

মুমিনের কবরজীবন
মূল : হাফিজুল হাদীস ইমাম আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী

ভাষান্তর :
মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজমী

সম্পাদনায় :
মাওলানা আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী,

প্রকাশকাল :
৫ফেব্রুয়ারী ২০১২ ইং, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিঃ, ২৩ মাঘ ১৪১৮ বাংলা
© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া ইফা

পরিবেশনায় : সন্‌জরী বুক ডিপু
৮১,শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

প্রকাশনায় :
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

মূল্য : ১৩০ [একশত ত্রিশ] টাকা মাত্র

Mumin Ar Kobor Jibon, By: Hafizul Hadith Imam Jalal Uddin Suithi (R.), Translate By: Mowlana Mohammad Muzibur Rahman Nezami, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 130/-

প্রকাশকের বক্তব্য

আল্লাহ তা'আলা জীবন ও মৃত্যুর স্রষ্টা। জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টির পেছনে যে হিকমত রয়েছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান স্রষ্টা বলেন, 'যিনি সৃষ্টি করছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষার জন্য– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনিই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (আল কুরআন, ৬৭/২০) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন– 'দুনিয়া আখিরাতের শস্যক্ষেত্র'। পরকাল হচ্ছে পার্থিব জগতের পরিণাম ভোগ করার ক্ষেত্র। যে নিজের জীবনকে পুণ্যকর্মের মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত করেছে সে পরকালে ভোগ করবে অশেষ শান্তি ও নিয়ামত। পক্ষান্তরে যে অসৎকর্ম দ্বারা জীবনকে কলুষিত করেছে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। তাই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সুখ-শান্তি বা দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ রেখে পার্থিব জীবনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত। পরজগতে পাড়ি দেয়ার মাধ্যম হচ্ছে 'মৃত্যু'। অথবা 'মৃত্যু' এমন একটি বাহন যার উপর ভর করে পরকালে যেতে হয়। হাদীস শরীফের পরিভাষায় 'মৃত্যু' হচ্ছে একটি সেতু– যা বন্ধুকে বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দেয়। তাই 'মৃত্যু' ধ্বংসের প্রতীক নয় বরং একটি ভিন্ন জীবনের সূচনা। মৃত্যুর পরপরই শুরু হয় কবরজীবন। একজন সত্যিকার মুমিনের কবরজীবন কেমন হয়ে থাকে– পবিত্র হাদীস, সত্যনিষ্ট আউলিয়া-ই কিরামের বিভিন্ন ঘটনার আলোকে হাফেজুল হাদীস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহমতুল্লাহি আলাইহি খুবই চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরেছেন আলোচ্য পুস্তকে। যা পাঠ করে আমাদের ঈমান ও আমলের হিফাজত হবে নিঃসন্দেহে। ইন্‌শাআল্লাহ!

এ মূল্যবান পুস্তকটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান নেজামী। সন্‌জরী পাবলিকেশন-এর অনুবাদক ও গবেষণা বিভাগ থেকে বইটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। বিদগ্ধ পাঠককুলের প্রতি অনুরোধ কোন প্রকার ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে জানাবেন। এ রকম উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাব। সকলের শুভ কামনায়– ওয়াস্‌সালাম।

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরী পাবলিকেশন

সূচিক্রম

১. মৃত্যুর ফজিলত এবং তা জীবন থেকে উত্তম ১
২. সংকীর্ণ ঘর থেকে প্রশস্ত ঘরে প্রদার্পণ ৯
৩. জান কবজের সময় মুমিন যে সম্মান লাভ করেন ১২
৪. মৃতের রূহ বের হলে অন্যান্য মৃত রূহ তার সাথে সাক্ষাৎ করা, একত্রিত হওয়া ও জানতে চাওয়া ২৯
৫. মৃত ব্যক্তি চিনে যে তাকে গোসল দেয় ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে ৩২
৬. মৃতের উপর আসমান ও জমিনের ক্রন্দনের বর্ণনা ৩৪
৭. মু'মিনের উপর কবরের আযাব হালকা হওয়ার বর্ণনা ৩৬
৮. মু'মিনকে কবরে সম্ভাষণ দেয়ার বর্ণনা ৩৮
৯. মুনকার নকিরের প্রশ্নের সময় মু'মিনকে যে সুসংবাদ দেয়া হয় তার বর্ণনা ৩৯
১০. মু'মিন তার কবরে কষ্ট পাওয়ার বর্ণনা ৪৮
১১. মৃতগণ নিজেদের কবরে নামাজ পড়ার বর্ণনা ৫৩
১২. মৃতগণ নিজেদের কবরে কুরআন তিলাওয়াত করার বর্ণনা ৫৪
১৩. ফেরেশতারা মু'মিনকে তার কবরে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার বর্ণনা ৫৯
১৪. মু'মিন তার কবরে কাপড় পরিধানের বর্ণনা ৬১
১৫. মু'মিনের জন্য তার কবরে বিছানার আলোচনা ৬৪
১৬. মৃতগণ তাদের কবরে পরস্পর সাক্ষাৎ করার বর্ণনা ৬৫
১৭. মৃতরা তাদের সাক্ষাতকারীদের চেনা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক তোলার বর্ণনা ৭১
১৮. রূহের অবস্থান স্থলের বর্ণনা ৭৪
১৯. মু'মিনদের শিশুদের দুধ খাওয়ানো ও তাঁদের লালন-পালন করার বর্ণনা ৯০

ذِكْرُ فَضْلِ الْمَوْتِ وَأَنَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الْحَيَاةِ

মৃত্যুর ফজিলত এবং তা জীবন থেকে উত্তম

١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ ،

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মু'মিনের উপঢৌকন হচ্ছে মৃত্যু।[১]

٢. وَعَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اَلْمَوْتُ رَيْحَانَةُ الْمُؤْمِنِ ،

২. হযরত হুসায়ন বিন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মৃত্যু মু'মিনের ফুল।[২]

٣. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمَوْتُ غَنِيْمَةٌ الْمُؤْمِنِ ،

৩. হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মৃত্যু মু'মিনের গণিমত (দূর্লভ বস্তু)।[৩]

٤. عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَكْرَهُ بْنُ اَدَمَ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ الْفِتْنَةِ ،

৪. হযরত মাহমুদ বিন লবিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আদম সন্তান মৃত্যুকে অপছন্দ করেন অথচ তাঁর জন্য মৃত্যু ফিতনা থেকে উত্তম।[৪]

---

১. ইবনুল মুবারক : আয যুহদ; ইবনে আবু দরদা : যিকরুল মাওত; তাবরনী : আল মু'জামুল কাবীর; হাকিম : আল মুসতাদরাক, الباب تحفة المؤمنين من الموت هذا, ১৮/২৭২; (বায়হাকী : সুয়াবুল ঈমান, ২০/৩৫৩)

২. দায়লামী : মাসনাদুল ফিরদাওস; কাশফুল খিফা : ১/২৯৭; হিন্দী : কানযুল উম্মাল, ১৫/৫১১;

৩. পূর্বোক্ত;

৪. আহমদ ইবনে হম্বল : মুসনাদে আহমদ, ৪৮/১১৯ (উল্লেখ্য যে, উক্ত কিতাবে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত আছে– اثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ); সা'ঈদ ইবনে মনসুর : আস্ সুনান;

٥. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسُنَّتُهُ، فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسُّنَّةَ ،

৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা ও রীতিনীতি, যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করে তখন সে কারাগার ও রীতিনীতি ত্যাগ করে।[১]

٦. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَلدُّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِرِ وَسِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ حِيْنَ تُخْرَجُ نَفْسُهُ كَمِثْلِ رَجُلٍ كَانَ فِيْ سِجْنٍ فَأُخْرِجَ مِنْهُ، فَجَعَلَ يَتَقَلَّبُ فِي الْأَرْضِ وَيَتَفَسَّحُ فِيْهَا ،

৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুনিয়া কাফেরের স্বর্গ এবং মু'মিনের কারাগার। নিশ্চয়ই মু'মিনের উপমা যখন তাঁর প্রাণ বের করা হয় কারাগারে আটক ব্যক্তির মত, যাকে তা থেকে মুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর সে জমিনে বিচরণ করছে ও স্বাচ্ছন্দ অবস্থান করছে।[২]

٧. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، فَإِذَا مَاتَ يُخْلَى سَرْبُهُ يَسْرَحُ حَيْثُ يَشَاءُ،

৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুনিয়া মু'মিনের কারাগার, যখন সে মারা যাবে তার রাস্তা উন্মুক্ত করা হবে, যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করবে।[৩]

٨. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَلْمَوْتُ تُحْفَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ،

৮. হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের উপঢৌকন।[৪]

---

১. ইবনুল মুবারক : আয যুহদ, ২/১২০; তাবরানী : আল মু'জামুল কবীর, ১৯/৪৬৯;

২. ইবনুল মুবারক : আয যুহদ, ২/১১৯;

৩. ইবনে আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮/১৮৯;

৪. ইবনে আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮/১৫৮; তাবরানী : আল মু'জামুল কবীর, ৮/৬৫;

٩. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِّكُلِّ مُسْلِمٍ،

৯. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মৃত্যু প্রত্যেক মুসলমানের কাফফারা।[১]

١٠. وَعَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خَثِيْمٍ قَالَ مَا مِنْ غَائِبٍ يَّنْتَظِرُهُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ الْمَوْتِ،

১০. হযরত রবি বিন খাসিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন যে সব অনুপস্থিত বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করে তা মৃত্যু থেকে উত্তম নয়।[২]

١١. وَعَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلَ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ أَوَّلَ سُرُوْرٍ يَّدْخُلُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَلْمَوْتُ، لِمَا يَرَى مِنْ كَرَامَةِ اللهِ تَعَالَى وَثَوَابِهِ،

১১. হযরত মালেক বিন মিগওয়াল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনের প্রথম আনন্দ মৃত্যু; কেননা সে আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান ও পুণ্য দেখতে পান।[৩]

١٢. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُوْنَ لِقَاءِ اللهِ،

১২. হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনের জন্য আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ ব্যতীত কোন আনন্দ নেই।[৪]

١٣. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَّهُ، وَمَا مِنْ كَافِرٍ إِلَّا وَالْمَوْتُ شَرٌّ لَّهُ، فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْنِيْ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ وَيَقُوْلُ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ،

১৩. হযরত আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য মৃত্যু উত্তম। প্রত্যেক কাফেরের জন্য মৃত্যু মন্দ। যে

১. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া..., ১/৪৪৫
২. ইবনুল মুবারক : আয যুহদ, ১/২৮৮; ইবনে আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮/২০৭;
৩. ইবনুল মুবারক : আয্ যুহদ, ২/১২১;
৪. আহমদ ইবনে হাম্বল : আয যুহদ, ২/৩৮২; আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক : আয্ যুহদ; ৬/১১৭

আমাকে বিশ্বাস করবেনা তাহলে আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর কাছে যা যা আছে তা সৎ-লোকদের জন্য উত্তম। আর কাফিরগণ যেন মনে না করে আমি তাদের যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য উত্তম।[১]

١٤. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا مِنْ بَرٍّ وَلاَ فَاجِرٍ إِلَّا وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ الْحَيَاةِ إِنْ كَانَ بَراً، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ وَإِنْ كَانَ فَاجِراً، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِم إِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ،

১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রত্যেক নেক্কার এবং বদকারের জন্য মৃত্যু জীবন থেকে উত্তম। যদি সে নেক্কার হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর কাছে যা আছে তা সৎ-লোকদের জন্য মঙ্গল। যদি সে বদকার হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা বলেন, কাফেরেরা যেন মনে না করে আমি তাদের যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য মঙ্গলময়; তবে আমি তাদের অবকাশ দিচ্ছি তাদের পাপ বৃদ্ধি করার জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।[২]

١٥. وَعَنْ أَبِيْ مَالِكِ الْأَشْعَرِيْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ إِلَى مَنْ يَّعْلَمُ أَنِّيْ رَسُوْلُكَ،

১৫. হযরত আবূ মালিক আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ! মৃত্যুকে পছন্দময় করুন ঐ ব্যক্তির কাছে, যে বিশ্বাস করে আমি আপনার রাসূল।[৩]

١٦. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ إِنْ حَفِظْتَ وَصِيَّتِيْ فَلاَ يَكُوْنَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ الْمَوْتِ،

১. সাঈদ বিন মনসুর : আস্ সুনান, ২/১৫৫; ইবনে জারীর : তাবারী, ৭/৪৯৬
২. আবদুর রায্যাক : তাফসীরুল কুরআন, ১/৪৯৫; ইবনে আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮/১৬৬; তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৮/৬২; হাকীম : আল মুসতাদরাক;
৩. তাবরানী : আল মু'জামুল কবীর, ৩/৪৭৮

১৬. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, যদি তুমি আমার অসিয়ত স্মরণ রাখ তাহলে মৃত্যুর চাইতে অধিক প্রিয় তোমার কাছে কোন জিনিস হবেনা।[১]

١٧. وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ قَالَ مَا أَهْدى إِلَيَّ أَخٌ هَدِيَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ السَّلاَمِ، وَلاَ بَلَغَنِي عَنْهُ خَبَرٌ أَحَبُّ مِنْ مَوْتِهِ ،

১৭. হযরত আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে সালামের চাইতে প্রিয় কোন হাদিয়া কোন ভাই প্রেরণ করে না। বান্দার পক্ষ থেকে তার মৃত্যুর চেয়ে প্রিয় কোন খবর আমার কাছে পৌছে না।[২]

١٨. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَمَنَّى لِحَبِيْبِي أَنْ يُعَجِّلَ مَوْتُهُ ،

১৮. হযরত ওবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার বন্ধুর মৃত্যু তাড়াতাড়ি হওয়া কামনা করি।[৩]

١٩. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّيْمِيْ قَالَ قِيْلَ لِعَبْدِ الْأَعْلى التَّيْمِيْ مَا تَشْتَهِيْ لِنَفْسِكَ وَلِمَنْ تُحِبُّ مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ الْمَوْتُ ،

১৯. হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ তায়মী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল আলা তায়মীকে বলা হলো, তুমি নিজের জন্য এবং তোমার পরিবারের প্রিয়জনের জন্য কি কামনা কর? তিনি বলেন, মৃত্যু![৪]

٢٠. وَعَنْ اِبْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَكْحُوْلٍ أَتُحِبُّ الْجَنَّةَ؟ قَالَ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ الْجَنَّةَ، قَالَ فَأَحِبَّ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ لَنْ تَرى الْجَنَّةَ حَتّى تَمُوْتَ ،

[১]. ইস্পাহানী : আত্ তারগীব; তাবরানী : মু'জামুস সগীর, ২/৪৯৭
[২]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আয্ যুহদ, باب : ماهدي الي اخي هدية, ২/২৮৬; ইবনে আবূদ দুনিয়া;
[৩]. ইবনে আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮/২০২;
[৪]. ইবনে আবূদ দুনইয়া : ইসলাহুল মাল, ১/৪৩;

২০. হযরত ইবনে ওবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি মাকহুলকে বলেছেন, তুমি কি বেহেশত ভালবাস? তিনি বলেন, কে বেহেশত ভালবাসে না? তিনি বলেন, তাহলে তুমি মৃত্যুকে ভালবাসো। কেননা তুমি মৃত্যুবরণ করা ছাড়া কখনো বেহেশত দেখবে না।[১]

٢١. وَعَنْ حَبَّانِ بْنِ الْأَسْوَدَ قَالَ الْمَوْتُ جِسْرٌ يُوَصِّلُ الْحَبِيْبَ إِلى الْحَبِيْبِ ،

২১. হযরত হাব্বান ইবনুল আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যু একটি সেতু যা বন্ধুকে বন্ধুর কাছে পৌছিয়ে দেয়।[২]

٢٢. وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنْ لَحْدٍ، فَمَنْ لُحِدَ فَقَدْ اِسْتَرَاحَ مِنْ هُمُوْمِ الدُّنْيَا وَآمَنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ ،

২২. হযরত মাসরুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনের জন্য কবরের চাইতে মঙ্গলজনক কোন কিছু নেই। অতএব যাকে কবর দেয়া হলো সে দুনিয়ার দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ পেল এবং আল্লাহ তাআলার আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করল।[৩]

٢٣. وَعَنْ طَاوُوْسٍ قَالَ لاَ يُحْرِزُ دِيْنُ الرَّجُلِ إِلاَّ حُفْرَتَه،

২৩। হযরত তাউস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের ধর্মকে রক্ষা করতে পারে না কিন্তু তার কবরই (রক্ষা করতে পারে)।[৪]

٢٤. وَعَنْ عَطِيَّةَ قَالَ أَنْعَمُ النَّاسِ جَسَداً فِيْ لَحْدٍ قَدْ أَمِنَ مِنَ الْعَذَابِ ،

২৪। হযরত আতিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের সবচাইতে বড় নিয়ামত হলো কবরস্থ দেহ, যা আযাব থেকে নিরাপদে রয়েছে।[৫]

٢٥. وَعَنْ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ يُقَالُ الْمَوْتُ رَاحَةٌ لِّلْعَابِدِيْنَ ،

[১]. আবু নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া..., باب : مكحول الشامي, ২/৩৪৩
[২]. আবু নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া...; ফায়যুল কাদীর, ৩/৩০৭; আবদুর রাজ্জাক : তাজুল 'আরুস, ১/২৬১৬; কুনুযী : আবযাদুল উলূম ; ৩/২৬৬;
[৩]. ইবনে আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮/২১১; আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া..., ১/২৪৭;
[৪]. ইবনে আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮/২৭২;
[৫]. ইবনুল মুবারক : আয্ যুহদ, ১/২৯০;

২৫। হযরত সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুকে বলা হতো ইবাদতকারীদের প্রশান্তি।[১]

٢٦.وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ قِيْلَ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيْ كَمْ تَتَمَنَّي الْمَوْتَ، وَقَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ لَوْ سَأَلَنِيْ رَبِّيْ لَقُلْتُ يَا رَبِّ لِقِتِيْ بِكَ وَخَوْفِيْ مِنَ النَّاسِ كَأَنِّيْ لَوْ خَالَفْتُ وَاحِداً فَقُلْتُ حَلْوَةً، وَقَالَ مَرَّةً لَخِفْتُ أَنْ يَتَعَاطَى دَمِيْ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنْشَدَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَنْصُوْرُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَدْ قُلْتُ إِذَا مَدَحُوا الْحَيَاةَ فَأَكْثَرُوْا ... فِي الْمَوْتِ أَلْفُ فَضِيْلَةٍ لَا تُعْرَفُ ... مِنْهَا أَمَانُ لِقَائِهِ بِلِقَائِهِ ... وَفِرَاقُ كُلِّ مُعَاشِرٍ لَا يُنْصِفُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَبْكِي الرِّجَالُ عَلَى الْحَيَاةِ وَقَدْ ... أَفْنَى دُمُوْعِيْ شَوْقِيْ إِلَى الْأَجَلِ أَمُوْتُ مِنْ قَبْلِ أَنَّ الدَّهْرَ يَعْثُرُ بِيْ ... فَإِنَّنِيْ أَبَداً مِنْهُ عَلَى وَجَلٍ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمَوْتُ لَيْسَ بِعَدَمٍ مَحْضٍ، وَلَا فَنَاءُ صَرْفٍ،وَإِنَّمَا هُوَ انْقِطَاعُ تَعَلُّقِ الرُّوْحِ بِالْبَدَنِ، وَمُفَارَقَةٌ وَحَيْلُوْلَةٌ بَيْنَهُمَا، وَتَبْدِلُ حَالٍ، وَانْتِقَالٌ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ،

২৬। হযরত রবিয়া বিন জুহাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুফিয়ান সওরীকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি কেন মৃত্যু কামনা করছেন? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে বারণ করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে যদি আমার রব জিজ্ঞাসা করেন আমি বলব আপনার উপর আমার নির্ভরতার কারণে ও মানুষের ভয়ের কারণে (মৃত্যু কামনা করছি)। মনে হয় আমি একজনের বিরোধিতা করছি। আমি বললাম, ভাল। তিনি বললেন, মন্দ। আমি আশংকা করছি তিনি আমার রক্তপাত করবেন। খাতাবী বলেন, আমাদের এক বন্ধু মনসুর বিন ইসমাঈল আমাদের কবিতা আবৃতি করে শুনালেন, আমি বলেছি, যখন তারা জীবনের প্রশংসা তখন তোমরা অধিক পরিমাণে মৃত্যুকে স্মরণ করো। মৃত্যুর মধ্যে আছে অচেনা

[১]. ইবনে আবুদ দুনিয়া : আল মুহতাদিরীন, ১/১৫৩;

হাজার ফযিলত। তন্মধ্যে মৃত্যুব্যক্তির জন্য মৃত্যুতে নিরাপত্তা আছে, প্রত্যেক সমাজকে অবর্ণনীয়ভাবে বিদায় দেয়া। খাতাবী বলেন, মানুষেরা জীবনের জন্য বিলাপ করছে অথচ মৃত্যু কামনায় আমার অশ্রুজল শেষ হয়ে গেছে। আমি মৃত্যুবরণ করব, যুগ আমাকে পরাস্ত করার পূর্বে। আমি সতর্ক, মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করব। মৃত্যু সংকীর্ণ জগত থেকে বিশাল জগতে প্রস্থান করার নাম। জ্ঞানীরা বলেন, মৃত্যু অস্তিত্বহীন হওয়া নয়, কেবলমাত্র নশ্বর নয় রবং তা হচ্ছে দেহ থেকে রূহের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, দেহ ও রূহের মধ্যে ব্যবধান ও অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া, অবস্থার পরিবর্তন হওয়া, এক জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তর হওয়ার নাম।[১]

[১]. খাতাবী : আল গাযালাহ; ইবনে 'আদীদ : বাহারুল মাদীদ, ৬/৩১৯;

مِنْ دَارٍ ضَيِّقَةٍ إِلَى دَارٍ وَاسِعَةٍ

সংকীর্ণ ঘর থেকে প্রশস্ত ঘরে পদার্পণ

١. وَعَنْ بِلاَلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَنْ تُخْلَقُوْا لِلْفَنَاءِ، وَإِنَّمَا خُلِقْتُمْ لِلْخُلُوْدِ وَالْأَبَدِ، وَلَكِنَّكُمْ تَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ ، وَقَالَ اِبْنُ الْقَاسِمِ لِلنَّفْسِ أَرْبَعَةُ دُوْرٍ كُلُّ دَارٍ أَعْظَمُ مِنَ الَّتِيْ قَبْلَهَا ، اَلْأُوْلَى: بَطْنُ الْأُمِّ، وَذَلِكَ مَحَلُّ الضِّيْقِ وَالْحَصَرِ وَالْغَمِّ وَالظُّلُمَاتِ الثَّلاَثِ ، وَالثَّانِيْ: هِيَ الدَّارُ الَّتِيْ أَنْشَأْتَهَا وَأَلِفْتَهَا وَاكْتَسَبْتَ فِيْهَا الشَّرَّ وَالْخَيْرَ وَالثَّالِثَةُ: هِيَ دَارُ الْبَرْزَخِ وَهُوَ أَوْسَعُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَأَعْظَمُ، وَنِسْبَةُ هَذَا الدَّارِ إِلَيْهَا كَنِسْبَةِ الْبَطْنِ إِلَى هَذِهِ. وَالرَّابِعَةُ: هِيَ دَارُ الْقَرَارِ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ، وَلَهَا فِيْ كُلِّ دَارٍ مِنْ هَذِهِ الدُّوْرِ حُكْمٌ وَشَأْنٌ غَيْرُ شَأْنِ الْأُخْرى، اِنْتَهى ،

১। হযরত বেলাল বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি বলেন, তোমাদেরকে ধ্বংসের জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই, নিশ্চয় তোমাদেরকে স্থায়ী ও চিরদিনের জন্য সৃজন করা হয়েছে। তবে তোমাদেরকে এক ঘর থেকে অন্য ঘরের দিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে কাসেম বলেন, আত্মার চারটি স্তর বা ঘর আছে। প্রত্যেক ঘর তার পূর্ববর্তী ঘর থেকে বড়। প্রথমত: মায়ের উদর, তা হলো সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা, দুশ্চিন্তা এ তিনটি অন্ধকারের ঘর। দ্বিতীয়ত: ঐ ঘর যা তুমি তৈরী করেছ তাতে তুমি ভাল-মন্দ কর্ম করেছ। তৃতীয়ত: বরজখের ঘর। তা এ ঘর থেকে প্রশস্ত ও বড়, দুনিয়ার সাথে বরজখের তুলনা হলো দুনিয়ার সাথে মার পেটের তুলনার মত। চতুর্থত: প্রশান্তি ঘর অর্থাৎ বেহেশত অথবা জাহান্নাম। এ ঘরসমূহ থেকে প্রত্যেক ঘরের জন্য আত্মার পৃথক ও স্বতন্ত্র কর্ম ও অবস্থা রয়েছে।[১]

[১]. ইবনে আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ;

٢. وَعَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ الْخُبَارِيْ مَرْفُوْعاً إِنَّ مِثْلَ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْجَنِيْنِ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِهَا بَكَى عَلى مَخْرَجِهِ، حَتّى إِذَا رَأى الضُّوْءَ وَرَضِعَ لَمْ يُحِب أَنْ يَّرْجِعَ إِلى مَكَانِهِ، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَجْزِعُ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا مَضى إِلى رَبِّهِ لَمْ يَحِبْ أَنْ يَّرْجِعَ إِلى الدُّنْيَا كَمَا لَمْ يَحِبِ الْجَنِيْنَ أَنْ يَّرْجِعَ إِلى بَطْنِ أُمِّهِ ،

২। হযরত সুলায়মা বিন আমের আল হুব্বারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় মু'মিনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে মায়ের পেটের গর্ভস্থিত সন্তানের মত। যখন সে তার মায়ের পেট থেকে বের হয় তখন বের হওয়ার কারণে ক্রন্দন করে; অবশেষে সে যখন আলো দেখে দুধ পান করে সে তার স্থানে প্রত্যাবর্তন করতে চায়না। অনুরূপ মু'মিন মৃত্যুকে ভয় করে আর যখন সে তার রবের কাছে চলে যায় সে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করতে চায় না। যেভাবে গর্ভস্থিত সন্তান তার মায়ের গর্ভে ফিরতে চায় না।[১]

٣. أَيْضاً مِنْ مُرَاسِيْلَ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ هَذَا مُرْتَحِلاً مِنَ الدُّنْيَا، فَإِنْ قَدْ رَضِيَ فَلاَ يُسِرُّهُ أَنْ يُّرْجِعَ إِلى الدُّنْيَا كَمَا لاَ يُسِرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّرْجِعَ إِلى بَطْنِ أُمِّهِ ،

৩। হযরত আমর বিন দীনার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেছে। যদি সে সন্তুষ্ট হয় তাহলে দুনিয়াতে ফিরে আসা তাকে আনন্দ দেবেনা যেভাবে তোমাদের কেউ মায়ের পেটে ফিরে যাওয়াতে আনন্দিত করে না।[২]

٤. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا شُبِهَتْ خُرُوْجُ اِبْنِ آدَمَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَمَثَلِ خُرُوْجِ الصَّبِيِّ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ ذَلِكَ الْغَمِّ وَالظُّلْمَةِ إِلى رَوْحِ الدُّنْيَا ،

[১]. ইবনে আবিদ দুনিয়া : মারাসিল;
[২]. ইবনে আবিদ দুনিয়া : মারাসিল;

৪। হযরত আনস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আদম-সন্তানের দুনিয়া থেকে বের হওয়া (মৃত্যুবরণ করা) কে তুলনা করা হয়েছে শিশু তার মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার সাথে। (শিশু) চিন্তা ও অন্ধকার থেকে দুনিয়ার সৌন্দর্যের দিকে বের হয়।[১]

٥. وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ وَلَهَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ تُحِبُّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْكُمْ وَلَهَا نَعِيْمَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا،

৫। হযরত ওবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, জমিনের উপর যে আত্মা মৃত্যুবরণ করে তার জন্য আল্লাহর কাছে মঙ্গল রয়েছে সে তোমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চাইবেনা অথচ দুনিয়াতে তার অনেক ধন-সম্পদ রয়েছে।[২]

[১]. হাকীম তিরমিযী : নাওয়াদিরুল উসূল;
[২]. নাসায়ী : আস্ সুনান, ১০/২২৩

ذِكْرُ مَا يُلْقَاهُ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ قَبْضِ رُوْحِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ

জান কবজের সময় মু'মিন যে সম্মান লাভ করেন

١. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِيْ إِنْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ عَلَى الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمْ أَكْفَانٌ مِّنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحُنُوْطٌ مِنْ حُنُوْطِ الْجَنَّةِ حَتَى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مُدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ أُخْرِجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ فَتَخْرُجُ تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنَ السِّقَاءِ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيُخْرِجُوْنَهَا فَإِذَا أَخْرَجُوْهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِيْ يَدِهِ طُرْفَةَ عَيْنٍ، فَيَجْعَلُوْنَهَا فِيْ تِلْكَ الْأَكْفَانِ وَالْحُنُوْطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا فَلَا يَمُرُّوْنَ عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوْا مَا هَذِهِ الرُّوْحُ الطَّيِّبَةُ؟ فَيَقُوْلُوْنَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِيْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوْا بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ تَلِيْهَا حَتَّى يَنْتَهِيْ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى اُكْتُبُوْا كِتَابَهُ فِيْ عِلِّيِّيْنَ وَأَعِيْدُوْهُ إِلَى الْأَرْضِ. فَيُعَادُ رُوْحُهُ فِيْ جَسَدِهِ فَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيَجْلِسَانِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ رَّبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ اللهُ رَبِّيْ وَالْإِسْلَامُ دِيْنِيْ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بَعَثَ إِلَيْكُمْ وَفِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللهِ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُوْلُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى وَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ، فَيُنَادِيْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ، فَافْرُشُوْا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ،

وَافْتَحُوْا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَّيْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِهِ، وَيَأْتِيْهِ رَجُلُ حُسْنِ الثِّيَابِ طَيِّبِ الرَّائِحَةِ فَيَقُوْلُ لَهُ أَبْشِرْ بِالَّذِيْ يُسِرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعِدُ، فَيَقُوْلُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ يُجِيءُ بِالْخَيْرِ؟ فَيَقُوْلُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُوْلُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِيْ وَمَالِيْ ،

১. হযরত বারা বিন আজিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় মু'মিন বান্দা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং পরকালে গমনের সময় খুব শুভ্র চেহরার কতগুলো ফেরেশতা তার কাছে অবতরণ করেন। মনে হয় তাঁদের চেহারা যেন সূর্য। তাঁদের সাথে বেহেশতী কাফন ও বেহেশতী সুগন্ধি থাকে। অবশেষে তাঁরা তার কাছে দৃষ্টিসীমা বিস্তৃত হয়ে বসে। অতঃপর মালাকুল মাউত আসবেন তিনি তার মাথার নিকট বসবেন ও বলবেন, হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। অতঃপর সে বেরিয়ে আসবে যেভাবে কলসী থেকে পানি বেরিয়ে আসে। যদিও তোমরা তার বিপরীত দেখতে পাও। তাঁরা তাকে বের করে আনবেন। যখন তাঁরা তাকে বের করে আনেন তা তাঁর হাতে এক মুহূর্তের জন্য রাখবেন না। তাঁরা তাকে উক্ত কাফন ও সুগন্ধিতে রাখবেন। তার থেকে জমিনের উপর মিশকের চাইতে উন্নত মানের সুঘ্রাণ বের হবে। অতঃপর তাঁরা তাকে নিয়ে ঊর্ধ্বে গমন করবেন। তাঁরা যখনই ফেরেশতাদের অতিক্রম করবেন, তাঁরা বলবেন, এ পবিত্র রূহ কার? তাঁরা বলবেন, অমুকের ছেলে অমুক। দুনিয়াতে তার যে উত্তম নাম দিয়ে তাঁরা তাকে ডাকতো, তা বলবেন। অবশেষে তাঁরা তাকে একের পর এক প্রত্যেক আসমানে নিয়ে যাবেন। সর্বশেষে সে সপ্তম আসমানে পৌছবে তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা তার আমলনামা ইল্লীয়িনে লিখে রাখ। তাকে জমিনে পুনরায় নিয়ে যাও। এরপর তার দেহে রূহ ফিরিয়ে আনা হবে। অনন্তর তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসবেন তারা তাকে বসাবেন ও তাকে বলবেন, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? সে বলবে, আল্লাহ আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন। অতঃপর তাঁরা তাকে বলবেন? ইনি কে যাঁকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে? সে বলবে! তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁরা পুনরায় তাকে

বলবেন, তুমি কিভাবে অবগত হয়েছ? সে বলবে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি। তার প্রতি ঈমান এনেছি, তা বিশ্বাস করেছি। অতঃপর আকাশ থেকে একজন আহবানকারী আহবান করবেন, আমার বান্দা সত্য বলেছেন, তার জন্য বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে বেহেশতের পোশাক পরিয়ে দাও। তার জন্য বেহেশতের দিকে দরজা খুলে দাও। অতঃপর তার কাছে তা (বেহেশত) থেকে সুঘ্রাণ আসবে। তার কবর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেয়া হবে। তার কাছে সুন্দর পোশাক পরিহিত সুগন্ধময় একজন লোক আসবে, সে তাকে বলবে, আমি তোমার আনন্দ বার্তার সুসংবাদ দিচ্ছি। এটি ঐ দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেয়া হতো। সে তাকে বলবে, তুমি কে, তুমি মঙ্গল নিয়ে এসেছ? সে বলবে, আমি তোমার সৎকর্ম। সে বলবে, হে রব! কেয়ামত কায়েম করুন। রব কেয়ামত কায়েম করুন!! যাতে আমি আমার পরিবার ও সম্পদের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে পারি।[১]

٢. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا احْتَضَرَ وَرَأَى مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُ جَعَلَ يَتَهَوَّعُ نَفْسُهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ فَهُنَالِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتَضَرَ وَرَأَى مَا أَعَدَّ لَهُ جَعَلَ يَتَبَلَّعُ نَفْسُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَخْرُجَ، فَهُنَالِكَ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ ،

২। হযরত ইবনে আবিদ দুনিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত। নিশ্চয় মু'মিনের মৃত্যু উপস্থিত হলে এবং আল্লাহ তার জন্য যা ব্যবস্থা ও তৈরী করে রেখেছেন তা দেখলে তার আত্মা বের হয়ে যাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে থাকবে সেখানে সে আল্লাহর সাথে সহসা মিলতে চান এবং আল্লাহও তার সাথে মিলতে চান। নিশ্চয় কাফেরের মৃত্যু উপস্থিত হলে এবং তিনি তার জন্য যা ব্যবস্থা করেছেন তা দেখলে সে নিজ আত্মা গ্রাস করতে থাকে বের না হওয়ার জন্য। সেখানে সে আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাতকে অপছন্দ করেন।[২]

---

[১]. আহমদ : মসনদ-ই আহমদ, ৩/২৫৬; হাকেম : আল মুসতাদরাক, ১/১১০; বায়হাকী : শুআবুল ঈমান;
[২]. ইবনে আবুদ দুনিয়া;

٣. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَنَظَرَ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ عِنْدَ رَأْسِ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ اِرْفِقْ بِصَاحِبِيْ فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ طِبْ نَفْساً وَقِرَّ عَيْناً وَاعْلَمْ أَنِّي بِكُلِّ مُؤْمِنٍ رَفِيْقٌ ،

৩। হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে, তিনি ইবনুল খযরজী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন– এবং তিনি দেখেছেন জনৈক আনসারীর শিয়রে মালাকুল মাওতকে উপবিষ্ট, অতঃপর তিনি বলেন, হে মালাকুল মাউত! আমার সাহাবীর প্রতি কোমল হও, কেননা সে বিশ্বাসী (মু'মিন)। মালাকুল মাউত বলেন, আপনি সন্তুষ্ট হোন, চোখ শীতল করুন এবং আপনি জেনে নিন যে, আমি প্রত্যেক মু'মিনের প্রতি কোমল।[১]

٤. وَعَنْ كَعْبٍ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمَ قَالَ لِمَلَكِ الْمَوْتِ أَرِنِيْ الصُّوْرَةَ الَّتِيْ تَقْبِضُ بِهَا الْمُؤْمِنَ، فَأَرَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ مِنَ النُّوْرِ وَالْبَهَاءِ وَالْحُسْنِ، فَقَالَ لَوْ لَمْ يَرَ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ مَوْتِهِ مِنْ قُرَّةِ الْعَيْنِ وَالْكَرَامَةِ إِلاَّ صُوْرَتَكَ هَذِهِ لَكَانَتْ تَكْفِيْهِ ،

৪। হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মালাকুল মাউতকে বলেছেন, তুমি আমাকে তোমার ঐ আকৃতি দেখাও যা দিয়ে তুমি মু'মিনের রূহ কবজ কর। অতঃপর মালাকুল মাউত তাঁকে তাঁর নিজস্ব জ্যোতি, চাকচিক্য ও সৌন্দর্য দেখান। এরপর তিনি বলেন, মু'মিন তার মৃত্যুর সময় তোমার এ আকৃতি ব্যতীত কোন চোখ জোড়ানোর দৃশ্য ও সম্মান না দেখলেও এটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।[২]

[১]. তাবরানী : মু'জামুল কবীর; আবু নাঈম : আল- মারিফা; ইবনে মুনিব্বাহ : আল- মাফিফা; (রওযাতুল মুহাদ্দীন, ৮/৪৭৫)
[২]. ইবনে আবুদ দুনিয়া;

٥. عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ إِذَا قُبِضَ رُوْحُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَيَنْطَلِقُ مَعَهُ الْمُقَرَّبُوْنَ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى الثَّانِيَةِ، ثُمَّ إِلَى الثَّالِثَةِ ثُمَّ إِلَى الرَّابِعَةِ، ثُمَّ إِلَى الْخَامِسَةِ، ثُمَّ إِلَى السَّادِسَةِ، ثُمَّ إِلَى السَّابِعَةِ حَتَّى يَنْتَهُوْا بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَيَقُوْلُوْنَ رَبُّنَا عَبْدُكَ فُلاَنٌ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِ، فَيَأْتِيْهِ صَكُّ مَخْتُوْمٍ بِأَمَانِهِ مِنَ الْعَذَابِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (كَلَّا إِنَّ الأَبرارَ لَفي عِلِّيين، وَما أَدراكَ مَا عِلِّيُوْنَ كِتابٌ مَرْقُوْمٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ) ،

৫। হযরত দাহহাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনের রূহ যখন কবজ করা হবে তখন তাকে আসমানের তুলে নেয়া হবে। অতঃপর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তার সাথে চলবে, অতঃপর তাকে দ্বিতীয় আসমানে তুলে নেয়া হবে, এরপর তৃতীয় আসমানে, এরপর চতুর্থ আসমানে, এরপর পঞ্চম আসমানে, এরপর ষষ্ঠ আসমানে, এরপর সপ্তম আসমানে, অবশেষে তাঁরা তাকে সিদরাতুল মুন্তাহায় নিয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরা বলবেন, হে আমাদের রব! আপনার অমুক বান্দা অথচ তিনি তার সম্পর্কে অধিক অবহিত। অতঃপর তার কাছে লিখিত শীল লাগানো আযাব থেকে মুক্তিনামা আসবে। উহার প্রতি আল্লাহর বাণী ইঙ্গিত করছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় পুণ্যবানদের লিপি সবচেয়ে উচ্চস্থান (ইল্লিয়্যীন) এ রয়েছে এবং তুমি কি জানো ইল্লিয়্যীন কেমন? ঐ লিপিটা হচ্ছে একটা মোহরকৃত লিপি; নৈকট্যপ্রাপ্তরা যার যিয়ারত করবে।[১]

٦. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِيْ إِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، وَإِدْبَارٍ مِنَ الدُّنْيَا نَزَلَ مَلاَئِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ كَأَنَّهُمْ وُجُوْهُهُمُ الشَّمْسُ بِكَفَنِهِ وَحُنُوْطِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَقْعُدُوْنَ حَيْثُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ فِيْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ،

[১]. আবদুর রহমান আল আরানী : কিতাবুল ইখলাস;

৬। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মু'মিনের পরকালে আগমন ও দুনিয়া থেকে প্রস্থানের সময় আকাশ থেকে কতগুলো ফেরেশতা অবতরণ করবেন, তাঁদের চেহরা যেন সূর্যের মত উজ্জ্বল। তাঁরা বেহেশত থেকে তার জন্য কাফন ও সুগন্ধি নিয়ে আসবেন। অতঃপর তাঁরা এমন স্থানে বসবেন সে (মৃত্যুপথযাত্রা) তাদের দিকে অবলোকন করে। যখন তার রূহ বের হয়ে যায় তার জন্য আসমান ও জমিনের সকল ফেরেশতা মাগফেরাত কামনা করেন।[১]

٧. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قُبِضَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ فَتَخْرُجُ كَالطَّيِّبِ وَأَطْيَبُ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ حَتَّى إِنَّهُ يُنَاوَلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَيُسَمُّوْنَهُ بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ لَهُ حَتَّى يَأْتُوْا بِهِ بَابَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ مَا هَذِهِ الرِّيْحُ الَّتِيْ جَاءَتْ مِنَ الْأَرْضِ؟ وَكُلَّمَا أَتَوْا سَمَاءً قَالُوْا مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتُوْا بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمْ أَفْرَحُ مِنْ أَحَدِهِمْ عِنْدَ لِقَيَاهُ، وَلَا قَدِمَ عَلَى أَحَدٍ كَمَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَيَسْأَلُوْنَهُ مَا فَعَلَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ؟ فَيَقُوْلُوْنَ دَعُوْهُ حَتَّى يَسْتَرِيْحَ فَإِنَّهُ كَانَ فِيْ غَمِّ الدُّنْيَا،

৭। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন মু'মিনের রূহ কবজ করা হয় তখন তার কাছে রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে আগমন করেন, তার থেকে মেশকের চাইতে উন্নত মানের সুঘ্রাণ বের হয় যা তাঁরা পরস্পরকে প্রদান করে। তাঁরা তার সুন্দর নাম প্রদান করেন। অবশেষে তাঁরা তাকে আসমানের দ্বারে নিয়ে যান। তাঁরা বলেন, জমিন থেকে একি সুঘ্রাণ এসেছে। যখনই তাঁরা আসমানে আসেন তারা ঐ রূপ বলেন। অবশেষে তাঁরা তাকে মু'মিনদের রূহের কাছে নিয়ে যান। সাক্ষাতের সময় তাদের থেকে অত্যাধিক আনন্দিত যেমন কেউ হয় না তেমনি তার মত কেউ আগমনও

[১]. আবু নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া...; ইবনে মুনিব্বাহ;

করেন না। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, অমুকের ছেলে অমুক কী করেছে? তাঁরা বলবেন, তাকে ছেড়ে দিন যাতে সে বিশ্রাম নিতে পারে, কেননা সে দুনিয়াতে বিষন্নতায় ছিল।[১]

٨. وَأَخْرَجَ الْبَرَاءُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا احْتَضَرَ أَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِحَرِيْرَةٍ فِيْهَا مِسْكٌ وَعَنْبَرٌ وَرَيْحَانٌ فَتُسَلُّ رُوْحُهُ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِيْنِ، وَيُقَالُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اخْرُجِيْ رَاضِيَةً مَّرْضِياً عَلَيْكِ إِلَى رَوْحِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ، فَإِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ وُضِعَتْ عَلَى ذَلِكَ الْمِسْكِ وَالرَّيْحَانِ وَطُوِيَتْ عَلَيْهِ الْحَرِيْرَةُ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى عِلِّيِّيْنَ،

৮। বারা হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– মু'মিনের মৃত্যু অত্যাসন্ন হলে তার কাছে ফেরেশতারা রেশমী কাপড় নিয়ে আসেন তাতে মিশক, আম্বর ও ফুল থাকে। অতঃপর তার রূহ বের করে আনা হয় যেভাবে খামির থেকে চুল বের করে আনা হয়। আর বলা হয়, হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে বেরিয়ে এসো, তোমার উপর রব খুশি, আল্লাহর রহম ও সম্মানের কাছে। অনন্তর তার রূহ যখন বের হয় তা উক্ত মিশক ও ফুলের উপর রাখা হবে, রেশমী কাপড় তার উপর জড়ানো হবে ও তা ইল্লীয়িনে নিয়ে যাওয়া হবে।[২]

٩. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً) قَالَ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ لَمَّا عَايَنَتْ مَلَكَ الْمَوْتِ قَالَ اخْرُجِيْ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِلَى رُوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، سَبَحَتْ سَبْحَ الْغَائِصِ فِي الْمَاءِ فَرْحاً وَشَوْقاً إِلَى الْجَنَّةِ (فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً) يَعْنِي تَمْشِيْ إِلَى كَرَامَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،

[১]. আহমদ : মসনদ-ই আহমদ; নাসায়ী : আস্ সুনান, ৬/৩৬৯; ইবনে হাব্বান; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান; হাকেম : আয্ যুহদ;

[২]. তাবরানী : আল মু'জামুল কবীর, ১৯/১৩৪

৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, মু'মিনের আত্মাসমূহ যখন মালাকুল মাউতকে দেখবে, তিনি বলেন, হে প্রশান্তময় আত্মা! তুমি পরমশান্তি, ফুল ও দয়াময় রবের কাছে বেরিয়ে এসো। আনন্দে ও উৎসাহী হয়ে বেহেশতের দিকে সে ডুবুরীর মত পানিতে ডুব দেবে। فالسابقات سبقا অর্থ আল্লাহর সম্মানের দিকে চলতে থাকবে।[১]

١٠. عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ إِذَا تُوُفِّيَ اللهُ الْعَبْدَ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى مَلَكَيْنِ بِخِرْقَةٍ مِّنَ الْجَنَّةِ وَرَيْحَانٍ مِّنَ الْجَنَّةِ فَقَالاَ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اُخْرُجِيْ إِلَى رَوْحٍ وَّرَيْحَانٍ وَّرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، اُخْرُجِيْ فَنِعْمَ مَا قَدَّمْتَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رَائِحَةٍ مِّنَ الْمِسْكِ وَجَدَهَا أَحَدُكُمْ بِأَنْفِهِ، وَعَلَى أَرْجَاءِ السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ يَّقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ اللهُ لَقَدْ جَاءَنَا مِنَ الْأَرْضِ الْيَوْمَ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ فَلاَ يَمُرُّ بِبَابٍ إِلاَّ فُتِحَ لَهُ، وَلاَ مَلَكٌ إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ، وَيَشِيْعُ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ رَبُّهِ فَتَسْجُدُ الْمَلاَئِكَةُ قَبْلَهُ، ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَذَا عَبْدُكَ فُلاَنٌ تُوُفِّيَنَاهُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، فَيَقُوْلُ مُرُوْهُ بِالسُّجُوْدِ فَتَسْجُدُ النَّسَمَةُ، ثُمَّ يُدْعَى مِيكَائِيْلُ فَيُقَالُ اِجْعَلْ هِذِهِ النَّسَمَةُ مَعَ أَنْفَسِ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتَّى أَسْأَلَكَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيُؤْمِرُ بِقَبْرِهِ فَيُتَّسِعُ لَهُ طُوْلُهُ سَبْعِيْنَ وَعَرْضُهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيُبْسَطُ فِيْهِ الْحَرِيْرُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ نُوْرُهُ، وَإِلاَّ جَعَلَ لَهُ نُوْرٌ مِثْلَ الشَّمْسِ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَقْعَدِهِ فِي الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً ،

১০। হযরত ওবাইদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ বান্দাকে ওফাত দেন তখন আল্লাহ বেহেশতের এক টুকরো কাপড় ও খুশবো নিয়ে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাঁরা উভয়ই বলেন, হে আশ্বস্ত আত্মা! শান্তি, ফুল ও দয়াময় রবের কাছে বেরিয়ে এসো,

[১]. জুনী : ...; (জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : দুররুল মানসুর, ১০/১৮৯)

বেরিয়ে এসো! তোমার আগমন কতইনা উত্তম। মিশকের চেয়ে সুঘ্রাণময় হয়ে তা বেরিয়ে আসবে। তোমাদের যে কেউ তার সুঘ্রাণ পাবে। আকাশে কতগুলো ফেরেশতা বলবেন, সুবহানাল্লাহ, আজকের দিন জমিন থেকে আমাদের কাছে পবিত্র আত্মা এসেছে, সে যে দরজা দিয়ে অতিক্রম করে না কেন তার জন্য উন্মুক্ত হবে। প্রত্যেক ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন ও বিদায় দেবেন। অবশেষে তাকে তার রবের কাছে আনা হবে। তার পূর্বে ফেরেশতারা সিজদায় পড়ে যাবেন আর বলবেন, হে আমাদের রব! ইনি আপনার বান্দা অমুক। আমরা তাকে ওফাত দিয়েছি। আপনি উক্ত বিষয়ে অবহিত আছেন। তিনি বলবেন, তাকে সিজদা করার নির্দেশ দাও। অতঃপর আত্মা সিজদা করবেন। এরপর মীকাঈলকে আহবান করা হবে ও তাঁকে বলা হবে মু'মিনদের আত্মাসমূহের সাথে এ আত্মাটিও রেখে আসো। অবশেষে আমি তাকে কেয়ামতের দিন প্রশ্ন করব। অতঃপর তার কবর সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে। তা প্রশস্ত করা হবে দৈর্ঘ্য সত্তর গজ এবং প্রস্থ সত্তর গজ। তাতে রেশমী কাপড় বিছানো হবে। যদি তার কাছে কুরআনের কিছু অংশ থাকে তা তাকে আলো দেবে নতুবা তাকে সূর্যের ন্যায় আলোকিত করা হবে। অতঃপর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দেয়া হবে। সে সকাল-সন্ধ্যা বেহেশতে তার আসন দেখতে থাকবেন।[১]

١١. وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ تُخْرَجُ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ وَهِيَ أَطْيَبُ رِيْحًا مِّنَ الْمِسْكِ، فَتَصْعَدُ بِهَا الْمَلاَئِكَةُ الَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَهَا فَتَلْقَاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ دُوْنَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُوْنَ مَنْ هَذَا الَّذِيْ مَعَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ فُلاَنٌ، وَيَذْكُرُوْنَهُ بِأَحْسَنِ عَمَلِهِ، فَيَقُوْلُوْنَ حَيَّاكُمُ اللهُ وَحَيَّا مَنْ مَّعَكُمْ، فَيُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيَصْعَدُوْنَهُ مِنَ الْبَابِ الَّذِيْ كَانَ مِنْهُ عَمَلُهُ فَيُشْرَقُ وَجْهُهُ، فَيَأْتِيْ الرَّبَّ وَلِوَجْهِهِ بُرْهَانٌ مِّثْلُ الشَّمْسِ ،

১১। হযরত আবূ মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মু'মিনের আত্মা বের হবে মিশক থেকে অধিক সুঘ্রাণ হবে। তাকে উর্ধ্ব নিয়ে যাবে ঐসব ফেরেশতা যারা তাকে ওফাত দিয়েছেন।

[১]. হানাদ ইবনুস সারী : কিতাবুয যুহদ; তাবরানী : আল মু'জামুল কাবীর;

আসমানের নিচে ফেরেশতারা তাঁদের সাক্ষাৎ করবেন। অতঃপর বলবেন, আপনাদের সাথে ইনি কে? তাঁরা বলবেন, অমুক, তাঁরা তাকে তার উত্তম আমলসহ স্মরণ করবেন। তারা বলবেন, আল্লাহ আপনাদের দীর্ঘজীবি করুন। আপনাদের সাথে যা আছেন তাদেরও দীর্ঘজীবি করুন। অতঃপর তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে। তারা তাকে ঐ দরজা দিয়ে উর্ধ্ব নিয়ে যাবেন যে দরজা দিয়ে তার আমল নিয়ে যাওয়া হতো। তার চেহরা আলোকিত করা হবে। অতঃপর সে রবের কাছে যাবে যে অবস্থায় তার চেহারা সূর্যের মত দেদীপ্যমান।[১]

١٢. وَعَنْ الضَّحَاكِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) قَالَ النَّاسُ يُجَهِّزُوْنَ بَدَنَهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُجَهِّزُوْنَ رُوْحَهُ،

১২। হযরত দাহ্হাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর বাণী وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ সম্পর্কে বলেন, মানুষেরা মৃত ব্যক্তিকে দাফনের ব্যবস্থা করেন এবং ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন।[২]

١٣. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ يُقْبَضُ الْمُؤْمِنُ حَتَّى يُرى مِنَ الْبُشْرى، فَإِذَا قُبِضَ نَادى وَلَيْسَ فِي الدَّارِ دَابَّةٌ صَغِيْرَةٌ وَلاَ كَبِيْرَةٌ إِلاَّ وَهِيَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. تَعَجَّلُوْا بِيْ إِلى أَرْحَمِ الرَّاحِمِيْنَ، فَإِذَا وُضِعَ عَلى سَرِيْرِهِ قَالَ مَا أَبْطَأَ مَا تَمْشُوْنَ، فَإِذَا أُدْخِلَ فِيْ لَحْدِهِ أُقْعِدَ فَأُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَهُ، وَمُلِيءَ قَبْرُهُ مِنْ رَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَمِسْكٍ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ قَدِّمْنِيْ، فَيُقَالُ إِنَّ لَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لَمْ يَلْحَقُوْا، وَنَمْ قَرِيْرَ الْعِيْنِ،

১৩। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুসংবাদ প্রত্যক্ষ করা ছাড়া মু'মিনের রূহ কবজ করা হবে না। যখন তার রূহ কবজ করা হবে তিনি আহ্বান করবেন, মানব-দানব ব্যতীত ঘরের

[১]. আবূ সা'ঈদ তাইলাসী : মসনদ; ইবনে আবী শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৩/২৫৭; বায়হাকী : সুনানুল কুবরা;
[২]. ইবনে আবিদ্ দুনিয়া; আলূসী : তাফসীর-ই আলূসী : ২১/৪৮৭;

ছোট বড় প্রত্যেক প্রাণী তার ধ্বনি শুনতে পাবে। তোমরা আমাকে দয়াময় রবের কাছে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও। যখন তাকে খাটে রাখা হবে তিনি বলবেন, তোমরা কতইনা ধীর গতিতে চলছ। যখন তাকে তার কবরে প্রবেশ করা হবে তাকে বসানো হবে এবং বেহেশতে তার ঠিকানা দেখানো হবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য যা তৈরী করেছেন তাও দেখানো হবে। তার কবর রহমত, ফুল ও সুঘ্রাণে পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে। অতঃপর বলবেন, হে রব! আমাকে অগ্রবর্তী করুন। তাকে বলা হবে, আপনার অনেক ভাই-বোন আছে যারা মিলিত হয় নাই। আপনি চোখ শীত করে ঘুমিয়ে পড়ুন।[১]

١٤. وَعَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا عَايَنَ الْمُؤْمِنُ الْمَلَائِكَةَ قَالُوْا نَرْجِعُكَ إِلى الدُّنْيَا؟ فَيَقُوْلُ إِلى دَارِ الْهُمُوْمِ وَالْأَحْزَانِ، قَدِّمَانِيَ إِلى اللهِ تَعَالى،

১৪। হযরত ইবনে জুরায়জ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বললেন, মু'মিন যখন ফেরেশতাদের প্রত্যক্ষ করবেন তারা বলবেন আমরা আপনাকে দুনিয়ায় নিয়ে যাব। তখন বান্দা বললেন, চিন্তা ও বিষন্নতার জগতে? আমাকে আল্লাহর কাছে অগ্রবর্তী করুন।[২]

١٥. وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا قَالَ تُخْرَجُ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ فِيْ رَيْحَانَةٍ، ثُمَّ قَرَأَ (فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيْمٍ)،

১৫। হযরত হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনের রূহ ফুলের মধ্যে বের করা হবে। তারপর তিনি পাঠ করেন, অতঃপর ঐ মৃত্যুবরণকারী যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে রয়েছে আরাম এবং ফুল ও শান্তির বাগান।[৩]

١٦. وَعَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالى: (فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ) اَلرَّوْحُ وَالرَّيْحَانُ يَلْتَقِي بِهِمَا عِنْدَ الْمَوْتِ الْمُؤْمِنُ،

[১]. ইবনে আবূ সাইবা : আল মুসান্নাফ, ৮/১৮৬;
[২]. ইবনে জারীর : তাফসীর-ই তাবারী, ১৯/৬৯; ইবনে মুনযির :... ;
[৩]. মিরওয়াজ : আল জানায়িয; (আলূসী : তাফসীর-ই আলূসী, ২০/২৮৮)

১৬। হযরত কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তাআলার বাণী فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ সম্পর্কে বলেন, মৃত্যুর সময় মু'মিন আরাম (روح) এবং ফুল (ريحان) এর সাথে মিলিত হবেন।[১]

١٧. وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ إِذَا أُمِرَ مَلَكُ الْمَوْتِ بِقَبْضِ رُوْحِ الْمُؤْمِنِ أَتَى بِرَيْحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقِيْلَ لَهُ اِقْبِضْ رُوْحَهُ فِيْهِ ،

১৭। হযরত বকর বিন ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালাকুল মাউতকে মু'মিনের রূহ কবজ করার জন্য যখন হুকুম দেয়া হবে তখন তিনি বেহেশতের ফুল নিয়ে আসবেন। তাকে বলা হবে, তাতে তার রূহ কবজ করুন।[২]

١٨. وَعَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجُوْنِيْ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَ أُتِيَ بِضَبَائِرِ الرَّيْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ فَيُجْعَلُ رُوْحُهُ فِيْهَا ،

১৮। হযরত আবূ ইমরান জুনী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদীস পৌছল যে, মু'মিনের মৃত্যু সন্নিকট হলে তার কাছে বেহেশত থেকে ফুলের ঢালি আনা হয়। অতঃপর তাতে তার রূহ রাখা হয়।[৩]

١٩. وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ تُنْزَعُ رُوْحُ الْمُؤْمِنِ فِيْ حَرِيْرَةٍ مِّنْ حَرِيْرِ الْجَنَّةِ ،

১৯। হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনের রূহ বেহেশতের রেশমী পোশাকে কবজ করা হয়।[৪]

٢٠. عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُقَرَّبِيْنَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا حَتَّى يُؤْتَى بِغُصْنٍ مِّنْ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ فَيَشُمُّهُ ثُمَّ يُقْبَضُ ،

১. তাবারী : তাফসীর-ই তাবারী, ২৩/১৬১;
২. ইবনে আবুদ দুনিয়া; জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : দুররুল মানসুর, ৯/৪০৫;
৩. পূর্বোক্ত;
৪. পূর্বোক্ত;

২০। হযরত আবূল আলীয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই কোন সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করেন তার কাছে বেহেশতের ফুলের একটি ঢাল আনা হয়, সে তার ঘ্রাণ নেয়। অতঃপর তার রূহ কবজ করা হয়।[১]

٢١. وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ فِيْ قَبْرِهِ أَنْ يُّقَالَ لَهُ أَبْشِرْ بِرِضَا اللهِ وَالْجَنَّةِ، قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدَمٍ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لِمَنْ يُشَيِّعُكَ إِلَى قَبْرِكَ، وَصَدَّقَ مَنْ شَهِدَكَ، وَاسْتَجَابَ لِمَنْ يَّسْتَغْفِرُ لَكَ ،

২১। হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মু'মিনকে তার কবরে প্রথম সুসংবাদ দেয়া হবে। তাকে বলা হবে, তুমি আল্লাহর রেজামন্দি ও বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। তুমি সসম্মানে এসেছ। আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেছেন তাকে যে তোমাকে কবরে বিদায় দিয়েছে। যে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে তিনি তাকে সত্যায়ন করেছেন। যে তোমার জন্য ক্ষমা চেয়েছে তিনি তা কবুল করেছেন।[২]

٢٢. وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللهُ قَبْضَ رُوْحِ الْمُؤْمِنِ أُوْحِيَ إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ أَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ فَإِذَا جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَقْبِضُ رُوْحَهُ قَالَ لَهُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ،

২২। হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, যখন আল্লাহ তাআলা মু'মিনের রূহ কবজের ইচ্ছা করেন মালাকুল মাউতকে তিনি নির্দেশ দেন তুমি তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পাঠ কর। যখন মালাকুল মাউত তার রূহ কবজ করতে আসেন তাকে বলেন, তোমার রব তোমাকে সালাম পাঠ করছেন।[৩]

১. ইবনে জারীর : তাফসীর-ই তাবারী, ২৩/১৬০; ইবনে আবু হাতিম;
২. ইবনে মুনিবাহ; জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : আদ্ দুররুল মানসুর, ৯/৪০৫;
৩.

٢٣. عَنْ مُحَمَّدٍ الْقُرْظِيِّ قَالَ إِذَا اسْتَبْلَغَتْ نَفْسُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَادَ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَ اللهِ، اَللهُ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةِ (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِيْنَ يَقُوْلُوْنَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ)،

২৩। হযরত মুহাম্মদ কুরজী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনের মৃত্যু সন্নিকট হলে মালাকুল মাউত উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর বন্ধু! আল্লাহ তাআলা আপনাকে সালাম দিচ্ছেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন– ঐ সব লোক, যাদের প্রাণ বের করেন ফিরিশতাগণ পবিত্র থাকা অবস্থায় একথা বলতে বলতে, শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের উপর।[১]

٢٤. وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُبَشَّرُ بِصَلاَحِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ لِتَقَرَّ عَيْنُهُ،

২৪। হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় মু'মিনকে তার সন্তানের সততার বিষয়ে সুসংবাদ দেয়া হবে তার মৃত্যুর পর, যাতে তার চোখ শীতল হয়।[২]

٢٥. وَعَنِ الضَّحَّاكِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) قَالَ يَعْلَمُ أَيْنَ هُوَ قَبْلَ الْمَوْتِ،

২৫। হযরত দাহহাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ তাআলার বাণী– (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا وَفِي الآخِرَةِ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। তিনি বলেন, তিনি জানবেন মৃত্যুর পূর্বে তার অবস্থান কোথায়?[৩]

٢٦. وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوْا وَلا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ) قَالَ ذَلِكَ عِنْدُ الْمَوْتِ،

[১]. ইবনে আবু শায়বা; হাকেম : আল মুসতাদরাক; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ১/৪৭০; ইবনে মুন্দাহ;
[২]. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া ...;
[৩]. ইবনে আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৮/২৯৩; ইবনে মুন্দাহ;

২৬। হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী– নিশ্চয় ঐ সব লোক, যারা বলেছে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর সেটার উপর স্থির রয়েছে। তাদের উপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হয় যে, না ভীত হও এবং না দুঃখ কর এবং আনন্দিত হও ওই জান্নাতের উপর যার সম্পর্কে তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তা (এ সুসংবাদ) দেওয়া হবে মৃত্যুর সময়।[১]

٢٧. وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْآيَةِ قَالَ (أَنْ لاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوا) أَيْ لاَ تَخَافُوا مِمَّا تُقَدِّمُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ وَأَمْرَ الْآخِرَةِ، وَلاَ تَحْزَنُوْا عَلَى مَا خَلَفْتُمْ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا مِنْ وَلَدٍ وَأَهْلٍ وَّدَيْنٍ، فَإِنَّا نَسْتَخْلِفُكُمْ فِيْ ذَلِكَ كُلِّهِ،

২৭। হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, 'তোমরা ভয় পেয়োনা এবং চিন্তিত হয়োনা রবং বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।' তোমরা ভয় পেয়োনা মৃত্যুকে, যেদিকে তোমরা অগ্রবর্তী হচ্ছ এবং পরকালের বিষয়েও তোমরা চিন্তিত হওনা পার্থিব ওই বিষয়ে যা তোমরা রেখে যাচ্ছ তার উপর। তা হচ্ছে– ছেলে-মেয়ে, পরিবার ও ঋণ। এ সব বিষয়ে আমি তোমাদের উত্তরসূরী করব।[২]

٢٨. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ يُؤْتَى الْمُؤْمِنُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَيُقَالُ لَهُ لاَ تَخَفْ مِمَّا أَنْتَ قَادِمٌ عَلَيْهِ فَيَذْهَبُ خَوْفُهُ، وَلاَ تَحْزَنْ عَلَى الدُّنْيَا وَلاَ عَلَى أَهْلِهَا وَأَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَيَذْهَبُ خَوْفُهُ، وَلاَ تَحْزَنْ عَلَى الدُّنْيَا فَيَمُوْتُ وَقَدْ أَقَرَّ اللهُ عَيْنَه،

২৮। হযরত যায়েদ বিন আসলাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত্যুর সময় মু'মিনকে আনা হবে তাকে বলা হবে তুমি যেদিকে আগমন করছ তাকে ভয় করো না, এতে তার ভয় চলে যাবে। দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীর উপর চিন্তা করো না এবং বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর। এতে তার ভয় চলে যাবে। দুনিয়ার উপর চিন্তা করো না। অতঃপর সে মৃত্যুবরণ করবে আর আল্লাহ তাআলা তার চোখ শীতল করবেন।[৩]

[১]. বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ১/৪৬১;
[২]. ইবনে আবু হাতেম : ...;
[৩]. পূর্বোক্ত

٢٩. وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً) قَالَ إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ قَبْضَ رُوْحِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ اِطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَاِطْمَأَنَّ اللهُ إِلَيْهَا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَشْيَخَةِ الْبَغْدَادِيَّةِ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَاعِظِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ الْوَاعِظَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ رَأَيْتُ فِيْ بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى يُظْهِرُ عَلَى كَفِّ مَلَكِ الْمَوْتِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِخَطٍّ مِنْ نُوْرٍ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَّبْسُطَ كَفَّيْهِ لِلْعَارِفِ فِيْ وَقْتِ وَفَاتِهِ فَيُرِيْهِ تِلْكَ الْكِتَابَةَ، فَإِذَا رَأَتْهَا رُوْحُ الْعَارِفِ طَارَتْ إِلَيْهِ فِيْ أَسْرَعِ مِنْ طَرْفَةِ الْعَيْنِ. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوْعاً إِذَا أَمَرَ اللهُ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ مَّنِ اِسْتَوْجَبَ النَّارَ مِنْ مُذْنِبِي أُمَّتِيْ قَالَ بَشِّرْهُمْ بِالْجَنَّةِ بَعْدَ اِنْتِقَامٍ كَذَا وَكَذَا عَلَى قَدْرِ مَا يَعْمَلُوْنَ يَحْبِسُوْنَ فِي النَّارِ. فَاللهُ سُبْحَانُهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ،

২৯। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তাঁকে আল্লাহর বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, হে শান্তিময় প্রাণ। স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাও, এমতাবস্থায় যে, তুমি তার উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট। উত্তরে তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তার মু'মিন বান্দার যখন রূহ কবজ করতে ইচ্ছা করেন, আত্মা আল্লাহ তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। বায়হাকী المشيخة البغدادية তে বলেন, আমি আবূ সায়ীদ ও হাসান বিন আলীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন– আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি। তিনি বলছেন, আমি কিছু পুস্তকে দেখেছি, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মালাকুল মাউতের হাতে আলোকিত অক্ষরে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ কে প্রকাশ করবেন। অতঃপর তাঁকে নির্দেশ দেবেন তিনি যেন তার উভয় হাত আরেফের জন্য প্রসারিত করেন তার ওফাতের সময় এবং তাকে উক্ত লিপি যেন দেখান। আরেফের রূহ যখন তা দেখবে চোখের পলকের চাইতেও দ্রুত গতিতে তার কাছে উড়ে আসবে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন মালাকুল মাউতকে আমার উম্মতের পাপীদের থেকে যার জন্য দোযখ ওয়াজিব হয়েছে তার রূহ কবজের জন্য নির্দেশ দেবেন, তখন তিনি বলেন, তাদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ দাও, তাদের কর্ম অনুপাতে এরূপ, এরূপ শাস্তির পর, তাদের দোযখে আটকিয়ে রাখা হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা অধিক দয়ালু।[১]

[১]. পূর্বোক্ত

ذِكْرُ مُلاَقَاةِ الأَرْوَاحِ لِلْمَيِّتِ إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ وَاجْتِمَاعِهِمْ بِهِ وَسُؤَالِهِمْ عَنْهُ

মৃতের রূহ বের হলে অন্যান্য রূহ তার সাথে সাক্ষাৎ করা, তার সাথে তাদের একত্রিত হওয়া ও তারা তার কাছে জানতে চাওয়া

١. عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ إِذَا قُبِضَتْ تَلَقَّاهَا أَهْلُ الرَّحْمَةِ مِنْ عِبَادِ اللهِ تَعَالَى، كَمَا يَلْقَوْنَ الْبَشِيْرَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَيَقُوْلُوْنَ انْظُرُوْا صَاحِبَكُمْ يَسْتَرِيْحُ فَإِنَّهُ كَانَ فِيْ كَرْبٍ شَدِيْدٍ، ثُمَّ يَسْأَلُوْنَهُ مَا فَعَلَ فُلاَنٌ، وَفُلاَنَةٌ تَزَوَّجَتْ،

১। হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মু'মিনের আত্মা যখন কবজ করা হয় আল্লাহর বান্দাদের থেকে রহমতপ্রাপ্তরা তার সাথে সাক্ষাৎ করেন যেভাবে তারা দুনিয়ার সুসংবাদ প্রদানকারীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এবং তাঁরা বলেন, তোমাদের বন্ধুকে দেখ বিশ্রাম নিচ্ছেন। কেননা তিনি ভীষণ বিপদে ছিলেন। অতঃপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, অমুক কী করেছে? অমুক মহিলা বিবাহ করেছে?[১]

٢. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ وَيُعَايِنُ مَا يُعَايِنُ يَوَدُّ لَوْ خَرَجَتْ رُوْحُهُ وَاللهُ يُحِبُّ لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ تَصْعَدُ رُوْحُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَأْتِيْهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَسْتَخْبِرُوْنَهُ عَنْ مَعَارِفِهِمْ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ،

২। হযতর আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় মু'মিনের মৃত্যু আসলে এবং যা প্রত্যক্ষ করার তা প্রত্যক্ষ করলে তিনি চাইবেন তার রূহ বের হয়ে যাক। এবং আল্লাহ তাআলা তার সাক্ষাৎ ভালবাসেন আর মু'মিনের আত্মা আকাশে আরোহন করেন। অতঃপর তার কাছে মু'মিনদের আত্মাসমূহ আগমন করেন তারা তার কাছে দুনিয়ায় তাদের পরিচিতজনদের বিষয়ে অবহিত হতে চাইবেন।[২]

[১]. তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ১/১৫১;
[২]. বযযার; আলুসী : তাফসীর-ই আলুসী, ১১/৮০;

٣. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ رُوْحَيِ الْمُؤْمَنَيْنِ لَيَلْتَقِيَانِ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَّمَا رَأَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَطُّ ،

৩। হযরত আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দুজন মু'মিনের রূহ একদিনের পথ অতিক্রম করে পরস্পর মিলিত হন অথচ তাদের একজন অন্যজনকে কখনো দেখেন নি।[১]

٤. وَعَنِ ابْنِ لَبِيْبَةَ قَالَ لَمَّا مَاتَ بَشَرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْفٍ وَجَدَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَجْداً شَدِيْداً، فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ لاَ يَزَالُ الْهَالِكُ يَهْلِكُ مِنْ بَنِيْ سَلْمَةَ، فَهَلْ تَتَعَارَفُ الْمَوْتَى فَأُرْسِلُ إِلَى بَشَرٍ السَّلاَمَ؟ قَالَ نَعَمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهُمْ لَيَتَعَارَفُوْنَ كَمَا يَتَعَارَفُ الطَّيْرُ فِيْ رُؤُوْسِ الشَّجَرِ، وَكَانَ لاَ يَهْلِكُ هَالِكٌ مِنْ بَنِيْ سَلْمَةَ إِلاَّ جَاءَتْهُ أُمُّ بَشَرٍ فَقَالَتْ يَا فُلاَنٌ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَيَقُوْلُ: وَعَلَيْكِ، فَيَقُوْلُ اِقْرَأْ عَلَى بَشَرٍ السَّلاَمَ ،

৪। হযরত ইবনে লবিবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন বশর বিন বারা বিন মারূফ মারা যান তার মা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন ও বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বনি সালমা গোত্রের কোন না কোন লোক সর্বদা ওফাত লাভ করছেন। তিনি কী মৃতদের চিনছেন? যাতে আমি বশরের কাছে সালাম পাঠাতে পারি? তিনি বলেন, হ্যা, যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, নিশ্চয় তাঁরা পরস্পর চিনছেন যেভাবে বৃক্ষের উপর পাখিরা পরস্পর চিনে। বনি-সালমার কোন লোক মারা গেলেই বশরের মা তার কাছে আসতেন ও বলতেন, হে অমুক! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক! তিনি বলেন, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর তিনি বলেন, বশরকে সালাম জানাবেন।[২]

[১]. আহমদ : মসনদ-ই আহমদ,
[২]. ইবনে আবুদ দুনিয়া : আল মুনামাত, ১/২১;

٥. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ اِسْتَقْبَلَهُ وَلَدُهُ كَمَا يُسْتَقْبَلُ الْغَائِبُ،

৫। হযরত সায়ীদ বিন জুবায়র রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন মানুষ মারা গেলে তার সন্তান তাকে শুভেচ্ছা স্বাগতম জানায় যেভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে স্বাগতম জানানো হয়।[১]

٦. وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيْ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ اِحْتَوَشَتْهُ أَهْلُهُ وَأَقَارِبُهُ الَّذِيْنَ تُقَدِّمُوْهُ مِنَ الْمَوْتَى، فَلَهُمْ أَفْرَحُ بِهِ وَهُوَ أَفْرَحُ بِهِمْ مِنَ الْمُسَافِرِ إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ،

৬। হযরত সাবিতুল বুনানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদীস পৌছলো যে, কোন মানুষ মারা গেলে তাঁর পরিবার-পরিজন ও নিকটস্থ আত্মীয় যাঁরা তাঁর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে ঘিরে ফেলেন, তাঁরা তাকে পেয়ে পরম আনন্দিত হন এবং তিনিও তাঁদের পেয়ে খুব বেশী খুশি হন যেভাবে মুসাফির তার আপনজনের কাছে আসলে আনন্দিত হন।[২]

[১]. ইবনে আবুদ্ দুনিয়া : আল মুনামাত, ১/২২
[২]. ইবনে আবুদ্ দুনিয়া :

ذِكْرُ مَعْرِفَةِ الْمَيِّتِ لِمَنْ يُغَسِّلُهُ وَيُجَهِّزُهُ

মৃত ব্যক্তি চিনে যে তাকে গোসল দেয় ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে

١. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يَعْرِفُ مَنْ يُغَسِّلُهُ وَيَحْمِلُهُ، وَمَنْ يُكَفِّنُهُ وَيُدَلِّيْهِ فِيْ حُفْرَتِهِ،

১। হযরত আবূ সায়ীদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মৃত ব্যক্তি চিনে যে তাকে গোসল দেয়, বহন করে, তাকে দাফন করে এবং যে তাকে কবরে প্রবেশ করান।[১]

٢. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ إِلاَّ وَرُوْحُهُ فِيْ يَدِ مَلَكٍ يَنْظُرُ إِلَى جَسَدِهِ كَيْفَ يُغَسَّلُ، وَكَيْفَ يُكَفَّنُ، وَكَيْفَ يَمْشِيْ بِهِ، وَيُقَالُ لَهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ اِسْمَعْ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْكَ،

২। হযরত আমর বিন দিনার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার রূহ একজন ফেরেশতার হাতে থাকে সে তার দেহের প্রতি দৃষ্টি দেয় কীভাবে তাকে গোসল দেয়া হচ্ছে, কীভাবে তাকে কাফন পড়ানো হচ্ছে, কীভাবে তাকে নিয়ে চলছে। আর যখন সে খাটের উপর থাকে তখন বলা হয়, শুন লোকেরা তোমার প্রশংসা করছে।[২]

٣. عَنْ سُفْيَانَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَعْرِفُ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى إِنَّهُ لَيُنَاشِدُ غَاسِلَهُ بِاللهِ اَلاَ خَفِفْتَ عَلَى غَسْلِيْ. قَالَ وَيُقَالُ لَهُ وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِهِ اِسْمَعْ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْكَ.

৩। হযরত সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় মৃতব্যক্তি প্রত্যেক জিনিস চিনেন, এমন কি তিনি গোসলদাতাকে

[১]. আহমদ : মসনদ, ২২/১১৯; তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ১৬/২২৭; ইবনে আবুদ্ দুনিয়া : আল মুনামাত, ১/১০; ইবনে মুন্দাহ :
[২]. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া..., ২/৫৪

আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে বলেন, কেন তুমি আমার গোসল প্রদানে হালকা করেছ? বর্ণনাকারী বলেন এবং তাকে বলা হবে যে অবস্থায় তিনি খাটের উপর, তোমার ব্যাপারে মানুষের প্রশংসা শুন।[১]

٤. وَعَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْتَبْشِرُ بِتَعْجِيلِهِ إِلَى الْمَقَابِرِ.

৪। হযরত বকর মুজানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হাদিস বলা হয়েছে যে, নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি আনন্দ লাভ করে তাকে তড়িঘড়ি কবরে নিয়ে গেলে।[২]

٥. وَعَنْ أَيُّوبَ قَالَ يُقَالُ مِنْ كَرَامَةِ الْمَيِّتِ عَلَى أَهْلِهِ تَعْجِيلُهُ إِلَى حُفْرَتِهِ،

৫। হযরত আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তির পরিবারে তার মর্যাদা হলো, তাকে তার কবরে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়া।[৩]

[১]. ইবনে আবুদ দুনিয়া : আল ইখওয়ান, ১/১৪০
[২]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :
[৩]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :

ذِكْرُ بُكَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَى الْمَيِّتِ

মৃতের উপর আসমান ও জমিনের ক্রন্দনের বর্ণনা

١. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا لَهُ بَابَانِ فِي السَّمَاءِ بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ بَكَيَا عَلَيْهِ ،

১। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মানুষের জন্য আসমানে দুটি দরজা আছে। এক দরজা দিয়ে তার আমল উর্ধ্ব গমন করে এবং অপর দরজা দিয়ে তার রিযিক অবতরণ করে। যখন মু'মিন বান্দা মৃত্যুবরণ করে তখন উভয় দরজা তার জন্য ক্রন্দন করে।[১]

٢. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ بَكَى عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَمَصْعَدُ عَمَلِهِ فِي السَّمَاءِ ،

২। হযরত আলী বিন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় মু'মিন যখন মৃত্যুবরণ করে জমিনে তার নামাজের স্থান তার জন্য ক্রন্দন করে এবং আকাশে তার আমল উর্ধ্ব গমনের স্থানও (ক্রন্দন করে)।[২]

٣. وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً فِي بُقْعَةٍ مِنْ بُقَاعِ الْأَرْضِ إِلَّا شَهِدَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَكَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ يَمُوتُ.

৩। হযরত খুরাসানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে কোন বান্দা জমিনের যে কোন ভূখণ্ডে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করলে তা (ভূখণ্ড) কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষী দেবে এবং যে দিন সে মারা যাবে তার জন্য ক্রন্দন করবে।[৩]

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ১১/৫৪; আবূ ইয়ালা : ; ইবনে আবুদ দুনিয়া;
[২]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :
[৩]. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৫৩;

٤. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ تَجَمَّلَتِ الْمَقَابِرُ بِمَوْتِهِ، فَلَيْسَ مِنْهَا بُقْعَةٌ إِلاَّ وَهِيَّ تَتَمَنَّى أَنْ يُدْفَنَ فِيْهَا ،

৪। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মু'মিন মারা গেলে তার মৃত্যুর কারণে কবরস্থান সজ্জিত হয়। তার প্রতিটি অংশই আশা করবে তাকে সেখানে দাফন করা হোক।[১]

[১]. ইবনে আদি : কামিল, ৩/৩০২; ইবনে মুন্দা : ...; ইবনে আসাকীর : তারিখে দামেশক, ৬৫/২৭৭;

ذِكْرُ تَخْفِيْفِ ضَمَّةِ الْقَبْرِ عَلى الْمُؤْمِنِ

মু'মিনের উপর কবরের আযাব হালকা হওয়ার বর্ণনা

١. عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ مُنْذُ حَدَّثْتَنِيْ بِصَوْتِ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ وَضُغْطَةَ الْقَبْرِ لَيْسَ يَنْفَعُنِيْ شَيْءٌ قَالَ يَا عَائِشَةَ إِنَّ صَوْتَ مُنْكَرٍ وَّنَكِيْرٍ فِيْ أَسْمَاعِ الْمُؤْمِنِيْنَ كَالْإِثْمَدِ فِيْ الْعَيْنِ، وَضُغْطَةَ الْقَبْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَالْأُمُّ الشَّفِيْقَةِ يَشْكُو إِلَيْهَا اِبْنُهَا الصُّدَاعَ فَتَغْمِزُ رَأْسَهُ غَمْزاً رَفِيْقاً، وَلَكِنَّ يَا عَائِشَةَ وَيْلٌ لِلشَّاكِيْنَ فِيْ اللهِ كَيْفَ يَضْغِطُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ كَضُغْطَةِ الصَّخْرَةِ عَلَى الْبَيْضَةِ ،

১। হযরত সায়ীদ বিন মুসায়্যিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয় আপনি যখন থেকে আমাকে মুনকার ও নাকিরের ধ্বনি ও কবরের আজাবের হাদিস বর্ণনা করেছেন, তখন থেকে কোন জিনিসই আমার উপকার করছে না। তিনি বলেন, হে আয়শা! মু'মিনদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্যে মুনকার ও নকিরের ধ্বনি চোখে ইসমদ সুরমা দেয়ার মত। মু'মিনের উপর কবর আযাব যেন দয়াময় মায়ের কাছে তার সন্তান মাথা ব্যথার অভিযোগ করছে। অতঃপর সে তার মাথা হালকাভাবে চিবিয়ে দেয়। তবে হে আয়শা! আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে যারা সন্দেহ করেছে তাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, তাদের কবরে নিধারুণভাবে আযাব দেয়া হবে যেভাবে ডিমের উপর পাথর দিয়ে আঘাত করা।[১]

٢. عَنْ مُحَمَّدِ التَّيْمِيِّ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ ضَمَّةَ الْقَبْرِ إِنَّمَا أَصْلُهَا إِنَّهَا أُمُّهُمْ، وِمِنْهَا خُلِقُوْ فَغَابُوا عَنْهَا الْغَيْبَةَ الطَّوِيْلَةَ، فَلَمَّا رَدَّ إِلَيْهَا أَوْلاَدُهَا ضَمَّتْهُمْ ضُمَّ الْوَالِدَةِ الشَّفِيْقَةِ الَّتِيْ غَابَ عَنْهَا وَلَدُهَا ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهَا، فَمَنْ كَانَ لله

[১]. বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান; ইবনে মুন্দাহ :

مُطِيْعاً ضُمَّتْهُ بِرِفْقٍ وَّرَأْفَةٍ، وَّمَنْ كَانَ لله عَاصِياً ضَمَّتْهُ بِعَنَفٍ سَخْطاً مِنْهَا عَلَيْهِ ،

২। হযরত তাইমী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, কবর আজাবের মূল হচ্ছে নিশ্চয় তা তাদের মূল ভিত্তি। তা থেকে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, দীর্ঘ দিন তারা তা থেকে দূরে ছিলো। যখন তাদের কাছে তাদের সন্তানদের ফিরিয়ে দেয়া হয় তা তাদের আলিঙ্গন করে, যেভাবে দয়াবান মা তার অনুপস্থিত সন্তানকে আলিঙ্গন করে যখন সে তার কাছে ফিরে আসে। যে আল্লাহ তাআলার অনুগত করল তাকে কোমল ও নরমভাবে আলিঙ্গন করে আর যে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য তাকে ভীষণভাবে আলিঙ্গন করবে, তার প্রতি অসন্তুষ্টির কারণে।[১]

[১]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :

ذِكْرُ التَّرْحِيْبِ بِالْمُؤْمِنِ فِيْ الْقَبْرِ

মু'মিনকে কবরে সম্ভাষণ দেয়ার বর্ণনা

١. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِن الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ الله ﷺ قَالَ إِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَباً وَأَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأُحِبُّ مَنْ يَّمْشِيْ عَلى ظَهْرِيْ إِلَيَّ، فَإِذَا وَلَّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنْعِيْ بِكَ فَيُتَّسَعُ لَهُ مُدُّ بَصَرِهِ، وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلى الْجَنَّةِ. قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ ،

১। হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন মু'মিন বান্দাকে দাফন করা হবে তাকে কবর বলবে, স্বাগতম, আহলাল! আমার উপর যারা চলাচল করেছে তাদের মধ্যে তুমি আমার কাছে খুবই প্রিয় ছিলে। আজ আমি তোমার উপর কর্তৃত্ব পেয়েছি তুমি আমার কাছে এসেছ। অচিরেই তোমার প্রতি আমার ব্যবহার তুমি দেখবে। অতঃপর তার জন্য দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে। তার জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কবর বেহেশতের বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত।[১]

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ৮/৫০০;

ذِكْرُ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ سُؤَالِ مُنْكَرٍ وَّنَكِيْرٍ

মুনকার ও নকিরের প্রশ্নের সময় মু'মিনকে যে সুসংবাদ দেয়া হবে তার বর্ণনা

١. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، قَالَ يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُوْلاَنِ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلُ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَوْلاَنِ أُنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ فِي النَّارِ وَقَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ الْجَنَّةِ. فَيَرَاهُمَا جَمِيْعاً.قَالَ قَتَادَةُ وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً وَيَمْلأُ عَلَيْهِ خَضْراً،

১। হযরত কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হবে, তার বন্ধু মহল প্রস্থান করবে এবং সে তাদের জুতোর আওয়াজ শুনবে। তিনি বলেন, তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসবেন। তাঁরা তাকে বসাবেন ও বলবেন, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলবে? জবাবে মু'মিন বলবেন– আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর সম্মানিত বান্দা ও তাঁর রাসূল। তারা বলবেন, জাহান্নামে তোমার ঠিকানা দেখ অথচ আল্লাহ তাআলা উহার বিনিময়ে তোমার জন্য বেহেশতের ঠিকান পরিবর্তন করেছেন। সে উভয়টা দেখবে। কাতাদাহ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য উল্লেখ করেছেন, নিশ্চয় তার জন্য কবরে সত্তর গজ প্রশস্ত করা হবে এবং তা সবুজে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।[১]

[১]. বোখারী : আস্ সহীহ, ৫/১৬৫; মুসলিম : আস্ সহীহ, ১৪/৩১;

٢. وَمِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْ آخِرِهِ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِيْ حَتَى أَذْهَبَ فَأُبَشِّرُ أَهْلِيْ فَيُقَالُ لَهُ اُسْكُنْ،

২। হযরত আনস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাদীস থেকে অনুরূপ বর্ণিত। তিনি তার শেষে বৃদ্ধি করেন, অতঃপর সে বলবে, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আমার পরিবারে গিয়ে এ সুসংবাদ দিই, তাকে বলা হবে তুমি থাম।[১]

٣. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قُبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا مُنْكَرٌ وَلِلآخِرِ نَكِيْرٌ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ هُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، فَيَقُوْلاَنِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُوْلُ هَذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً فِيْ سَبْعِيْنَ عَرْضاً، ثُمَّ يَتْلُوا لَهُ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِيْ أَرْجِعُ إِلَى أَهْلِيْ فَأُخْبِرُهُمْ، فَيَقُوْلاَنِ نَمْ نَوْمَةَ الْعَرُوْسِ بِالَّذِيْ لاَ يُوْقِظُهُ إِلاَّ أَحَبَّ أَهْلَهُ إِلَيْهِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ،

৩। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন মৃতকে কবর দেয়া হবে, তার কাছে দুজন কালো ও নীল বর্ণের ফেরেশতা আসবেন। তাঁদের একজনকে মুনকার, অপরজনকে নকির বলা হয়। তাঁরা তাকে বলবেন, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলতে? সে বলবে, তিনি আল্লাহর সম্মানিত বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল। তাঁরা উভয় বলবেন, আমরা জানতাম যে তুমি এরূপ বলবে। অতঃপর তার কবর ৭০ বর্গগজ প্রশস্ত করা হবে। অতঃপর তার জন্য তেলাওয়াত করবে। সে বলবে, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তন করব এবং তাদেরকে অবহিত করব। তাঁরা বলবেন, ঘুমিয়ে পড় বরের মত, তাকে তার প্রিয়জন

[১]. আহমদ : মসনদ-ই আহমদ, ২৯/৬৯; আবূ দাউদ : আস্ সুনান, ১২/৩৬৭;

ব্যতীত কেউ জাগ্রত করবেনা। অবশেষে ঐ শয়নস্থল থেকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে উঠাবেন।[১]

٤. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ أَنَّهُ يَسْمَعُ خُفْقَ نِعَالِهِمْ حِيْنَ يُوَلُّوْنَ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا جَاءَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، والزَّكَاةُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ، وَفِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوْفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُوْلُ الصَّلَاةُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِيْ مُدْخِلٌ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ يَمِيْنِهِ فَتَقُوْلُ الزَّكَاةُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِيْ مُدْخِلٌ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فَيَقُوْلُ الصَّوْمُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِيْ مُدْخِلٌ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَيَقُوْلُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَمَا يَلِيْهَا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِنَا مُدْخِلٌ، فَيُقَالُ لَهُ اِجْلِسْ فَيَجْلِسُ وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ قَرُبَتْ مِنَ الْغُرُوْبِ، فَيُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ؟ فَيَقُوْلُ دَعُوْنِيْ أُصَلِّيْ، فَيَقُوْلُوْنَ إِنَّكَ مُشْتَغِلٌ فَأَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ؟ فَيَقُوْلُ عَمَّا تَسْأَلُوْنِيْ؟ فَيُقَالُ لَهُ مَا تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ كَانَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فَصَدَّقْنَا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ، صَدَقْتَ عَلَى هَذَا حَيِّيْتَ وَعَلَى هَذَا مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الْآمِنِيْنَ. وَيُفْتَحُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِهِ، وَيُقَالُ اِفْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيُفْسَحُ لَهُ فَيُقَالُ هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ عَصَيْتَ اللهَ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُوْرًا، وَيُقَالُ افْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيُفْتَحُ لَهُ، فَيُقَالُ هَذَا مَنْزِلُكَ وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَّسُرُوْرًا، فَيُعَادُ

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ৪/২৩৭; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান; ইবনে আবুদ দুনিয়া ;

اَلْجَسَدُ إِلَى أَصْلِهِ مِنَ التُّرَابِ، وَيُجْعَلُ رُوْحُهُ فِيْ النَّسِيْمِ الطَّيِّبِ، وَهِيَ طَيْرٌ أَخْضَرُ تَعَلَّقُ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ،

৪। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, নিশ্চয় মৃতকে যখন তার কবরে রাখা হবে সে তাদের জুতার ধ্বনি শুনতে পাবে যখন তারা তার থেকে প্রস্থান করবে। যদি সে মু'মিন হয় নামাজ তারা মাথার কাছে আসবে। যাকাত তার ডানে আসবে, রোজা তার বামে আসবে।ভালকর্মসমূহ সদাচরণ, মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহার তার পদযুগলের দিকে আসবে। তাকে (ফেরেশতা) তার মাথার দিকে আনা হবে। অতঃপর নামায বলবে, আমার পথে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাকে তার ডান দিকে আনা হবে তখন যাকাত বলবে, আমার দিকে যাওয়ার কোন পথ নেই। অতঃপর তার বাম দিকে আনা হবে তখন রোজা বলবে, আমর দিকে যাওয়ার কোন পথ নেই। তার পদযুগলের দিকে আনা হবে ভালকর্মসমূহ তার সমজাতীয় সদাচরণ ও মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহার বলবে, আমার দিকে যাওয়ার কোন পথ নেই। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি বস, সে বসবে যে অবস্থায় তার কাছে সূর্যকে ডুবন্ত অবস্থায় উপস্থাপন করা হবে। তাকে বলা হবে, আমাদেরকে অবহিত কর যে সম্পর্কে যা আমরা আপনাকে প্রশ্ন করব। সে বলবে, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নামাজ পড়ব। তারা বলবেন, তুমি ব্যস্ত, আমরা তোমাকে যে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি তার উত্তর দাও। সে বলবে, কী সম্পর্কে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করবেন? তাকে বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলছ যিনি তোমাদের মধ্যে ছিলেন? অতঃপর সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল, যিনি আমাদের কাছে আমাদের রবের পক্ষ থেকে মু'জিযাসমূহ নিয়ে এসেছেন। আমরা বিশ্বাস করেছি এবং অনুসরণ করেছি। তাকে বলা হবে, তুমি সত্য বলেছ। এর উপর তুমি জীবন-যাপন করেছ, এর উপর তুমি মৃত্যুবরণ করেছ। আল্লাহ তাআলার মর্জি হলে এ বিশ্বাসের উপর তোমাকে উঠানো হবে বিশ্ববাসীদের দলভুক্ত করে। তার জন্য তার কবরে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত উন্মুক্ত করা হবে এবং বলা হবে, তার জন্য দোযখের দরজা খুলে দাও। অতঃপর খুলে দেওয়া হবে এবং তাকে বলা হবে, এটি তোমার স্থান যদি তুমি আল্লাহ তাআলার অবাধ্য করতে, এতে তার ঈর্ষা ও আনন্দ বৃদ্ধি পাবে এবং বলা হবে তার জন্য বেহেশতের দিকে দরজা খুলে দাও। অতঃপর তা খুলে

দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবে, এটি তোমার স্থান। আল্লাহ তাআলা যা ব্যবস্থা করেছেন সবগুলো তোমার জন্য; এতে তার ঈর্ষা ও আনন্দ বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর দেহকে তার মূল মাটির দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে এবং তার রূহকে মৃদু পবিত্র সতেজ বাতাসে রাখা হবে আর তা হলো এমন সবুজ পাখি যাকে বেহেশতের বৃক্ষে ঝুলিয়ে রাখা হবে।[১]

٥. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِيْ قَبْرِهِ جَاءَتْ أَعْمَالُهُ الْخَالِصَةُ فَاحْتَوَشَتْهُ، فَإِنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ جَاءَتْ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَإِنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ جَاءَ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَإِنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ قَالَتِ الْيَدَانِ كَانَ وَاللهِ يَبْسِطُنَا لِلدُّعَاءِ وَالصَّدَقَةِ لاَ سَبِيْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ فِيْهِ جَاءَ ذِكْرُهُ وَصِيَامُهُ، وَكَذَلِكَ الصَّلاَةُ وَالصَّبْرُ نَاحِيَةً، فَيَقُوْلُ أَمَا إِنَّ لَوْ رَأَيْنَا خِلَلاً كُنْتُ صَاحِبُهُ، وَتَجَاحَشَ عَنْهُ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ، كَمَا يُجَاحِشُ الرَّجُلُ عَنْ أَخِيْهِ وَصَاحِبِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَيُقَالُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: نَمْ بَارَكَ اللهُ فِيْ مَضْجَعِكَ، فَنِعْمَ الْحَالُ حَالُكَ، وَنِعْمَ الْأَصْحَابُ أَصْحَابُكَ،

৫। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মৃতকে তার কবরে রাখা হবে তার বিশুদ্ধ কর্মসমূহ আসবে এবং তাকে ঘিরে ফেলবে। যদি তার কাছে ফেরেশতা মাথার দিক থেকে আসে কুরআন তিলাওয়াত আসবে। আর যদি তা তার পদযুগলের দিক থেকে আসে, তবে রাত জাগা ইবাদত আসবে। যদি তা তার উভয় হাতের দিকে থেকে আসে তবে উভয় হাত বলবে, আল্লাহর শপথ! সে দোয়ার জন্য আমাদেরকে প্রসারিত করতো। ছদকা বলবে, তার কাছে তোমাদের কোন পথ নেই। যদি তা তার মুখের দিক দিয়ে আসে তবে তার জিকির ও রোজা আসবে। অনুরূপ নামাজ। বর্ণনাকারী বলেন, ধৈর্য্য একদিকে থাকবে। অতঃপর সে বলবে, আমি যদি কোন ফাক-ফোকর দেখি তা হলে তার সঙ্গী হয়ে যাব। তার পক্ষে তার সৎকর্মসমূহ যুদ্ধ করবে যেভাবে মানুষ তার ভাই, বন্ধু, পরিবার, ছেলেমেয়েদের

[১]. ইবনে আবু শায়বা : মুসান্নাফ, তাবরানী : মু'জামুল আওসাত ; ইবনে হব্বান : সহীহ; হাকেম : আল মুসতাদরাক;

পক্ষ থেকে যুদ্ধ করে। ঐ সময় তাকে বলা হবে, তুমি নিদ্রা যাও। আল্লাহ তাআলা যেন তোমার জন্য তোমার শয়নস্থলে বরকত দেন। তোমার অবস্থা কতইনা উত্তম। তোমার বন্ধুরা কতইনা উত্তম বন্ধু।[১]

٦. وَعَنْ أَسْمَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ فِيْ قَبْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً أَحَفَّ بِهِ عَمَلُهُ الصَّلاَةُ وَالصَّوْمُ، فَيَأْتِيْهِ الْمَلَكُ مِنْ نَحْوِ الصَّلاَةِ فَتَرُدُّهُ، وَمِنْ نَحْوِ الصِّيَامِ فَيُرَدُّهُ، فَيَأْتِيْهِ فَيُنَادِيْهِ اِجْلِسْ فَيَجْلِسُ فَيَقُوْلُ مَا تَقُوْلُ فِيْ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ مَنْ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ،فَيَقُوْلُ: مَا يُدْرِيْكَ أَدْرَكْتَهُ؟ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ: فَيَقُوْلُ عَلَى ذَلِكَ عَشْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ،

৬। হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন মানুষ নিজ কবরে প্রবেশ করবে যদি সে মু'মিন হয় তখন তার আমল– নামাজ ও রোজা তাকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। অতঃপর ফেরেশতা তার কাছে নামাজের দিকে আসবেন নামাজ তাকে প্রতিহত করবে। রোজার দিকে আসলে তা তাকে বিতাড়িত করবে। অতঃপর তার কাছে আসবেন এবং তাকে আহবান করবেন, বস, সে বসবে। তিনি বলবেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বলতে? সে বলবে, কোন ব্যক্তি? তিনি মুহাম্মদ। সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহর সম্মানিত রাসূল। তিনি বলবেন, তুমি কিভাবে অবগত হলে? সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর রাসূল। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (ফেরেশতা) বলবেন, এ বিশ্বাসের উপর তুমি জীবন যাপন করেছ। এর উপর তুমি মৃত্যুবরণ করেছ। এর উপর তোমাকে কেয়ামতের দিন উঠানো হবে।[২]

٧. وَعَنْ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ الصَّائِغِ قَالَ: كَانَ أَبِيْ مُوْلِعاً بِالصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ حَضَرْتُ يَوْماً جَنَازَةً فَلَمَّا ذَهَبُوا بِذَلِكَ وَدَفَنُوْهَا نَزَلَ الْقَبْرَ

[১]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :
[২]. আহমদ : মসনদ, ৫৪/৪১০;

نَفْسَانِ ثُمَّ خَرَجَ وَاحِدٌ، وَبَقِيَ الْآخَرُ، وَحَثَّى النَّاسُ التُّرَابَ، فَقُلْتُ: يَا قَوْمُ يُدْفَنُ حَيٌّ مَعَ مَيِّتٍ؟ فَقَالُوا: مَا ثَمَّ أَحَدٌ، فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ شُبِّهَ لِيْ، رَجَعْتُ فَقُلْتُ: لَا أَبْرَحُ حَتَّى يَكْشِفَ اللهُ لِيْ مَا رَأَيْتُهُ، فَجِئْتُ الْقَبْرَ فَقَرَأْتُ عَشْرَ مَرَاتٍ يس وَتَبَارَكَ الْمُلْكُ وَبَكَيْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ اكْشِفْ لِيْ عَمَّا رَأَيْتُ فَإِنِّيْ خَائِفٌ عَلَى عَقْلِيْ وَدِيْنِيْ، فَانْشَقَّ الْقَبْرُ وَخَرَجَ مِنْهُ شَخْصٌ فَوَلَّى مُدْبِرًا، فَقُلْتُ: يَا هَذَا بِمَعْبُوْدِكَ أَلَّا وَقَفْتَ لِيْ أَسْأَلُكَ فَمَا الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ لَهُ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ، فَالْتَفَتَ وَقَالَ: أَنْتَ نَصْرُ الصَّائِغُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ: فَمَا تَعْرِفُنِيْ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: نَحْنُ مَلَكَانِ مِنْ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ وُكِّلْنَا بِأَهْلِ السُّنَّةِ إِذَا وُضِعُوْا فِيْ قُبُوْرِهِمْ نَزَلْنَا حَتَّى نُلَقِّنَهُمُ الْحُجَّةَ وَغَابَ عَنِّيْ،

৭। হযরত বাহার বিন নসর আস্-সায়িগ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা জানাযার নামাজের প্রতি অত্যধিক উৎসাহি ছিলেন। তিনি বলেন, হে বৎস! আমি একদিন একটি জানাযায় উপস্থিত হলাম। যখন তারা জানাযা নিয়ে গেলে ও তা দাফন করল দু'জন লোক কবরে অবতরণ করল, অতঃপর একজন বেরিয়ে আসলো অপরজন রয়ে গেল। মানুষেরা মাটি ভরাট করতে লাগল। আমি বললাম, হে সম্প্রদায়! জীবিতকে মৃতের সাথে দফন করা হচ্ছে। তারা বলল, সেখানে কেউ নেই। আমি বসলাম, সম্ভবত তা আমার জন্য সাদৃশ্যময় হলো। আমি পুনরায় গেলাম ও বললাম, আমি দু'জনই দেখলাম। একজন বেরিয়ে এলো অপরজন রয়ে গেল। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি স্থান ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমি যা দেখিছি তার জট খুলে দেবেন। অতঃপর আমি উক্ত কবরের নিকটে গেলাম এবং দশবার সুরা ইয়াসিন ও তাবারাকাল মুলক পড়লাম ও ক্রন্দন করলাম, অতঃপর বললাম, হে রব! আমি যা দেখেছি তার রহস্য খুলে দিন। আমি আমার বিবেক ও ধর্মের উপর আশংকা করছি। এরপর কবর ফেটে গেল এবং তার থেকে একজন লোক বের হলেন এবং দ্রুত প্রস্থান করতে লাগলেন। আমি বললাম, হে অমুক! তোমার মা'বুদের শপথ, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা

করবেন আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করব। তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করল না। তাকে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার বললাম। অতঃপর দৃষ্টিপাত করল এবং বললেন, আপনি কি নসর আস্-সায়িগ? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বললেন, আপনি কি আমাকে চেনেন না? আমি বললাম, না। তিনি বললেন! রহমতের ফেরেশতাদের থেকে আমরা দু'জন ফেরেশতা, আমরা আহলে সুন্নাত (সুন্নীদের)'র জন্য নিয়োজিত। যখন তাদের কবরে রাখা হবে আমরা অবতরণ করি। অবশেষে আমরা তাদের তালকীন করি। এই বলে তিনি আমার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।[১]

٨. وَعَنْ شَقِيْقٍ الْبَلْخِيِ قَالَ: طَلَبْنَا ضِيَاءَ الْقُبُوْرِ فَوَجَدْنَاهُ فِيْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَطَلَبْنَا جَوَابَ مُنْكَرٍ وَّنَكِيْرٍ فَوَجَدْنَاهُ فِيْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَطَلَبْنَا الْعُبُوْرَ عَلَى الصِّرَاطِ فَوَجَدْنَاهُ فِيْ الصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ، وَطَلَبْنَا ظِلَّ يَوْمِ الْحِسَابِ فَوَجَدْنَاهُ فِيْ الْخَلْوَةِ،

৮। হযরত শাকীক বলখী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কবরের আলো চাইলাম আর তা রাতের নামাজে পেলাম। মুনকার ও নকিরের উত্তর অন্বেষণ করলাম তা কুরআন তিলাওয়াত পেলাম। পুলসিরাত অতিক্রম তালাশ করলাম তা রোজা ও সদকার মধ্যে পেলাম। কিয়ামতের দিনে ছায়া চাইলাম তা নির্জনতায় পেলাম।[২]

٩. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ مُسْلِمَةٍ يَمُوْتُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقِيَ عَذَابَ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَلَقِيَ اللهَ وِلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ شُهُوْدٌ يَشْهَدُوْنَ لَهُ أَوْ طَابِعٌ (.وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيْثُ وَنُصُوْصُ الْعُلَمَاءِ بِإِسْتِثْنَاءِ جَمَاعَةٍ مِنَ السُّؤَالِ مِنْهُمُ الشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيْقُوْنَ وَالْمُرَابِطُوْنَ وَالْمُطِيْعُوْنَ وَكَذَلِكَ الْأَطْفَالُ فِيْ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ،

[১]. আবুল কাশেম আল লালকায়ী : সুন্নাহ,
[২]. ইয়াফী : রাওযাতুর রাইয়াহীন,

৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে সব মুসলমান নর-নারী জুমাবার রাত অথবা দিনে মারা যাবে সে কবর আযাব ও কবরের পরীক্ষা থেকে বাঁচতে পারবে। কোন হিসাব ছাড়াই আল্লাহর সাক্ষ্য লাভ করবে। কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তার সাথে থাকবে কতগুলো সাক্ষী, যারা তার সাক্ষী দেবেন। অনেক হাদিসে বর্ণিত আছে এবং জ্ঞানীদের অভিমত আছে যে, কতগুলো লোক প্রশ্ন থেকে রক্ষা পাবেন তাঁরা হলেন– শহিদগণ, সিদ্দিকগণ, সীমান্ত পাহারাদার, আনুগত্য লোক, প্রণিধানযোগ্য অভিমত অনুসারে শিশুরাও।[১]

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ১১/৪০০; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান,

ذِكْرُ أَلَمِ الْمُؤْمِنِ فِيْ قَبْرِهِ

মু'মিন তার কবরে কষ্ট পাওয়ার বর্ণনা

١. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ،

১। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কবর বেহেশতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান অথবা নরকের কূপসমূহের একটি কূপ।[১]

٢. وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِثْلَهُ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ،

২। হযরত তিরমিযী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত।[২]

٣. وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِثْلَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ،

৩। তাবারানী আওসাত (الاوسط) এর মধ্যে আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত।[৩]

٤. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوُفِّيَ فِيْ غَيْرِ مَوْلِدِهِ يُفْسَحُ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ،

৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় মানুষ যখন তার জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোথাও মারা যায় তার জন্য তার জন্মস্থান থেকে মৃত্যুস্থান পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।[৪]

[১]. বায়হাকী : শুয়াবুল ঈমান; ইবনে আবুদ দুনিয়া : আল মানামাত;
[২]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ৮/৫০০;
[৩]. তাববানী : মু'জামুল আওসাত, ১৮/৪৩৪
[৪]. আহমদ : মসনদ-ই আহমদ, ১৩/৪০৭; নাসায়ী : আস্ সুনান, ৬/৩৬৭; ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ৫/১০২;

٥. وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَرْحَمَ مَا يَكُوْنُ اللهُ بِالْعَبْدِ إِذَا وُضِعَ فِيْ حُفْرَتِهِ ،

৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি অধিক দয়াবান হবেন যখন তাকে তার কবরে রাখা হবে।[১]

٦. وَأَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ يُفْسَحُ لِلرَّجُلِ فِيْ قَبْرِهِ كَبُعْدِهِ مِنْ أَهْلِهِ ،

৬। দায়লামী বর্ণনা করেন, মানুষের জন্য তার কবরে প্রশস্ত করা হবে যেরূপ সে তার পরিবার থেকে দুরবর্তীতে কবরস্থ হয়েছে।[২]

٧. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ فِيْ قَبْرِهِ فِيْ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَيُرَحَّبُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعاً، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ كَلَيْلَةِ الْبَدْرِ ،

৭। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিন তার কবরে সবুজ বাগানের মধ্যে হবে। তার জন্য কবরে ৭০ (সত্তর) গজ প্রশস্ত করা হবে। তার জন্য তার কবরে পূর্ণিমার রাতের মত আলোকিত করা হবে।[৩]

٨. وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنْ أَرْجِيْ مَا يَكُوْنُ اللهُ تَعَالَى بِالْعَبْدِ إِذَا وَضَعَ فِيْ حُفْرَتِهِ ،

৮। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, আশা করা হচ্ছে আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে হবেন যখন তাকে তার কবরে রাখা হবে।[৪]

১. ইবনে মুন্দাহ :
২. দায়লামী : আল ফেরদাউস;
৩. ইবনে মুন্দাহ : ৩/২০১;
৪. দায়লামী : আল ফেরদাউস;

٩. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ صَوَّرَ اللهُ لَهُ عِلْمَهُ فِيْ قَبْرِهِ، فَيُؤَنِّسُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَدْرَأُ عَنْهُ هَوَامَ الْأَرْضِ ،

৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন আলেম মৃত্যুবরণ করেন আল্লাহ তাআলা তার জন্য তার জ্ঞানকে কবরে আকৃতি সম্পন্ন করবেন। তারপর তিনি তা কেয়ামত অবধি বন্ধুরূপে পরিণত করবেন। অতঃপর তিনি কেয়ামত পর্যন্ত তার বন্ধু হবেন। তার থেকে কীটপতঙ্গ প্রতিহত করবেন।[১]

١٠. أَخْرَجَ الْإِمَامُ اَحْمَدُ فِيْ الزُّهْدِ قَالَ أَوْحَى اللهُ إِلَى مُوْسَى تَعَلَّمُ الْخَيْرَ وَعَلِّمْهُ النَّاسَ، فَإِنِّيْ مُنَوِّرٌ لِمُعَلِّمِ الْعِلْمِ وَمُتَعَلِّمِهِ قُبُوْرَهُمْ لَا يَسْتَوْحِشُوْا بِمَكَانِهِمْ ،

১০। ইমাম আহমদ 'আয্ যুহদ' (الزهد) এর মধ্যে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালামকে ওহী করলেন, তুমি জ্ঞান অর্জন কর এবং তা মানুষকে শিক্ষা দাও। কেননা আমি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কবর আলোকিত করব। অবশেষে তারা তাদের কবরে ভয় পাবে না।[২]

١١. وَعَنْ اِبْنِ كَاهِلٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقاً عَلَى اللهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ ،

১১। হযরত ইবনে কাহিল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মানুষকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাআলার উপর হক হচ্ছে তাকে কবরে আযাব দেয়া থেকে বিরত থাকা।[৩]

১. দায়লামী : আল ফেরদাউস;
২. আহমদ : আয্ যুহদ, ১/১৮৩;
৩. ইবনে মুন্দাহ :

١٢. وَحُكِيَ الْيَافِعِيْ فِيْ رَوْضَةِ الرَّيَاحِيْنِ عَنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ قَالَ سَأَلْتُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُرِيَنِيْ مَقَامَاتِ أَهْلِ الْقُبُوْرِ فَرَأَيْتُ فِيْ لَيْلَةٍ مِّنَ اللَّيَالِيْ الْقُبُوْرُ قَدِ انْشَقَّتْ، وَإِذَا فِيْهَا النَّائِمُ عَلَى السَّرِيْرِ، وَفِيْهِمِ الْبَاكِيْ، وَالضَّاحِكُ، فَقُلْتُ يَا رَبِّ لَوْ شِئْتَ سَاوَيْتَ بَيْنَهُمْ فِي الْكَرَامَةِ، فَنَادى مُنَادٍ مِّنْ أَهْلِ الْقُبُوْرِ يَا فُلَانُ هَذِهِ مَنَازِلُ الْأَعْمَالِ، أَمَّا أَصْحَابُ السُّنْدُسِ فَهُمْ أَصْحَابُ الْخُلُقِ الْحَسَنِ، وَأَمَّا أَصْحَابُ الْحَرِيْرُ وَالدِّيْبَاجُ فَهُمُ الشُّهَدَاءُ، وَأَمَّا أَصْحَابُ الرَّيْحَانِ فَهُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَمَّا أَصْحَابُ السُّرُوْرِ فَهُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ، وَأَمَّا أَصْحَابُ الْبُكَاءِ فَهُمُ الْمُذْنِبُوْنَ. قَالَ الْيَافِعِيْ: رُؤْيَةُ الْمَوْتى فِيْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ نَوْعٌ مِّنَ الْكَشْفِ يَظْهَرُهُ اللهُ تَبْشِيْراً أَوْ مَوْعِظَةً أَوْ لِمُصْلِحَةِ الْمَيِّتِ أَوْ إِسْدَاءَ خَيْرٍ لَّهُ، أَوْ قَضَاءَ دَيْنٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ هَذِهِ الرُّؤْيَةُ قَدْ تَكُوْنُ فِي النَّوْمِ وَهُوَ الْغَالِبُ، وَقَدْ تَكُوْنُ فِي الْيَقْظَةِ اِنْتَهى قَالَ فِيْ كِفَايَةِ الْمُعْتَقِدِ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ الْأَخْيَارِ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِيْنَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِيْ وَالِدَهُ فِيْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَيَتَحَدَّثُ مَعَهُ،

১২। ইয়াফেয়ী 'রওযাতুর রায়্যাহীন' (روض الرياحين) এ জনৈক বুজুর্গ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করেছি তিনি যেন আমাকে কবরবাসীদের অবস্থান দেখান। অতঃপর আমি এক রাত কবরসমূহ প্রত্যক্ষ করলাম যেগুলো ফেটে গেছে। দেখলাম সেখানে কতগুলো লোক চৌকিতে ঘুমন্ত। তাদের মধ্যে কেউ ক্রন্দনরত, আর কেউ হাস্যরত। আমি বললাম, হে আমার রব! আপনি যদি চান মর্যাদাগতভাবে তাঁদের সমান করতে পারেন। তখন কবর থেকে একজন আহবানকারী আহবান করলেন, হে অমুক! এগুলো আমলের স্তর বা মর্যাদা। অতঃপর পাতলা রেশমী কাপড় পরিহিতরা হচ্ছেন সচ্চরিত্রবান। অতঃপর রেশমী কাপড় পরিহিতরা হচ্ছেন শহিদগণ। ফুল শয্যায় শায়িতরা হচ্ছেন রোজাদারগণ। আনন্দ উৎফুল্লগণ হচ্ছেন আল্লাহর জন্য যারা

পরস্পর ভালবাসতেন। ক্রন্দনরতরা হচ্ছেন পাপীগণ। ইয়াফেয়ী বলেন, মৃতদেরকে ভাল বা মন্দ অবস্থায় দেখা এক প্রকার কাশফ– যা আল্লাহ প্রকাশ করেন সুসংবাদ প্রদানের জন্য অথবা উপদেশ দেয়ার জন্য অথবা মৃতের কল্যাণের জন্য অথবা তার কোন মঙ্গল করার জন্য অথবা কর্জপরিশোধ করার জন্য অথবা অন্যান্য কারণে। অতঃপর এ দেখাটি কখনো নিদ্রার মধ্যে হয় আর তা প্রায়ই হয়ে থাকে, আবার কখনো চেতন বা জাগ্রত অবস্থায় হয়ে থাকে। আর তা হচ্ছে আউলিয়াদের কারামতের অন্তর্ভুক্ত। তিনি 'কিফায়াতুল মু'তাকাদ' (كفاية المعتقد) এ বলেন, আমাদেরকে একজন বুজুর্গ আর একজন বুজুর্গের সূত্রে বলেছেন, তিনি কোন কোন সময় তাঁর পিতার কবরে আসতেন এবং তাঁর সাথে আলাপ করতেন।[১]

١٣. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ مُعِيْنٍ، قَالَ لِيْ حُفَارٌ أَعْجَبُ مَا رَأَيْتُ مِنْ هَذِهِ الْمَقَابِرِ أَنِّى سَمِعْتُ مِنْ قَبْرٍ أَنِيْنًا كَأَنِيْنِ الْمَرِيْضِ، وَسَمِعْتُ مِنْ قَبْرٍ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ وَهُوَ يُجِيْبُهُ مِنَ الْقَبْرِ،

১৩। হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন মু'ঈন থেকে বর্ণিত। আমাকে একজন কবর-খননকারী বলেন, এ কবরস্থানে আশ্চর্য আমি যা দেখেছি তা হলো একটি কবর থেকে আমি রোদন বা বিলাপ শুনেছি রোগগ্রস্তের বিলাপের মত এবং একটি কবর থেকে শুনেছি মুয়াজ্জিন আজান দিচ্ছেন কবরবাসী কবর থেকে তার উত্তর দিচ্ছেন।[২]

১. ইয়াফী : রওযাতুর রায়্যাহীন;
২. লালকামী : আস্ সুন্নাহ;

ذِكْرُ صَلاَةِ الْمَوْتَى فِيْ قُبُوْرِهِمْ

মৃতগণ নিজেদের কবরে নামাজ পড়ার বর্ণনা

١. عَنْ جُبَيْرٍ قَالَ أَمَا وَاللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ أَدْخَلْتُ ثَابِتاً الْبُنَانِيَ فِيْ لَحْدِهِ وَمَعِيَ حَمِيْدٌ الطَّوِيْلُ، فَلَمَّا سَوَّيْنَا عَلَيْهِ اللَّبَنَ سَقَطَتْ لَبِنَةٌ فَإِذَا هُوَ فِيْ قَبْرِهِ يُصَلِّيْ، وَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ حَيَاتِهِ: اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ الصَّلاَةَ فِيْ قَبْرِهِ فَأَعْطِنِيْهَا فَمَا كَانَ اللهُ لِيَرُدَّ دُعَاءَهُ،

১। হযরত জুবায়র রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি সাবিত আল বুনানীকে তাঁর কবরে প্রবেশ করালাম আমার সাথে হামিদ আততাভীলও ছিলেন। আমরা যখন তাঁর কবরের উপর ইট বিন্যস্ত ও সমান করে দিলাম একটি ইট পড়ে গেল। তাঁকে দেখতে পেলাম তিনি কবরে নামায পড়ছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি যদি আপনার কোন সৃষ্টিকে কবরে নামাজ পড়ার সুযোগ দেন তা আমাকে দিন। অতঃপর আল্লাহর শান এ নয় যে, তিনি তাঁর দোয়া প্রত্যাখ্যান করবেন।[১]

[১]. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া..., ১/৩৫৫

ذِكْرُ قِرَاءَةِ الْمَوْتَى فِيْ قُبُوْرِهِمْ

মৃতগণ নিজেদের কবরে কুরআন তিলাওয়াত করার বর্ণনা

١. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لاَ يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيْهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هِيَ الْمَانِعَةُ، وَهِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ أَبُوْ الْقَاسِمِ السَّعْدِيُّ فِيْ كِتَابِ الْإِفْصَاحِ هَذَا تَصْدِيْقٌ مِّنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِأَنَّ الْمَيِّتَ يَقْرَأُ فِيْ قَبْرِهِ، فَإِنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَصَدَّقَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ،

১। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী যে-কোন একটি কবরের উপর বসলেন, তিনি জানেন না যে তা কবর। সেখানে একজন লোক সূরা মুল্ক পড়ছেন। অবশেষে তা শেষ করেছেন। অতঃপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে এ ব্যাপারে খবর দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তা প্রতিহতকারী এবং তা মুক্তিদাতা, যা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে। আবূল কাসেম সাদী كتاب الافصاح এর মধ্যে বর্ণিত। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে সত্যায়ন যে মৃত নিজ কবরে কুরআন তিলাওয়াত করেন। কেননা আবদুল্লাহ হুযূরকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করেছেন। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সত্যায়ন করেছেন।[১]

٢. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَرَدْتُ مَالِيْ بِالْغَابَةِ فَأَدْرَكَنِيْ اللَّيْلُ، فَأَوَيْتُ إِلَى قَبْرِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حِرَامٍ فَسَمِعْتُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي الْقَبْرِ، مَا سَمِعْتُ أَحْسَنَ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ذَلِكَ

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান;

عَبْدُ اللهِ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَهُمْ فَجَعَلَهَا فِيْ قَنَادِيْلِ مِنْ زُبَرْجَدٍ وَيَاقُوْتٍ، ثُمَّ عَلَّقَهَا وَسْطَ الْجَنَّةِ، فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ أَرْوَاحُهُمْ فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرَ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ رُدَّتْ أَرْوَاحُهُمْ إِلى مَكَانِهَا الَّذِيْ كَانَتْ فِيْهِ،

২। হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জঙ্গলে আমার সম্পদের উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথিমধ্যে আমার রাত হয়ে গেল। আমি আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হিরাম-এর কবরের (পার্শ্বে) আশ্রয় নিলাম। উহার চেয়ে কবর থেকে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করি। তার থেকে সুন্দর তিলাওয়াত আমি ইতোপূর্বে শুনি নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গমন করি, আর এ ঘটনা আমি তাঁর কাছে উল্লেখ করি। অতঃপর তিনি বলেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি কি জান না, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাদের রূহ কবজ করেন। তারপর তিনি তা জবরজদ ও মুক্তার প্রদীপে রাখেন এবং তা বেহেশতের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখেন। যখন রাত আসে তাঁদের দেহে রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়। ফজর হওয়া অবধি রূহসমূহ দেহে বিদ্যমান থাকে। অতঃপর প্রভাত হলে তাঁদের রূহসমূহ যেখানে ছিলো সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হয়।[1]

٣. وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الْمَهْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِيْ الَّذِيْنَ كَانُوْا يَمِرُّوْنَ بِالْحِصْنِ بِالْأَسْحَارِ قَالُوا: كُنَّا إِذَا مَرَرْنَا بِجَبَانَةِ قَبْرِ ثَابِتِ الْبُنَانِىْ سَمِعْنَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ،

৩। হযরত ইব্রাহীম বিন আবদুল সামাদ মাহদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভোর রাতে যারা দুর্গ অতিক্রম করছিলেন তাঁরা আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, আমরা যখন সাবিত বুনানীর কবর অতিক্রম করছিলাম আমরা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পেলাম।[2]

٤. وَعَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: يُؤْتَي الْمُؤْمِنُ مَصْحَفاً يَقْرَأُ فِيْهِ،

[1]. ইবনে মুন্দাহ :
[2]. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া...,১/৩৫৬;

৪। হযরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনকে (কবরে) কুরআন দেয়া হবে, তিনি তা পাঠ করবেন।[1]

٥. وَعَنْ عَاصِمِ السَّقَطِيِّ قَالَ: حَفَرْنَا قَبْراً بِبَلَخٍ فَنَقِبُ فِيْ قَبْرِهِ، فَإِذَا شَيْخٌ فِيْ الْقَبْرِ مُتَوَجِّهٌ إِلى الْقِبْلَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ أَخْضَرُ وَاَخْضَرُ مَا حَوْلَهُ، وَفِيْ حُجْرِهِ مَصْحَفٌ يَقْرَأُ فِيْهِ،

৫। হযরত আসেম সাকতী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বলখ শহরে একটি কবর খনন করেছি, তার কবরে আমরা একটা ছিদ্র পেলাম। উক্ত কবরে কেবলামুখী একজন বৃদ্ধ বিদ্যমান, তাঁর দেহে সবুজ চাদর, তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সবুজের সমারোহ, তাঁর কাছে একটি কুরআন আছে, তিনি তা পাঠ করছেন।[2]

٦. وَعَنْ أَبِيْ النَّضَرَ النَّيْسَابُوْرِيْ الْحَفَّارِ وَكَانَ صَالِحاً وَرَعاً قَالَ: حَفَرْتُ قَبْراً فَانْفَتَحَ فِيْ الْقَبْرِ قَبْرَ آخَرَ فَنَظَرْتُ فِيْهِ، فَإِذَا أَنَا بِشَابٍّ حُسْنِ الثِّيَابِ حُسْنِ الْوُجُهِ طِيْبِ الرَّائِحَةِ جَالِساً مُتَرَبِّعاً، وَفِيْ حُجْرِ كِتَابٌ مَكْتُوْبٌ بِخَطٍّ أَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ مِنْ الْخُطُوْطِ، وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنَظَرَ الشَّابُّ إِلَيَّ وَقَالَ: أَقَامَتِ الْقِيَامَةُ؟ فَقُلْتُ: لاَ، فَقَالَ: أَعِدَّ الْمُدْرَةَ عَلى مَوْضِعِهَا فَأَعْدَتُّهَا إِلَى مَوْضِعِهَا،

৬। কবর খনন্‌কারী হযরত আবূ নদর নিশাপুরী থেকে বর্ণিত। তিনি একজন সৎ খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একটি কবর খনন করেছি। উক্ত কবরে আর একটি কবর বেরিয়ে এলো। অতঃপর আমি দেখলাম সেখানে সুন্দর পোশাক পরিহিত, সুন্দর চেহরার ও সুগন্ধময় এক যুবক চার জানু হয়ে বসে আছেন। তার কাছে সুন্দর অক্ষরে লিপিবদ্ধ একটি গ্রন্থ আছে। ঐ রূপ সুন্দর অক্ষরে লিখিত গ্রন্থ আমি দেখি নাই। তিনি কুরআন পড়ছেন। যুবকটি আমার দিকে তাকালেন ও বললেন, কেয়ামত কী হয়ে গেল? আমি বললাম,

[1]. ইবনে মুন্দাহ :
[2]. পূর্বোক্ত

না; তিনি বললেন, ইটটি যথা স্থানে রেখে দাও। আমি তা যথাস্থানে রেখে দিলাম।[১]

٧. وَنَقَلَ السُّهَيْلِيُّ فِيْ دَلاَئِلِ النُّبُوَّةِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ حَفَرَ قَبْراً فِيْ مَوْطِنٍ فَانْفَتَحَتْ طَاقَةٌ، فَإِذَا شَخْصٌ عَلى سَرِيْرٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مَصْحَفٌ يَقْرَأُ فِيْهِ، وَأَمَامُهُ رَوْضَةٌ خَضْرَاءُ وَذَلِكَ بِأُحُدٍ، وَعَلِمَ أَنَّهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ لِأَنَّهُ رَأى فِيْ صَفْحَةِ وَجْهِهِ جَرْحاً. وَأَوْرَدَ ذَلِكَ اِبْنُ حَبَّانٍ فِيْ تَفْسِيْرِهِ،

৭। সুহায়লী দালায়েলুন নবুয়ত এ জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি এক স্থানে কবর খনন করলে একটি তাক বেরিয়ে আসলো, সেখানে চৌকির উপর একজন লোক, তাঁর সম্মুখে কুরআন, তিনি তা পড়ছেন। তাঁর সম্মুখে আছে সবুজ উদ্যান। এটা ছিলো ওহুদ প্রান্তর। তিনি জানতে পারেন নিশ্চয় তিনি শহীদ। কেননা তিনি তাঁর চেহরায় ক্ষত স্থান দেখতে পান। এ ঘটনাটি ইবনে হাব্বান তার তাফসীর উল্লেখ করেছেন।[২]

٨. وَحُكِيَ الْيَافِعِيُّ فِيْ رَوْضَةِ الرَّيَاحِيْنَ عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِيْنَ قَالَ حَفَرْتُ قَبْرَ رَجُلٍ مِنَ الْعِبَادِ وَلَحَدْتُهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا أُسَوِّيْ إِذْ سَقَطَتْ لَبِنَةٌ مِّنْ لَحَدٍ يَلِيْهِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا شَيْخٌ جَالِسٌ فِي الْقَبْرِ عَلَيْهِ ثِيَابُ بَيْضٍ تُقَعْقَعُ، وَفِيْ حُجْرِهِ مَصْحَفٌ مِنْ ذَهَبٍ مَكْتُوْبٍ بِالذَّهَبِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِيْهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لِيْ أَقَامَتِ الْقِيَامَةُ؟ فَقُلْتُ: لاَ، فَقَالَ: رُدَّ اللَّبِنَةَ إِلى مَوْضِعِهَا عَافَاكَ اللهُ تَعَالى فَرَدَدْتُهَا،

৮। ইয়াফেয়ী روض الرياحين এ জনৈক বুজুর্গ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজন লোকের কবর খনন করলাম এবং তাঁকে কবর দিলাম এবং তাঁর ইট আমি কবরে সমান করে দিলাম। হঠাৎ পার্শ্বের একটি ইট কবরের অভ্যন্তরে পড়ে গেল। অতঃপর আমি দেখলাম যে একজন বৃদ্ধ কবরে উপবিষ্ট, তাঁর

১. ইবনে মুন্দাহ :
২. সুহাইল : দালায়েলুন নবুয়ত;

দেহে সাদা পোশাক, তাঁর কোলে আছে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত একটি গ্রন্থ। তিনি তা পড়ছেন। তিনি আমার দিকে মাথা তুলে দেখলেন আর বললেন, কিয়ামত কি হয়ে গেছে? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, ইটটি যথাস্থানে রেখে দাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক। অতঃপর আমি তা যথাস্থানে রাখলাম।[১]

٩. وَقَالَ الْيَافِعِيُّ أَيْضاً رُوِيْنَا عَمَّنْ حَفَرَ الْقُبُوْرَ مِنَ الثِّقَاتِ أَنَّهُ حَفَرَ قَبْراً فَأَشْرَفَ مِنْهُ عَلى إِنْسَانٍ جَالِسٍ عَلى سَرِيْرِهِ وَبِيَدِهِ مَصْحَفٌ يَقْرَأُ فِيْهِ، وَتَحْتَهُ نَهْرٌ فَغَشِيَ عَلَيْهِ، وَأُخْرِجَ مِنَ الْقَبْرِ يَدُوْرُ وَلَمْ يَتَمَالَكْ مِمَّا أَصَابَهُ فَلَمْ يَفِقْ إِلاَّ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ.

৯। ইয়াফেয়ী আরো বলেন, আমরা নির্ভরযোগ্য কবর-খননকারীদের থেকে বর্ণনা করেছি, নিশ্চয় জনৈক ব্যক্তি একটি কবর খনন করে, তিনি সেখানে চৌকির উপর উপবিষ্টি লোক দেখতে পায়। তাঁর হাতে আছে কুরআন, তিনি তা পড়ছেন। তার নিচে একটি নদী প্রবাহিত। এতে কবর-খননকারী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাকে কবর থেকে বের করা হলো। তিনি বেহুশ ছিলেন। অবশেষে তিনি তৃতীয় দিন জ্ঞান ফিরে পান।[২]

১. ইয়াফী : রাওযুর রায়্যাহীন :
২. পূর্বোক্ত

ذِكْرُ تَعْلِيْمِ الْمَلاَئِكَةِ الْمُؤْمِنَ الْقُرْآنَ فِيْ قَبْرِهِ

ফেরেশতারা মু'মিনকে তার কবরে কুরআন শিক্ষা দেয়ার বর্ণনা

١. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَسْتَظْهِرْهُ أَتَاهُ مَلَكٌ يُعَلِّمُهُ فِيْ قَبْرِهِ فَيُلَقِّى اللهُ وَقَدِ اسْتَظْهَرَهُ ،

১। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ল অতঃপর মারা গেল অথচ কুরআন সে পূর্ণ আয়ত্বে আনতে পারেনি তার কাছে একজন ফেরেশতা আসবেন তিনি তাকে তার কবরে কুরআন শিক্ষা দেবেন। আল্লাহ তাকে সাক্ষাৎ দেবেন। আর তার কুরআন সম্পূর্ণ আয়ত্বে আসবে।[১]

٢. وَعَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى وَلَمْ يَتَعَلَّمْ كِتَابَهُ عَلَّمَهُ اللهُ تَعالى فِيْ قَبْرِهِ حَتَّى يُثَبِّتَهُ عَلَيْهِ ،

২। হযরত আতিআল আওফী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস পৌছল যে, নিশ্চয় মু'মিন বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ করবেন অথচ তিনি তার কিতাব শিক্ষা করেন নি, আল্লাহ তাআলা তাঁকে তা কবরে শিক্ষা দেবেন। অবশেষে তাঁকে তাতে সাওয়াব দান করবেন।[২]

٣. وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَحْفَظِ الْقُرْآنَ أُمِرَ حِفْظَتُهُ أَنْ يُعَلِّمُوْهُ الْقُرْآنَ فِيْ قَبْرِهِ حَتى يَبْعَثَ اللهُ تَعَالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَهْلِهِ ،

৩। হযরত হুসায়ন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস পৌছল যে, মু'মিন বান্দা যখন মারা যাবেন অথচ তিনি

[১]. আবূল হাসান ইবনে শিবরান : ফাওয়ায়িদ;
[২]. ইবনে আবুদ দুনিয়া : ; ইবনে মুন্দাহ : ;

কুরআন মুখস্ত করেন নি। কুরআন সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের নির্দেশ দেয়া হবে তাঁরা যেন তাঁকে কবরে কুরআন শিক্ষা দেন। অবশেষে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন কুরআনের সাথে উঠাবেন।[১]

٤. وَعَنْ يَزِيْدِ الرُّقَاشِيْ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا مَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يَتَعَلَّمْهُ بَعَثَ اللهُ لَهُ مَلاَئِكَةً يُحَفِّظُوْنَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ حَتى يُبْعَثَ مِنْ قَبْرِهِ ،

৪। হযরত ইয়াজিদ রুকাশি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় মু'মিন যদি মৃত্যুবরণ করে অথচ কুরআনের কিছু অংশ শিক্ষা করা থেকে তার বাকী রয়ে গেল, আল্লাহ তার জন্য কিছু ফেরেশতা প্রেরণ করবেন তার যা বাকী ছিল তারা (ফেরেশতারা) তা হেফয করাবেন। অবশেষে তাকে তার কবর থেকে উঠানো হবে।[২]

[১]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :
[২]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :

ذِكْرُ كِسْوَةِ الْمُؤْمِنِ فِيْ قَبْرِهِ

মু'মিনের তাঁর কবরে কাপড় পরিধানের বর্ণনা

١. عَنْ عُبَادِ بْنِ بَشَرٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا بَكْرِ الْوَفَاةَ قَالَ لِعَائِشَةَ اِغْسِلِيْ ثَوْبَيْ هَذَيْنِ وَكَفِّنِّيْنِيْ بِهِمَا، فَإِنَّمَا أَبُوْ بَكْرٍ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِمَّا مَكْسُوّاً أَحْسَنُ الْكِسْوَةَ وَإِمَّا مَسْلُوْباً أَسْوَأَ السَّلْبِ ،

১। হযরত ওবাদা বিন বশর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওফাত উপস্থি হলো, তিনি আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কে বললেন, আমার এ দু'কাপড় ধৌত কর এবং এ দুটি দিয়ে আমার কাফন দিও। কেননা আবূ বকর ওই দুজনের একজন হবে, হয়ত তাকে উত্তম কাপড় পরিধান করা হবে অথবা অপমানজনকভাবে তার থেকে কাপড় ছিনিয়ে নেয়া হবে।[১]

٢. وَعَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِيْ وَصِيَّتِهِ اِقْتَصِدُوْا فِيْ كَفَنِيْ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِيْ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ أُبْدِلُنِيْ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَإِنْ كُنْتُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ سُلِبَنِيْ وَأَسْرَعُ سُلْبِيْ، وَاقْتَصِدُوا فِيْ حُفْرَتِيْ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِيْ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَسِعَ لِيْ فِيْ قَبْرِيْ مُدَّ الْبَصَرِ، وَإِنْ كُنْتُ عِلَى غَيْرِ ذَلِكَ ضُيِّقَ عَلِيَّ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلاَعِيْ ،

২। হযরত ইহইয়া বিন রাশিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার অছিয়তে বলেন, তোমরা আমার কাফনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। কেননা তা যদি আমার জন্য আল্লাহর কাছে মঙ্গলজনক হয় তাহলে তিনি তার চাইতে উত্তম কাফন আমাকে পরিবর্তন করে দেবেন আর তা যদি ঐরূপ না হয় তাহলে তিনি আমার থেকে ছিনিয়ে নেবেন এবং তড়িঘড়ি করে ছিনিয়ে নেবেন। আমার কবর খনন বিষয়ে

[১]. আবদুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল : যাওয়াইদ-ই যুহদ;

মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। কেননা তা যদি আমার জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম হয় তাহলে তিনি আমার জন্য আমার কবরে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেবেন। যদি আমি তার বিপরীত হই তিনি আমার উপর সংকীর্ণ করে দেবেন, অবশেষে আমার পার্শ্বসমূহ স্থানচ্যুত হয়ে যাবে।[১]

٣. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ إِبْتَاعُوا لِيْ ثَوْبَيْنِ وَلاَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ يَصِبْ صَاحِبُكُمْ خَيْراً أَلْبَسَنِيْ خَيْراً مِنْهَا وَإِلاَّ سُلِبَهَا سَلَباً سَرِيْعاً ،

৩। হযরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় বলেছেন, তোমরা আমার জন্য দুটি কাপড় খরিদ কর, এর চাইতে বেশী নয়। তোমাদের বন্ধু যদি কল্যাণ অর্জন করে তিনি আমাকে তার চাইতে উত্তম কাপড় পরাবেন, নতুবা তিনি উভয়টি খুবদ্রুত ছিনিয়ে নেবেন।[২]

٤. وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ اِشْتَرُوا لِيْ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ فَإِنَّهُمَا لاَ يَتْرُكَانِ عَلَيَّ إِلاَّ قَلِيْلاً حَتَّى أَبْدَلَ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا أَوْ شَرّاً مِنْهُمَا ،

৪। হযরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় বলেছেন, তোমরা আমার জন্য দুটি সাদা কাপড় খরিদ কর। কেননা উভয়টি আমার জন্য খুব অল্প সময়ের জন্য রাখা হবে। অবশেষে হয়ত তার চাইতে উত্তম দুটি পরিবর্তন করে দেবেন অথবা তার চাইতে নিকৃষ্ট দুটি পরিবর্তন করে দেবেন।[৩]

٥. وَعَنْ عَلِيَّةَ بْنِ أَبَانِ بْنِ صَيْفِيٍ الْغَفَّارِيْ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَتْ أَوْصَانَا أَبِيْ أَنْ لاَ نُكَفِّنَهُ فِيْ قَمِيْصٍ. قَالَتْ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ مِنْ يَوْمِ دَفَنَاهُ، إِذْ نَحْنُ بِالْقَمِيْصِ الَّذِيْ كَفَّنَاهُ فِيْهِ عَلَى الْمِشْجَبِ ،

[১]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :

[২]. সাঈদ ইবনে মনসুর : আস্ সুনান; ইবনে আবূ শাইব : মুসান্নাফ; ইবনে আবুদ দুনিয়া; হাকীম : আল মুসতাদরাক;

[৩]. ইবনে সা'দ : তাবকাত; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান;

৫। হযরত আলীয়া বিনতে আব্বান বিন সায়ফী আলগিফারী থেকে বর্ণিত। হযরত আব্বান বিন সায়ফী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে অছিয়ত করেছেন আমরা যেন তাঁকে কামীস (কোর্তা) দ্বারা কাফন না দিই। অতঃপর যেদিন আমরা তাঁকে দাফন করেছি তার পরের দিন সকালে যে কোর্তায় আমরা তাঁর কাফন দিয়েছি উক্ত কোর্তাটি আমরা (ঘরের) হ্যাংকারে পেলাম।[১]

[১]. সাঈদ বিন মনসুর :

ذِكْرُ الْفِرَاشِ لِلْمُؤْمِنِ فِيْ قَبْرِهِ

মু'মিনের জন্য তাঁর কবরে বিছানার আলোচনা

١. عَنْ مُجَاهِدٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى (فَلِأَنْفُسِهِم يَمْهَدُوْنَ) قَالَ فِي الْقَبْرِ ،

১। হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আল্লাহর বাণী فلانفسهم يهدون (তারা তাদের নিজেদেরকে বিছানা করেন।) এর তাফসীর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (তা) কবরের মধ্যে।[১]

٢. وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْآيَةِ قَالَ يُسَوُّوْنَ الْمَضَاجِعَ ،

২। হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে উক্ত আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা বিছানা সজ্জিত করবেন।[২]

٣. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ يُقَالُ لِلْمُؤْمِنِ فِيْ قَبْرِهِ اُرْقُدْ رَقْدَةَ الْعَرُوْسِ ،

৩। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনকে তার কবরে বলা হবে- তুমি নব বর-বধুর মত ঘুমিয়ে যাও।[৩]

[১]. ইবনে জারীর : তাফসীর-ই জারীর; ইবনে আবূ হাতিম : তাফসীর ইবনে আবূ হাতিম; ইবনুল মুনযির : আল আওসাতু লি ইবনে মুনযির; আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া..., ২/২৯; আবূ জাফর তাবারী : তাফসীর-ই তাবারী, ২০/১১২; শামসুদ্দীন কুরতুবী : তাফসীর-ই কুরতুবী, ১৪/৪২;
[২]. ইবনে মুনযির :
[৩]. ইবনে আবুদ দুনিয়া; বায়াহাকী : শু'আবুল ঈমান;

ذِكْرُ تَزَاوُرِ الْمَوْتَى فِيْ قُبُوْرِهِمْ

মৃতগণ তাদের কবরে পরস্পর সাক্ষাত করার বর্ণনা

١. عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ، فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ تَخْرِيْجِهِ وَهٰذَا لاَ يُخَالِفُ قَوْلَ أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْكَفْنِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ وَالصَّدِيْدِ، لِأَنَّ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ فِيْ رُؤْيَتِنَا وَيَكُوْنُ كَمَا شَاءَ اللهُ فِيْ عِلْمِ اللهِ، كَمَا قَالَ فِي الشُّهَدَاءِ (بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ) وَهُوَ ذَا نَرَاهُمْ يَتَشَحَّطُوْنَ فِي الدِّمَاءِ ثُمَّ يَنْشَفُوْنَ، وَإِنَّمَا يَكُوْنُوْنَ كَذٰلِكَ فِيْ رُؤْيَتِنَا، وَيَكُوْنُوْنَ فِي الْغَيْبِ كَمَا أَخْبَرَ اللهُ عَنْهُمْ، وَلَوْ كَانُوْا فِيْ رُؤْيَتِنَا كَمَا أَخْبَرَنَا اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ لِارْتِفَعِ الْإِيْمَانِ بِالْغَيْبِ،

১। হযরত আবূ কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের অভিভাবক হও তাহলে সে যেন তার মৃত-ভাইয়ের কাফন উত্তমভাবে দেয়। কেননা তাঁরা তাঁদের কবরে পরস্পর সাক্ষাত করেন। এ হাদিসটি বর্ণনার পর ইমাম বায়হাকী বলেন, ইহা কাফন সম্পর্কে আবূ বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণিত উক্তির বিরোধী নয়। তিনি বলেছেন, কাফন মৃত-ব্যক্তির রক্তমিশ্রিত পুঁজের জন্য। কেননা তা আমাদের বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁর কথার অনুরূপ। তবে বাস্তবিক তা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী হবে। যেমন– তিনি শহীদদের সম্পর্কে বলেন, 'বরং তাঁরা তাঁদের রবের কাছে জীবিত, রিজিকপ্রাপ্ত।' অথচ রক্তাক্ত অবস্থায় আমরা তাঁদের দেখে থাকি। আর তা নিছক আমাদের দৃষ্টিতে। অদৃশ্যে তাঁরা আল্লাহ যেরূপ বলেছেন

অবিকল সেরূপই। আমাদের দৃষ্টিতে যদি আল্লাহ যে রূপ বলেছেন সেরূপ হতো তা হলে অদৃশ্যের উপরে ঈমান আনা উঠে যেত।[১]

١. وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَسِّنُوْا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ وَيَتَزَاوَرُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ،

২। হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা তোমাদের মৃতদের সুন্দরভাবে কাফন দাও। কেননা তাঁরা গর্ববোধ করবেন এবং কবরে পরস্পর সাক্ষাত করবেন।[২]

٣. وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعاً مِثْلَهُ،

৩। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে মারফু হাদিসে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৩]

٤. وَأَخْرَجَ الْخَطِيْبُ فِي التَّارِيْخِ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ مَرْفُوْعاً مِثْلَهُ.

৪। খতিব আত্ তারিখ (التاريخ) এ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে মারফু হাদিসে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[৪]

٥. وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانَ يُحِبُّ حُسْنَ الْكَفْنِ، وَيُقَالُ إِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُوْنَ فِيْ أَكْفَانِهِمْ.

৫। হযরত ইবনে সিরীন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি উত্তম কাফন পছন্দ করতেন এবং বলা হবে, নিশ্চয় তারা তাদের কাফনে পরস্পর সাক্ষাত করবেন।[৫]

٦. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يَكُوْنَ الْكَفْنُ مَلْفُوْفاً مَزْرُوْراً وَقَالَ إِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ،

---

১. তিরমিযী : আস্ সুনান, ৪/১১২; ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ৪/৪১২; ইবনে আবুদ দুনিয়া : আল মুনামাত, ১/২২৯; বায়াহাকী : শু'আবুল ঈমান, ১৯/২৬৫;
২. হারেস বিন আবু সালমা :
৩. ইবনে আদি : আল কামেল, ৩/২৫৪;
৪. আল খতিব : আত তারিখ;
৫. ইবনে আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ;

৬। হযরত মুহাম্মদ বিন সিরীন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তারা কাফন পেছানো ও দর্শনীয় হওয়া সে পছন্দ করেন আর তিনি বলেন, নিশ্চয় তাঁরা তাঁদের কবরে পরস্পর সাক্ষাত করবেন।[১]

٧. وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَتْ اِمْرَأَتُهُ، فَرَأى نِسَاءَ فِي الْمَنَامِ وَلَمْ يَرَى اِمْرَأَتَهُ مَعَهُنَّ، فَسَأَلَهُنَّ فَقُلْنَ إِنَّكُمْ قَصَرْتُمْ فِي كَفَنِهَا فَهِيَ تَسْتَحِي أَنْ تَخْرُجَ مَعَنَا، فَأَتى الرَّجُلُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أُنْظُرْ هَلْ إِلى ثِقَةٍ مِّنْ سَبِيلٍ (فَأَتى رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يُبَلِّغُ الْمَوْتى بَلَغْتُ فَتُوُفِّيَ الْأَنْصَارِيُّ فَجَاءَ بِثَوْبَيْنِ مَصْبُوْغَيْنِ بِالزَّعْفَرَانِ فَجَعَلَهُمَا فِي كَفَنِ الْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ رَأى النِّسْوَةَ وَمَعَهُنَّ اِمْرَأَتُهُ وَعَلَيْهَا الثَّوْبَانِ الْأَصْفَرَانِ،

৭। হযরত রাশেদ বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ওফাত লাভ করে। অতঃপর সে স্বপ্নে কতগুলো মহিলা দেখতে পায়। তবে তাদের সাথে তার স্ত্রীকে দেখে নাই। তাই সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন, অবশ্যই তোমরা তাঁর কাফন দেয়ার মধ্যে ত্রুটি করেছ। তাই তিনি আমাদের সঙ্গে বের হতে লজ্জা করছেন। অতঃপর লোকটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে উক্ত বিষয়টি অবহিত করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নির্ভরযোগ্য কোন মাধ্যমে বের কর। অতঃপর সে একজন মুমূর্ষু আনসারীর কাছে আসে, সে তাকে উক্ত বিষয়টি অবহিত করে। আনসারী বলেন, কেউ যদি মৃতদের কাছে পৌছাতে পারে আমি পৌছাব। অতঃপর আনসারী ওফাত লাভ করেন। ওই ব্যক্তিটি জাফরান রঙে রাঙ্গানো দুটি কাপড় নিয়ে আসলো, উভয়টি আনসারীর কাফনে রেখে দিল। অতঃপর রাতে সে ওই মহিলাদের স্বপ্নে দেখল তাদের সাথে তার স্ত্রীও আছে, তার দেহে হলুদ বর্ণের দুটি কাপড় আছে।[২]

১. সালাফী : আল মাসিখাতুল বাগদাদীয়া;
২. ইবনে আবুদ দুনিয়া : কিতাবুল মানামাত, ১/২২৭;

٨. وَعَنْ قَيْسِ بْنِ قُبَيْصَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْكَلَامِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهَلْ يَتَكَلَّمُ الْمَوْتى؟ قَالَ نَعَمْ، وَيَتَزَاوَرُوْنَ،

৮। হযরত কায়স বিন কুবাইসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ঈমান আনে নাই তাকে মৃতদের সাথে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে না। আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! মৃতরা কি কথা বলে? তিনি বলেন, হ্যাঁ এবং তারা পরস্পর সাক্ষাতও করে।[১]

٩. وَعَنْ سَعِيْدٍ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ أَتَاهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ فَيَسْأَلُهُمْ عَمَّنْ خَلَفَ بَعْدَهُ كَيْفَ فَعَلَ فُلَانٌ وَمَا فَعَلَ فُلَانٌ،

৯। হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় মৃতকে যখন তার কবরে রাখা হয় তার কাছে তার পরিবার-পরিজন, ছেলে-মেয়ে আসবে এবং তারা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, সে যাদের রেখে এসেছে তাদের সম্পর্কে, অমুক কেমন আছে, অমুক কী করেছ?[২]

١٠. وَعَنْ مُجَاهِدٍ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسِرُّ بِصَلَاحِ وَلَدِهِ فِي قَبْرِهِ. قَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ الْأَرْوَاحُ قِسْمَانِ مُنَعَّمَةٌ وَمُعَذَّبَةٌ، فَأَمَّا الْمُعَذَّبَةُ فَهِيَ فِي شُغْلٍ عَنِ التَّزَاوُرِ وَالتَّلَاقِيْ، وَأَمَّا الْمُنَعَّمَةُ الْمُرْسَلَةُ غَيْرِ الْمَحْبُوْسَةِ فَتَتَلَاقَى وَتَتَزَاوَرُ وَتَتَذَاكَرُ مَا كَانَ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا وَمَا يَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَتَكُوْنُ كُلُّ رُوْحٍ مَعَ رَفِيْقِهَا الَّذِيْ هُوَ مِثْلُ عَمَلِهَا، وَرُوْحُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلى. قَالَ اللهُ تَعَالى: (وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذينَ أَنعَمَ اللهُ عَلَيهِم مِنَ النَّبِيّينَ وَالصِّدّيقينَ وَالشُّهَداءِ وَالصالِحينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفيقاً) وَهَذِهِ الْمَعِيَّةُ ثَابِتَةٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي دَارِ الْبَرْزَخِ وَفِي الْجَزَاءِ وَالْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ فِي الدُّوَرِ الثَّلَاثَةِ. قَالَ

১. শায়খ ইবনে হাব্বান : কিতাবুল ওসায়া;
২. ইবনে আবুদ দুনিয়া :

السَّلَفِيُّ عَوْدُ الرُّوْحِ إِلى الْجَسَدِ فِيْ الْقَبْرِ ثَابِتٌ عَلى الصَّحِيْحِ لِجَمِيْعِ الْمَوْتى وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِيْ اسْتِمْرَارِهَا فِي الْبَدْنِ، وَهُوَ أَنَّ الْبَدْنَ يَصِيْرُ حَياً بِهَا كَحَالَتِهِ فِي الدُّنْيَا أَوْ حَياً بِدُوْنِهَا، وَهِيَ حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ، فَإِنَّ مُلاَزِمَةَ الْحَيَاةِ لِلرُّوْحِ أَمْرٌ عَادِيٌّ لاَ عَقْلِيٌّ، هَذَا وَإِنَّ الْبَدْنَ يَصِيْرُ بِهَا حَياً كَحَالَتِهِ فِي الدُّنْيَا مِمَّا يَجُوْزُهُ الْعَقْلُ فَإِنْ صَحَّ بِهِ سَمِعَ اِتَّبَعَ وَقَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، وَيَشْهَدُ لَهُ صَلاَةُ مُوْسى فِيْ قَبْرِهِ فَلاَ تَسْتَدْعِيْ جَسَداً حَياً، وَكَذَلِكَ الصِّفَاتُ الْمَذْكُوْرَاتُ فِي الْأَنْبِيَاءِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ كُلُّهَا صِفَاتُ لاَ أَجْسَادُ وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا حَيَاةً حَقِيْقِيَّةً أَنْ تَكُوْنَ الْأَبْدَانُ مَعَهَا كَمَا فِي الدُّنْيَا مِنَ الْإِحْتِيَاجِ إِلى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ الَّتِيْ نُشَاهِدُهَا بَلْ يَكُوْنُ لَهَا حَكَمٌ آخَرٌ، وَأَمَّا الْأَوَّلُ كَالْعِلْمِ وَالسَّمَاعِ فَلاَ شَكَّ إِنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ لِجَمِيْعِ الْمَوْتى، هَذَا كَلاَمُ السُّبْكِيِّ. قَالَ الْيَافِعِيُّ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ أَرْوَاحَ الْمَوْتى تُرَدُّ فِيْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مِنْ عِلِّيِّيْنَ أَوْ مِنْ سِجِّيْنَ إِلى أَجْسَادِهِمْ فِيْ قُبُوْرِهِمْ عِنْدَ إِرَادَةِ اللهِ تَعَالى، وَخُصُوْصاً لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ وَيَجْلِسُوْنَ وَيَتَحَدَّثُوْنَ وَيُنْعَمُ أَهْلُ النَّعِيْمِ وَيُعَذَّبُ أَهْلُ الْعَذَابِ مَادَامَ فِيْ عِلِّيِّيْنَ أَوْ سِجِّيْنَ، وَفِي الْقَبْرِ يَشْتَرِكُ الرُّوْحُ وَالْجَسَدُ،

১০। হযরত মুজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় মানুষ কবরে তার ছেলে-মেয়েদের পুণ্য কর্মের দরুণ খুশি হয়। ইবনে কাইয়ূম বলেন, রূহসমূহ দু'প্রকার যথা– (১) নিয়ামতপ্রাপ্ত রূহ এবং (২) আযাব তথা শাস্তি যোগ্য রূহ। অতঃপর শাস্তিযোগ্য রূহসমূহকে পরস্পর সাক্ষাত থেকে বিরত রাখা হবে। আর নিয়ামতপ্রাপ্ত রূহসমূহ স্বাধীন, তাদের বন্দি করে রাখা যাবে না। তারা পরস্পর সাক্ষাত করবে। দুনিয়াতে যা ছিলো তার আলোচনা করবে। দুনিয়াবাসীদের সম্পর্কে যা হবে তার আলোচনা করবে। অতঃপর প্রত্যেক রূহ তার বন্ধুর সাথে হবে, বন্ধু তার কর্ম অনুযায়ী হবে। আমাদের নবী হযরত

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রূহ মহান বন্ধুর সাথে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐ সব লোকের সাথে হবেন যাদের উপর আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন।(তারা হচ্ছেন) নবীগণ, ছিদ্দিকগণ, শহিদগণ, সৎলোকগণ। এবং তারা বন্ধু হিসেবে কতই না উত্তম।" এই সঙ্গে বা সাহচর্য দুনিয়া, কবর ও পরকালে প্রযোজ্য হবে। ত্রিজগতে মানুষ তার প্রিয়জনের সঙ্গে থাকবে। সালাফী বলেন, কবরে সফল মৃতের রূহ তাদের স্ব স্ব দেহে প্রত্যাবর্তন করা বিশুদ্ধ মতানুসারে প্রমাণিত। এতে কোন মতভেদ নেই। তবে রূহ দেহে স্থায়িত্বের বিষয়ে মতানৈক্য আছে। আর তা হচ্ছে- দেহ রূহের দ্বারা জীবিত হয়ে যাবে দুনিয়ার মত অথবা রূহ ব্যতীত জীবিত, যেভাবে আল্লাহ চান। জীবনের জন্য রূহের আবশ্যকীয়তা একটি স্বাভাবিক বিষয়, যৌক্তিক নয়। দেহ রূহের দ্বারা জীবিত, দুনিয়ার অবস্থার মত যা বিবেক সম্মত ও যৌক্তিক। যদি তা হয় তাহলে দেহ শুনতে পারে ও আনুগত্য করে। এটা একদল আলেম উল্লেখ করেছেন। তার দলিল হচ্ছে, মূসা আলাইহিস্ সালাম নিজ কবরে নামাজ পড়া। নামাজ জীবিত দেহ দাবী করেনা। অনুরূপ মিরাজ রজনীতে নবীদের যে গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলোর গুণ দেহ নয়। তা দ্বারা তাঁদের জন্য প্রকৃত হায়াত আবশ্যক করেনা, যা দেহের সাথে থাকবে যেভাবে দুনিয়াতে ছিল, যা খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি দৈহিক উপকরণের প্রয়োজন অনুভব করে, যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বরং তাঁদের জন্য ভিন্ন বিধান আছে। অতঃপর প্রথম অবস্থা যেমন জানা ও শ্রবণ করা তা প্রত্যেক মৃতের জন্য প্রমাণিত। এটি সুবকীর অভিমত। ইয়াফেয়ী বলেন, আহলে সুন্নাতের অভিমত হচ্ছে, কবরে মৃতদের রূহ কোন কোন সময় আনা হবে ইল্লিয়ীন (عليين) বা সিজ্জীন (سجين) থেকে; যখন আল্লাহ ইচ্ছা করেন। বিশেষত জুমার রাত তারা একত্রে বসে পারস্পরিক আলাপ করে। জান্নাতবাসীদের নিয়ামত দেয়া হবে। জাহান্নামবাসীদের আযাব দেয়া হবে। যতক্ষণ ইল্লিয়ীন (عليين) অথবা সিজ্জীন (سجين) এ থাকবে। কবরে রূহ ও দেহ উভয়ই থাকে।[১]

[১]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :

ذِكْرُ عِلْمِ الْمَوْتى بِزَوَارِهِمْ وَأُنْسِهِمْ بِهِمْ

মৃতরা তাঁদের সাক্ষারকারীদের চেনা এবং তাঁদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার বর্ণনা

١. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ أَخَاهُ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ إِلاَّ اسْتَأْنَسَ بِهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُوْمَ،

১। হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে সব লোক তার ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে এবং তার কবরের পাশে বসে এতে তার সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা তৈরী হয় তার সালামের উত্তর দেয় সে চলে যাওয়া পর্যন্ত।[১]

٢. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا مَرَّ رَجُلٌ بِقَبْرٍ يَعْرِفُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ

২। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি কোন মানুষ পরিচিত কোন মানুষের কবর অতিক্রম করে এবং তাকে সালাম দেয় তাকে সে তার সালামের উত্তর দেয়।[২]

٣. عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفى مَنْ كَانَ يَعْرِفُهُ وَيُحِبُّهُ فِي الدُّنْيَا،

৩। হযরত জুরারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। যে পার্থিব জগতে তাকে চিনত ও ভালবাসতো (সে পরকালেও তাকে চিনবে ও ভালবাসবে)।[৩]

٤. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ الْمَوْتى يَعْلَمُوْنَ بِزَوَارِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْماً قَبْلَهُ، وَيَوْماً بَعْدَهُ،

৪। হযরত মুহাম্মদ বিন ওয়াসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস পৌছলো যে, নিশ্চয় মৃতরা শুক্রবার দিন, তার আগের ও পরের দিন তাদের সাক্ষাৎকারীদের সম্পর্কে অবগত থাকেন।[৪]

---

১. ইবনে আবুদ দুনিয়া : কিতাবুল মফতুন;

২. বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ১৯/২৯০;

৩. ইবনে আবদুর রব : আল ইসতিয্‌কার ওয়াত তামহীদ;

৪. ইবনে আবুদ দুনিয়া; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ১৯/২৯৫;

٥. وَعَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْراً يَوْمَ السَّبْتِ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ عَلِمَ الْمَيِّتُ، قِيْلَ لَهُ وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ لِمَكَانِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلاَّ عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ،

৫। হযরত দাহহাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি শনিবার সূর্যোদয়ের পূর্বে কোন কবর যিয়ারত করে মৃত ব্যক্তি তার যিয়ারত সম্পর্কে অবগত হয়। তাকে বলা হলো, আর তা কীভাবে? তিনি বলেন, জুমার দিনের মর্যাদার কারণে। ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে কোন ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইয়ের কবর অতিক্রম করে তাকে সে দুনিয়াতে চিনত অতঃপর তাকে সালাম দিল (কবরস্থ লোকটি) তাকে সালামের উত্তর দেবে।[১]

٦. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعاً مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ عَلى رَجُلٍ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلاَّ عَرَفَهُ، وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَفِيْ الْأَبْعِيْنَ الطَّائِيَّةُ رَوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ أَنَسٌ مَا يَكُوْنُ الْمَيِّتُ فِيْ قَبْرِهِ أَذَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ الْأَحَادِيْثُ وِالْآثَارُ تَدُلُّ عَلى أَنَّ الزَّائِرَ مَتى جَاءَ عَلِمَ بِهِ الْمَيِّتُ وَسَمِعَ سَلاَمَهُ، وَأَنَسَ بِهِ وِرَدَّ عَلَيْهِ، وَهَذَا عَامٌ فِيْ حَقِّ الشُّهَدَاءِ وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّهُ لاَ يُوَقَّتُ قَالَ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ أَثَرِ الضَّحَّاكِ الدَّالُ عَلى التَّوْقِيْتِ قَالَ قَدْ شَرَعَ ﷺ لِأُمَّتِهِ أَنْ يُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِ الْقُبُوْرِ سَلاَمٌ مَنْ يُخَاطِبُوْنَهُ مِمَّنْ يَسْمَعُ وَيَعْقِلُ،

৬। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে 'মারফু' مرفوع হিসেবে বর্ণিত আছে যে, যে-কোন ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইয়ের কবর অতিক্রম করে সে তাকে দুনিয়াতে চিনত। অতঃপর তাকে সালাম দিল (কবরস্থ)

---

১. ইবনে আবুদ দুনিয়া; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ১৯/২৯৬;

লোকটি তাকে সালামের উত্তর দেবে। الاربعين الطائية তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি বলেন, মৃত যতক্ষণ কবরে থাকে তাকে ভালবাস দিন। ইবনে কাইয়ূম বলেন, হাদীস ও আসার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিয়ারতকারী যখন আসে মৃত তার সম্পর্কে অকাত হয়। তার সালাম শ্রবণ করে। তার প্রতি প্রীত হয় এবং তার সালামের উত্তর দেয়। এটি শহীদ ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এটি স্মরণে নির্দিষ্ট নয়। বর্ণনাকারী বলেন, এটি দাহহাক-এর বর্ণিত হাদিস থেকে অধিক শুদ্ধ যা নির্দিষ্টের উপর ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের জন্য শরীয়ত প্রবর্তন করেছেন যে, তারা কবরবাসীদেরকে জীবিতদের মত সালাম দেবে, যেন তারা শুনে ও উপলব্ধি করে।[১]

[১]. সাবুনী : আল মাতীন; আল আরবাঈনাত তা'ইয়া;

ذِكْرُ مَقَرِّ الْأَرْوَاحِ

রূহের অবস্থান স্থলের বর্ণনা

١. عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِيْ حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرِحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِيْ إِلَى قَنَادِيْلِ تَحْتَ الْعَرْشِ،

১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শহিদদের রূহ সবুজ পাখির উদরে থাকে, বেহেশতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে। অতঃপর আরশের নিচে রক্ষিত প্রদীপের কাছে আশ্রয় নেয়।[১]

٢. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمَّا أُصِيْبَ أَصْحَابُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِيْ حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثَمَارِهَا، وَتَأْوِيْ إِلَى قَنَادِيْلِ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ،

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের বন্ধুরা ওহুদ প্রান্তরে শহীদ হন, আল্লাহ তাদের রূহসমূহ সবুজ পাখির উদরে রাখেন। তারা বেহেশতের নদীসমূহে অবতরণ করেন এবং বেহেশতের ফলমুলসমূহ ভক্ষণ করেন এবং আশ্রয় নেয় এমন প্রদীপে যেগুলো স্বর্ণের তৈরী, ঝুলানো আছে আরশের ছায়ায়।[২]

٣. وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرِ الْجَنَّةِ فِيْ قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً،

৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শহীদগণ

[১]. মুসলিম : আস্ সহীহ, ৯/৪৭২;
[২]. আহমদ : মসনদ-ই আহমদ, ৫/২৯৯; আবূ দাউস : আস্ সুনান, ৭/৪৩; হাকেম : বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৯/২৬৮;

বেহেশতের দরজায় নদীর কূলে সবুজ গম্বুজের মধ্যে থাকেন। সকাল-সন্ধ্যা তাঁদের কাছে রিজিক সরবরাহ করা হয়।[১]

٤. وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اَلشُّهَدَاءُ فِيْ قُبَابٍ فِيْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ نَوْرٌ وَحُوْتٌ فَيُعْتَرُكَانَ بِهِمَا، فَإِذَا اِحْتَاجُوا إِلَى شَيْءٍ عَقَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ فَيَأْكُلُوْنَ فَيَجِدُوْنَ فِيْهِ طَعْمَ كُلِّ شَيْءٍ فِي الْجَنَّةِ ،

৪। হযরত উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শহীদগণ বেহেশতের উদ্যানের সবুজ গম্বুজে থাকবেন। তাঁদের কাছে একটি ষাড় ও একটি মাছ পাঠানো হবে। অতঃপর উভয়টা জবেহ করা হবে। তাঁরা (শহীদরা) যখন খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন ওই দু'টির একটি জবেহ করবেন। তাঁরা (শহীদরা) তা থেকে আহার করবেন। বেহেশতের সবকিছুর স্বাদ তাঁরা সেখানে পাবেন।[২]

٥. وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ حَارِثَةَ لَمَّا قُتِلَ، قَالَتْ أُمُّهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرُ، وَإِنْ يَكُنْ فِيْ غَيْرِ ذَلِكَ تَرَى مَا أَصْنَعُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيْرَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ،

৫। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। যখন হারেসা শহিদ হন তাঁর মা বলেন, এয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অবশ্যই হারেসার অবস্থান জানেন। সে যদি বেহেশতে হয় তাহলে আমি ধৈর্য্য ধরব। যদি অন্যস্থানে হয় তাহলে আপনি দেখবেন আমি কী করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বেহেশত অনেক আছে। তবে সে ফেরদাউসে আ'লায় আছে।[৩]

٦. وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنُ طَائِرٌ يَتَعَلَّقُ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يُبْعَثُهُ ،

৬। হযরত কা'ব বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মু'মিনের রূহ উড়বে,

[১]. আহমদ : মসনদ-ই আহমদ; আবদ বিন হামিদ; ইবনে আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ; তাবরানী : মু'জামুল কবীর;
[২]. হান্নাদ বিন সুরী : আয্ যুহদ, ১/১৮২; আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ;
[৩]. বোখারী : আস্ সহীহ, ১২/৩৭৭; আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, ৪/৫৬৩;

বেহেশতের বৃক্ষে সম্পৃক্ত হবে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাকে তার দেহে ফিরিয়ে দেবেন।[১]

٧. وَعَنْ أُمِّ هَانِيءٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ التَّزَاوُرِ إِذَا مِتْنَا، وَبِرَّ بَعْضُنَا بَعْضاً. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكُوْنُ بِأَنْعُمِ طَيْرٍ يَتَعَلَّقُ بِالشَّجَرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَخَلَتْ كُلُّ نَفْسٍ فِيْ جَسَدِهَا ،

৭। হযরত উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যিয়ারত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, যখন আমরা মারা যাব এবং আমাদের প্রতি কারো সদাচরণ সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তা হবে স্বাচ্ছন্দময় পাখির দেহে যা বৃক্ষে সংশ্লিষ্ট হবে। অবশেষে যখন কিয়ামতের দিন হবে প্রত্যেক আত্মা নিজেদের দেহে প্রবেশ করবে।[২]

٨. وَعَنْ أُمِّ بَشَرِ بْنِ الْبَرَاءِ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يَتَعَارَفُ الْمَوْتَى؟ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ طَيْرٌ خُضْرٌ فِي الْجَنَّةِ فَإِنْ كَانَ الطَّيْرُ يَتَعَارَفُوْنَ فِيْ رُؤُوْسِ الشَّجَرِ فَإِنَّهُمْ يَتَعَارَفُوْنَ ،

৮। হযরত উম্মুল বশর ইবনে বারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, তোমার দু'হাত ধুলিময় হোক! মৃতরা পরস্পর পরস্পরকে কিরূপে চিনবে? তিনি বলেন, বেহেশতে উক্ত পবিত্র আত্মা সবুজ পাখির মত থাকবে। পাখিরা যদি বৃক্ষের উপর পরস্পরকে চেনে তা হলে অবশ্যই তারা (মৃতরা) পরস্পরকে চিনবে।[৩]

٩. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ كَعْباً الْوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ بَشَرِ بْنِ الْبَرَاءِ وَقَالَتْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ إِنْ لَقِيْتَ فُلَاناً فَاقْرَئْهُ مِنِّي السَّلَامَ قَالَ لَهَا يَغْفِرُ اللهُ لَكِ يَا أُمَّ بَشَرٍ نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ

[১]. মালেক : মুয়াত্তা, ২/২৩৩; নাসায়ী : আস্ সুনান, ৭/২১৩; আহমদ : মসনদ-ই আহমদ : ৩১/৪১৩;
[২]. আহমদ : মসনদ-ই আহমদ, ৫৫/৩৯৮; তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৮/১৭৬;
[৩]. ইবনে সা'দ : আত তবকাত : ৮/৩১৩;

১১। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় সালমান ফারসী এবং আবদুল্লাহ বিন সালাম পরস্পর সাক্ষাতকালে তাদের এক বন্ধু অপর বন্ধুকে বলেছেন, আপনি যদি আমার পূর্বে আপনার রবের সাথে মিলিত হন তাহলে আমাকে জানাবেন, যা আপনি লাভ করেছেন। তিনি বলেন, জীবিত কী পরস্পর মিলিত হতে পারে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর মু'মিনের রূহ বেহেশতে থাকবে যেখানে ইচ্ছা তাঁরা বিচরণ করবেন।[১]

١٢. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ كَالزَّرَازِيْرِ تَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مُنْدَهْ مَرْفُوْعاً ،

১২। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনদের রূহ ময়না পাখির মত। সে বেহেশতের ফল খাবে। ইবনে মুন্দাও ঐ হাদিস মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[২]

١٣. وَعَنْ كَعْبٍ قَالَ جَنَّةُ الْمَأْوى فِيْهَا طَيْرٌ خُضْرٌ تَرْتَقِيْ فِيْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ الشُّهَدَاءَ تَسْرِحُ فِيْ الْجَنَّةِ،وَأَرْوَاحُ آلِ فِرْعَوْنَ فِيْ أَجْوَافِ طَيْرٍ سَوْدٍ وَعَلَى النَّارِ تَغْدُوْ وَتَرُوحُ وَإِنَّ أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ عَصَافِيْرِ فِي الْجَنَّةِ ،

১৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সূত্রে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জান্নাতুল মাওয়ায় অনেক সবুজ পাখি আছে। শহীদ মু'মিনদের রূহ সেখানে খুবই স্বাচ্ছন্দে থাকবেন, বেহেশতে বিচরণ করবেন। ফেরাউনদের রূহ কালো পাখির উদরে থাকবে। জাহান্নামে তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আসবে এবং মু'মিন শিশুদের রূহ বেহেশতের চড়ুই পাখিদের দেহে অবস্থান করবে।[৩]

١٤. وَعَنْ هُذَيْلَ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ آلِ فِرْعَوْنَ فِيْ أَجْوَافِ طَيْرٍ سَوْدٍ تَرُوْحُ وَتَغْدُو عَلى النَّارِ وَأَرْوَاحَ الشُّهَدَاءَ فِيْ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، وَأَوْلاَدَ الْمُسْلِمِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ فِيْ عَصَافِيْرِ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ تَرْعَى وَتَسْرِحُ ،

১. ইবনু আবুদ দুনিয়া : আল মুনামাত, ১/৩১; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৩/৩৯৪;
২. তাবরানী : মু'জামুল কবীর; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান;
৩. ইবনে আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান;

أَمَا سَمِعْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ نَسْمَةَ الْمُؤْمِنِ تَسْرِحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ وَنَسْمَةَ الْكَافِرِ فِيْ سِجِّيْنٍ مَسْجُوْنَةٌ قَالَ بَلى قَالَتْ هُوَ ذَلِكَ ،

৯। হযরত আবদুর রহমান বিন কা'ব বিন মালেক বিন হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কা'ব-এর ওফাত সন্নিকট হলো উম্মু বশর ইবনুল বারা তার কাছে আসেন ও বলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আপনি যদি অমুকের সাক্ষাত পান তাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দেবেন। তিনি তাঁকে বললেন, হে উম্মু বশর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক, আমরা তা থেকে বিরত থাকব। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেন নি? মু'মিনের আত্মা বেহেশতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করবেন আর কাফেরের আত্মা সিজ্জীন (سجين) এ বন্দি থাকবে। তিনি কা'ব বলেন, কেন শুনব না? তিনি (উম্মু বশর) বলেন, তিনিও এ রূপ হবেন।[১]

١٠. وَفِيْ مَرَاسِيْلِ عَمْرِو بْنِ الْحَبِيْبِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ فِيْ حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَسْرِحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَرْوَاحُ الْكُفَّارِ؟ قَالَ مَحْبُوْسَةٌ فِيْ سِجِّيْنٍ ،

১০। 'মারাসেলে 'আমর বিন হাবীব'-এ বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাকে মু'মিনদের রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। অতঃপর তিনি বলেন, তা সবুজ পাখির উদরে বেহেশতে যেখানে ইচ্ছা পরিভ্রমণ করতে থাকবে। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাফেরদের আত্মা? তিনি বলেন, সিজ্জীনে বন্ধি থাকবে।[২]

١١. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ وَعَبْدَ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ الْتَقَيَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إِنْ لَقِيْتَ رَبَّكَ قَبْلِيْ فَأَخْبِرْنِيْ بِمَاذَا لَقِيْتَ؟ فَقَالَ أَوْ تَلْقَى الْأَحْيَاءُ الْأَمْوَاتَ؟ قَالَ نَعَمْ. أَمَّا الْمُؤْمِنُوْنَ فَإِنَّ أَرْوَاحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ وَهِيْ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ ،

১. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, ৪/৩৮১; তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ১৩/৪০৮; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান; আবদু বিন হুমাই : মসনদ, ৪/২১৬; আবু শায়বা : মসনদ, ২/১১;
২. তাবরানী : মু'জামুল কবীর, ৮/১০১;

১৪। হযরত হুজায়ল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফেরাউনদের রূহ কালো পাখির উদরে থাকবে, তারা সকাল ও সন্ধ্যায় জাহান্নামে যাবে এবং শহীদদের রূহ সবুজ পাখির উদরে থাকবে আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানদের সন্তানদের রূহ বেহেশতের চড়ুই পাখিদের দেহে থাকবে, তারা জান্নাতে বিচরণ ও পরিভ্রমন করবে।[১]

١٥. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ صُوْرِ طَيْرٍ بَيْضٍ فِيْ ظِلِّ الْعَرْشِ وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِيْنَ فِي الْأَرْضِ السَّابِعَةِ ،

১৫। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনদের রূহ সাদা পাখির আকৃতিতে আরশের ছায়ায় থাকবে, আর কাফেরদের আত্মা থাকবে সপ্তম জমিনে।[২]

١٦. وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أُتِيْتُ بِالْمِعْرَاجِ الَّذِيْ تُعْرَجُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ بَنِيْ آدَمَ فَلَمْ يَرَ الْخَلَائِقُ أَحْسَنَ مِنَ الْمِعْرَاجِ الَّذِيْ يُرَاهُ الْمَيِّتُ حِيْنَ يُشَقُّ بَصَرُهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ عَجْبُهُ فَصَعَدْتُ أَنَا وَجِبْرِيْلُ فَاسْتُفْتِحَتْ بَابُ السَّمَاءِ فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَتِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَقُوْلُ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ وَنَفْسٌ طَيِّبَةٌ اِجْعَلُوْهَا فِيْ عِلِّيِّيْنَ ثُمَّ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَتِهِ الْفُجَّارِ فَيَقُوْلُ رُوْحٌ خَبِيْثَةٌ وَنَفْسٌ خَبِيْثَةٌ اِجْعَلُوْهَا فِيْ سِجِّيْنَ ،

১৬। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন আমার কাছে ঐ সিঁড়ি আনা হলো যার উপর আদম সন্তানের রূহ আরোহণ করে। অতঃপর সৃষ্টিজগত উক্ত সিঁড়ি থেকে সুন্দর দেখে নাই যা মৃত ব্যক্তি দেখে। যখন তার অপলক দৃষ্টি আসমানের দিকে অবলোকন করে এটা তার অত্যাচার্য জিনিস। আমি ও জিব্রাইল উর্ধ্ব গমন করলাম। তিনি আসমানের দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করেন। আমি আদম আলাইহিস সালামের কাছে গমন করলাম। তাঁর কাছে

১. হান্নাদ বিন সূরী : আয্ যুহদ, ১/১৭২;
২. ইবনে মোবারক :

মু'মিনের সন্তানদের রূহ পেশ করা হচ্ছে। অতঃপর তিনি বলছেন, পবিত্র আত্মা, পবিত্র নফস। একে ইল্লীনে রেখে দাও। অতঃপর তাঁর কাছে কাফের সন্তানদের রূহসমূহ উপস্থাপন করা হচ্ছে। তিনি বলছেন, দুষ্ট আত্মা, অপবিত্র নফস, এগুলো সিজ্জীনে রেখে দাও।[১]

١٧. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ ﷺ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ يَنْظُرُوْنَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ.

১৭। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় মু'মিনদের রূহ সপ্তম আসমানে থাকে। তারা বেহেশতে তাদের স্থান অবলোকন করে।[২]

١٨. وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ إِنَّ للهِ فِيْ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ دَاراً يُقَالُ لَهَا الْبَيْضَاءُ تَجْتَمِعُ فِيْهَا أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ فَإِذَا مَاتَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا أَحَدٌ تَلَقَّتْهُ الْأَرْوَاحَ يَسْأَلُوْنَهُ عَنْ أَخْبَارِ الدُّنْيَا كَمَا يَسْأَلُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ ،

১৮। হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সপ্তম আসমানে আল্লাহর একটি ঘর আছে তাকে 'আল বায়দা' (البيضاء) বলা হয়। যেখানে মু'মিনদের রূহসমূহ একত্রিত হবে। দুনিয়াবাসীর কেউ মারা গেলে রূহসমূহ তার সাথে সাক্ষাত করে। তারা তার কাছে দুনিয়ার সংবাদ জানতে চায়, যেভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে নিজ পরিবার সম্পর্কে যখন সে তাদের কাছে আসে।[৩]

١٩. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُ عَزَّى أَسْمَاءَ بِابْنِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَجُثَّتُهُ مَصْلُوْبَةٌ فَقَالَ لَا تَحْزَنِيْ فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ عِنْدَ اللهِ فِي السَّمَاءِ وَإِنَّمَا هَذِهِ جُثَّةٌ ،

১৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় তিনি আসমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে তার ছেলে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর বিষয়ে শান্তনা দিচ্ছেন অথচ তার মরদেহ ফাসিতে ঝুলানো ছিল। তিনি

১. ইবনে আবূ হাতিম; ইবনে মরদুয়া; বায়হাকী : দালায়িলুন নবুয়ত;
২. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া...,
৩. আবূ নাঈম : হিলইয়াতুল আউলিয়া..., ২/৯৮;

বলেন, আপনি চিন্তা করবেন না। রূহ আসমানে আল্লাহর কাছে থাকে আর এটা তো মরাদেহ মাত্র।[১]

٢٠. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ تُرْفَعُ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلى جِبْرِيْلَ فَيُقَالُ أَنْتَ وَلِيُّ هَذِهِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

২০। হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবায়র রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনদের আত্মাসমূহ জিব্রাইল আলাইহিস সালাম-এর কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং বলা হয়, আপনি কেয়ামত পর্যন্ত এগুলোর অভিভাবক।[২]

٢١. وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لَقِيَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ عَبْدَ اللهِ بْنِ سَلَامٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ مِتَّ قَبْلِيْ فَأَخْبِرْنِيْ بِمَا تَلْقى، وَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ أَخْبَرْتُكَ. قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ مِتُّ؟ فَقَالَ إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْجَسَدِ كَانَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتى يَرْجِعَ إِلى جَسَدِهِ،

২১। হযরত মুগিরা বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালমান ফারসী আবদুল্লাহ বিন সালামের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি তাকে বলেন, আপনি যদি আমার পূর্বে মারা যান তা হলে আমাকে জানাবেন যার সম্মুখীন আপনি হবেন। আমি যদি আপনার পূর্বে মারা যাই আপনাকে অবহিত করব। তিনি বলেন এবং কীভাবে অথচ আমি মরে গেলাম? তিনি বলেন, নিশ্চয় রূহ যখন দেহ থেকে বের হয়ে যায় তা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে, অবশেষে তা তার দেহে প্রত্যাবর্তন করবে।[৩]

٢٢. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالى (اللهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُرْسِلُ الأُخرى إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ سَبَبٌ تَمْدُوْدٌ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،

১. সাঈদ ইবনে মনসুর :
২. মিরওয়াজি : আয্ যানায়িযাহ;
৩. সাঈদ বিন মনসুর :

فَأَرْوَاحُ الْمَوْتى وَأَرْوَاحُ الْأَحْيَاءِ إِلى ذَلِكَ السَّبَبُ تَتَعَلَّقُ النَّفْسُ الْمَيِّتَةُ بِالنَّفْسِ الْحَيَّةِ، فَإِذَا أُذِنَ لِهٰذِهِ الْحَيَّةِ بِالْإِنْصِرَافِ إِلى جَسَدِهَا لِتَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَأَمْسَكَتِ الْمَيِّتَةُ، وَأَرْسَلَتِ الْأُخْرى. وَفِي الْفِرْدَوْسِ وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَلَدُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ الْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ دِيْرَ بِهِ حَوْلَ دَارِهِ شَهْرًا وَحَوْلَ قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ يُرْفَعُ إِلى السَّبَبِ الَّذِيْ تَلْتَقِيْ فِيْهِ أَرْوَاحُ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ،

২২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আল্লাহ তাআলার বাণী– "আল্লাহ প্রাণগুলোকে ওফাত প্রদান করে তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মৃত্যুবরণ করেনা তাদেরকে তাদের নিদ্রার সময়; অতঃপর তার মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছেন সেটাকে রুখে রাখেন এবং অপরটাকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত ছেড়ে দেন।" এ আয়াত সম্পর্কে বলেন, পূর্ব ও পশ্চিমে প্রসারিত একটি রশি, আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী একটি রশি। মৃতদের রূহসমূহ এবং জীবিত রূহসমূহ উক্ত রশির সাথে সম্পৃক্ত। মৃত আত্মা জীবিত আত্মার সাথে সম্পৃক্ত হবে। যখন অনুমতি দেয়া হবে এ জীবিত নফস্‌কে নিজ দেহে ফিরে আসার, সে তার রিজিক পূর্ণ গ্রহণ করতে পারে। মৃত আত্মাকে বাধা দেয়া হবে, অপরটিকে ফেরদাউসে প্রেরণ করা হয়। আবূ দারদার হাদিসে তার ছেলে সনদ বর্ণিত নাই। তা হচ্ছে, মৃতকে এক মাস তার ঘরের চতুর্দিকে ঘুরানো হবে আর তার কবরের চতুর্দিকে এক বছর। অতঃপর তাকে এমন স্থানে তুলে নেয়া হবে যেখানে জীবিতদের এবং মৃতদের রূহ একত্রিত হবে।[১]

٢٢. وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانِ الْفَارِسِيِّ قَالَ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ بَرْزَخٍ مِنَ الْأَرْضِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ، وَأَنْفُسُ الْكَافِرِيْنَ فِيْ سِجِّيْنٍ. وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ الْبَرْزَخُ هُوَ الْحَاجِزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِيْ أَرْضٍ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

১. জুয়াইবর :

২৩। হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি সালমান ফারসী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনদের আত্মাসমূহ জমিনে অবস্থিত বরযাখে থাকে, যেখানে ইচ্ছে গমন করে। কাফেরদের আত্মাসমূহ সিজ্জীনে থাকে। ইবনুল কায়্যিয়ূম বলেন, বরযখ হলো দুটি জিনিসের মধ্যকার প্রতিবন্ধক। মনে হয় তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী জমিন উদ্দেশ্য করেছেন।[১]

٢٣. وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَنِيْ أَنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ مُرْسَلَةٌ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ،

২৪। হযরত মালেক বিন আনস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীস পৌছল মু'মিনদের আত্মাসমূহ স্বাধীন যেখানে ইচ্ছে গমন করেন।[২]

٢٤. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرٍو قَالَ أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ تُجْمَعُ بِبَرْهُوْتَ سَبْخَةَ بِحَضْرَمَوْتَ وَأَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ تُجْمَعُ بِالْجَابِيَةِ،

২৫। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাফেরদের আত্মাসমূহ হাদরা মাউতের বরহুতে সবখাতে একত্রিত করা হবে। মু'মিনদের আত্মাসমূহ জাবিয়াতে একত্রিত করা হবে।[৩]

٢٥. وَعَنْ عُرْوَةَ بِنِ رَوِيْمٍ قَالَ اَلْجَابِيَةُ تَجِيءُ إِلَيْهَا كُلُّ رُوْحٍ طَيِّبَةٍ،

২৬। হযরত উরওয়া বিন রুইম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবিয়া যেখানে প্রত্যেক পবিত্র আত্মা সেখানে আসে।[৪]

٢٦. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ بِئْرِ زَمْزَمٍ، وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِيْنَ فِيْ وَادٍ يُقَالُ لَهُ بَرْهُوْتٍ،

২৭। হযরত আলী বিন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনদের আত্মাসমূহ যমযম কূপে থাকে আর কাফেরদের আত্মাসমূহ বরহুত উপত্যাকায় থাকে।[১]

[১]. ইবনুল মোবারক : আয্ যুহদ ওয়ার রাকায়িব, ১/৪৪৭;
[২]. ইবনে আবুদ দুনিয়া : আল মুনামাত;
[৩]. মিরওয়াজি : আজ্ জানায়েয; ইবনে আসাকীর; ইবনে কাসীর : তাফসীর-ই ইবনে কাসীর, ৪/৪৯৯;
[৪]. ইবনে আসাকীর :

٢٧. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ تَجْمَعُ بِأَرِيْحَا، وَأَرْوَاحُ الْمُشْرِكِيْنَ تَجْمَعُ بِظَافِرٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ،

২৮। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মু'মিনদের আত্মাসমূহ আরিহায় একত্রিত হয় এবং মুশরিকদের আত্মাসমূহ হাদরা মাউতের জাফিরে একত্রিত হয়।[২]

٢٨. وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا قُبِضَتْ تُرْفَعُ إِلَى مَلَكٍ يُقَالُ لَهُ رَمَيَائِيْلُ وَهُوَ خَازِنُ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِيْنَ،

২৯। হযরত ওয়াহাব বিন মুনিব্বাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয় মু'মিনদের আত্মাসমূহকে যখন কবজ করা হয় ঐগুলো একজন ফেরেশতার কাছে পেশ করা হয়, তাকে রমায়ীল বলা হয়। তিনি মু'মিনদের আত্মাসমূহের প্রহরী।[৩]

٢٩. وَعَنْ أَبَانِ بْنِ ثَعْلَبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ الْمَلَكُ الَّذِيْ عَلَى أَرْوَاحِ الْكُفَّارِ يُقَالُ لَهُ دَوْحَةٌ،

৩০। হযরত আব্বান ইবনে সা'লাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ননা করেন।তিনি একজন কিতাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কাফেরদের আত্মাসমূহের দায়িত্বে যে ফেরেশতা থাকবেন তাকে দাওহা বলা হয়।[৪]

٣٠. وَعَنْ كَعْبٍ قَالَ الْخِضْرُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ نُوْرٍ بَيْنَ الْبَحْرِ الْأَعْلَى وَالْبَحْرِ الْأَسْفَلِ وَقَدْ أُمِرَتْ دَوَابُّ الْأَرْضِ أَنْ تُسْمِعَ لَهُ وَتُطِيْعَ، وَتُعْرَضُ عَلَيْهِ الْأَرْوَاحُ بُكْرَةً وَّعَشِيَّةً. هَذَا مَجْمُوْعٌ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ وَالْآثَارِ فِيْ مُقَرِّ الْأَرْوَاحِ، وَقَدْ اِخْتَلَفَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاءُ فِيْهِ بِحَسْبِ اِخْتِلَافِ هَذِهِ الْآثَارِ. قَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّهُ لاَ خِلاَفَ، وَأَنَّ الْأَرْوَاحَ مُتَفَاوِتَةٌ فِيْ مُسْتَقَرِّهَا فِيْ

[১]. ইবনে আবদু দুনিয়া :
[২]. হাকেম : আল মুসতাদরাক,
[৩]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :
[৪]. পূর্বোক্ত,

سِجِّيْنَ، وَلِكُلِّ رُوْحٍ بِجَسِدِهَا اِتِّصَالٌ مَعْنَوِيٌّ لاَ يُشْبَهُ الْاِتِّصَالُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَلْ أَشْبَهُ شَيْءٌ بِهِ حَالَ النَّائِمِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَشَدُّ مِنْ حَالِ النَّائِمِ اِتِّصَالاً. قَالَ وَبِهَذَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَا وَرَدَ أَنَّ مُقَرَّهَا فِي عِلِّيِّيْنَ أَوْ سِجِّيْنَ أَوْ بِئْرٍ، وَمَا نَقَلَهُ اِبْنُ عَبْدُ الْبَرِّ عَنِ الْجُمْهُوْرِ أَنَّهَا عِنْدَ أَفْنِيَةِ قُبُوْرِهَا. قَالَ وَمَعَ ذَلِكَ فَهِيَ مَأْذُوْنٌ لَهَا فِي التَّصَرُّفِ وَتَأْوِيْ إِلَى مَحَلِّهَا مِنْ عِلِّيِّيْنَ أَوْ سِجِّيْنَ. قَالَ وَإِذَا نَقَلَ الْمَيِّتُ مِنْ قَبْرٍ إِلَى قَبْرٍ فَالْاِتِّصَالُ الْمَذْكُوْرِ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَا إِذَا تَفَرَّقَتْ الْأَجْزَاءُ. وَقَالَ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ الْمُنْعِمُ عَلَى جِهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ، مِنْهَا مَا هُوَ طَائِرٌ فِي أَشْجَارٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي الْجَنَّةِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خَضِرٍ. وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ كَالزَّرَازِيْرِ. وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي أَشْجَارِ الْجَنَّةِ. وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي صُوَرٍ تُخْلَقُ لَهُمْ مِنْ ثَوَابِ أَعْمَالِهِمْ. وَمِنْهَا مَا تَسْرِحُ وَتَرِدُ إِلَى جُثَّتِهَا تَزُوْرُهَا. وَمِنْهَا مَا تَتَلَقَّى أَرْوَاحُ الْمَقْبُوْضِيْنَ. وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي كِفَالَةِ مِيْكَائِيْلَ. وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ. قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ يَجْمَعُ الْأَخْبَارُ حَتَّى لَا تَتَدَافَعُ. وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ نَحْوَهُ لِمَا ذَكَرَ حَدِيْثُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ فِي أَرْوَاحِ الشُّهَدَاءِ وَحَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيْثُ الْبُخَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ. ثُمَّ قَالَ يَحْكِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ اِبْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ بِأَنَّهُ يُرْضَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَهُوَ مَدْفُوْنٌ بِالْبَقِيْعِ فِي قَبْرِهِ بِالْمَدِيْنَةِ. قَالَ النَّسَفِيُّ فِي بَحْرِ الْكَلَامِ اَلْأَرْوَاحُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوْهٍ أَرْوَاحُ الْأَنْبِيَاءِ تَخْرُجُ مِنْ جَسَدِهَا وَتُصِيْرُ صُوْرَتِهَا مِثْلَ الْمِسْكِ وَالْكَافُوْرِ، وَتَكُوْنُ فِي الْجَنَّةِ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ وَتُنْعَمُ وَتَأْوِيْ بِاللَّيْلِ إِلَى قَنَادِيْلِ الْعَرْشِ وَأَرْوَاحُ الْمُطِيْعِيْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ تَخْرُجُ مِنْ جَسَدِهَا وَتَكُوْنُ فِي أَجْوَافِ

الْبَرْزَخِ أَعْظَمُ تَفَاوُتٍ، وَلاَ تُعَارِضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ فَإِنَّ كِلاً مِنْهَا وَارِدٌ عَلَى فَرْقٍ مِّنَ النَّاسِ بِحَسْبِ دَرَجَاتِهِمْ. قَالَ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَلِلرُّوْحِ بِالْبَدَنِ اِتِّصَالٌ بِحَيْثُ يَصِحُّ أَنَّ تُخَاطَبَ وَيُسَلَّمَ عَلَيْهَا وَيُعْرَضُ عَلَيْهَا مَقْعَدُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ، فَإِنَّ لِلرُّوْحِ شَأْناً آخَرَ فَتَكُوْنُ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ بِالْبَدَنِ إِذَا سَلَّمَ الْمُسْلِمُ عَلَى صَاحِبِهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَهِيَ مَكَانُهَا هُنَاكَ، وَإِنَّمَا يَأْتِي الْغَلَطُ هِنَا مِنْ قِيَاسِ الْغَائِبِ عَلَى الشَّاهِدِ، فَيَعْتَقِدُ أَنَّ الرُّوْحَ مِنْ حَيْثُ مَا يَعْهَدُ مِنَ الْأَجْسَامِ الَّتِيْ إِذَا بَلَغَتْ مَكَاناً لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَكُوْنَ فِي غَيْرِهِ وَهَذَا غَلَطٌ مَحْضٌ، وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ مُوْسَى قَائِماً فِي قَبْرِهِ، وَرَآهُ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، وَالرُّوْحُ هُنَاكَ كَانَتْ فِي مِثَالِ الْبَدَنِ وَلَهَا اِتِّصَالٌ بِالْبَدَنِ حَيْثُ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ وَيُرَدُّ السَّلاَمُ، فَالرُّوْحُ تُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى، وَلاَ تَبَايُنَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَإِنَّ شَأْنَ الْأَرْوَاحِ غَيْرُ شَأْنِ الْأَبْدَانِ، وَقَدْ مَثَّلَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ بِالشَّمْسِ فِي السَّمَاءِ وَشُعَاعُهَا فِي أَرْضٍ، وَقَدْ قَالَ ﷺ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِيْ سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِياً بُلِّغْتُهُ. هَذَا مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ رُوْحَهُ فِي عِلِّيِّيْنَ مَعَ أَرْوَاحِ الْأَنْبِيَاءِ وَهُوَ الرَّفِيْقُ الْأَعْلَى أَوْ فِي حَاجِزٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ سِجِّيْنٍ وَلَهَا اِتِّصَالٌ بِالْبَدَنِ حَيْثُ يُدْرِكُ وَيَسْمَعُ وَيُصَلِّي وَيَقْرَأُ، وَإِنَّمَا يَسْتَغْرِبُ هَذَا لِكَوْنِ الشَّاهِدِ الدُّنْيَوِي لَيْسَ فِيْهِ مَا يُشَابِهُ هَذَا، وَأُمُوْرُ الْآخِرَةِ وَالْبَرْزَخِ عَلَى نَمَطٍ غَيْرِ الْمَأْلُوْفِ فِي الدُّنْيَا إِلَى أَنْ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَرْوَاحِ سَعِيْدُهَا وَشَقِيُّهَا مُسْتَقَرٌّ وَاحِدٌ وَكُلُّهَا عَلَى اِخْتِلاَفِ مَحَلِّهَا وَسَائِرُ مُقَارِّهَا، لَهَا اِتِّصَالٌ بِأَجْسَادِهَا فِي قُبُوْرِهَا يَحْصِلُ لَهَا مِنَ النَّعِيْمِ أَوِ الْعَذَابِ الْمُقِيْمِ مَا كَتَبَ. وَقَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي عِلِّيِّيْنَ، وَأَرْوَاحُ الْكَافِرِيْنَ فِي

طَيْرٍ خُضْرٍ فِيْ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ وَتَشْرِبُ وَتُنْعَمُ، وَتَأْوِيُ إِلى قَنَادِيْلِ مُعَلَّقَةٍ تَحْتَ الْعَرْشِ وَأَرْوَاحُ الطَّائِعِيْنَ بِرِبْضِ الْجَنَّةِ، لاَ تَأْكُلُ وَلَا تُنْعَمُ، وَلَكِنَّ تَنْطَلِقُ إِلى الْجَنَّةِ. وَأَرْوَاحُ الْعُصَاةِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ تَكُوْنُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فِيْ الْهَوَاءِ. وَأَمَّا أَرْوَاحُ الْكُفَّارِ، فَهِيَ فِيْ سِجِّيْنٍ فِيْ جَوْفِ طَيْرٍ سُوَدٍ تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ، وَهِيَ مُتَّصَلَةٌ بِأَجْسَادِهَا فَتُعَذَّبُ الْأَرْوَاحُ، وَتَتَأَلَّمُ الْأَجْسَادُ مِنْهُ كَالشَّمْسِ فِيْ السَّمَاءِ وَنُوْرُهَا فِيْ الْأَرْضِ،

৩১। হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খিজির (আলাইহিস সালাম) উপরের সমুদ্র ও নিজের সমুদ্রের মধ্যবর্তী নূরের একটি মিম্বরে থাকেন। চতুষ্পদ জন্তুদের তাঁর কথা শ্রবণ ও তাঁর আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁর কাছে সকাল-সন্ধ্যা রূহসমূহকে পেশ করা হয়। রূহসমূহের অবস্থান স্থল সম্পর্কে যে সব হাদিস আমরা অবগত হয়েছি এগুলো তারই সমষ্টি। এ বিষয়ে জ্ঞানীদের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়েছে। এ হাদিসগুলোর এ বিভিন্নতার কারণে ইবনে কাইয়ুম বলেন, নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, রূহসমূহের ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা সম্পর্কে কোন মতানৈক্য নেই। বরযখে তার স্থানে অবস্থানের কারণে বড় ধরনের মর্যাদাগত পার্থক্য রয়েছে। দলিলসমূহ পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। কেননা প্রত্যেকটি মানুষের মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বাবস্থায় শরীরের সাথে রূহে যোগাযোগ আছে। তাই রূহকে সম্বোধন করা ও সালাম দেয়া বিশুদ্ধ। তার কাছে বেহেশত ও দোজখে তার স্থান উপস্থাপন করা হবে। এছাড়া অন্যান্যগুলোও রূহ কেন্দ্রিক হবে। কেননা রূহের বিশেষ একটি মর্যাদা আছে। রূহ 'রফিক আলার' কাছে থাকলেও তা দেহের সাথে সম্পর্ক রাখে। এভাবে যে-কোন মুসলমান তার বন্ধুকে সালাম দিলে তার সালামের জওয়াব দেবে অথচ সে তার স্থানে। এখানে যে বিভ্রান্তি হচ্ছে তা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উপস্থিতের উপর অনুমানের কারণে। তাই এ বিশ্বাস করা যে, রূহ একস্থানে থাকলে অন্যস্থানে অনুপস্থিত এটা নিছক ভুল ধারণা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রজনীতে মুসা আলাইহিস সালামকে নিজ কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে দেখেছেন। আবার তাঁকে ষষ্ঠ আসমানেও দেখেছেন। রূহ সেখানে দৈহিক আকৃতি তুল্য ছিল, তার সাথে দেহের সংযোগ আছে। এভাবে তিনি তার কবরে নামাজ পড়ছেন এবং সালামের উত্তর দেন। রূহ দেহে

প্রত্যাবর্তন করে, অথচ সে 'রফিক-আলা' বা পরমবন্ধুর সাথে। উভয় বিষয়ের মধ্যে কোন দ্বন্ধ বা বৈপরিত্য নেই। কেননা আত্মাসমূহের অবস্থা দেহসমূহের অবস্থার মত নয়। কেউ সূর্য দিয়ে তার উপমা দিয়েছে। সূর্য আকাশে আর তার আলো জমিনে পড়ে। অন্য দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার রওজা শরীফের কাছে আমার উপর দরূদ পড়বে আমি তা শ্রবণ করি। যে দূর থেকে আমার উপর দরূদ পড়বে তা আমার কাছে পৌছিয়ে দেয়া হবে। এটা নিশ্চিত যে তার রূহ নবীদের রূহের সাথে ইল্লিয়ীনে। অথচ তিনি পরম বন্ধু! সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, কোন বিরোধ নেই। রূহ 'ইল্লিয়ীনে' হওয়া অথবা বরযাখে অথবা সিজ্জীনে হওয়া। তবে তার সাথে দেহের সংযোগ আছে এভাবে যে, সে উপলব্ধি করে, শ্রবণ করে, নামাজ পড়ে, কেরাত পড়ে। এটি দূর্বোধ্য হওয়ার কারণ হচ্ছে, পার্থিব জগতের বাস্তবতা এটির তুলনীয় নয়। পরকালীন বিষয় বরযখের বিষয়। পার্থিব বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য নয়। এমনকি তিনি বলেন, রূহসমূহ সৌভাগ্যবান হোক কিংবা হতভাগ্য তাদের অবস্থানস্থল এক নয়। তাঁদের মর্যাদাগত ভিন্নতা রয়েছে। অবস্থানগত ভিন্নতা সত্ত্বেও কবরস্থিত দেহের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। তাদের জন্য নির্ধারিত নিয়ামত অথবা আযাব আছেই। হাফেয ইবনে হাজর বলেন, মু'মিনদের আত্মাসমূহ 'ইল্লিয়ীন' (عليين) এ, আর কাফেরদের আত্মাসমূহ সিজ্জীন (سجين) এ প্রত্যেকের রূহের রয়েছে তাদের দেহের সাথে সংযোগ, যা পার্থিব জীবনের সংযোগের সাথে সাদৃশ্য রাখেনা। বরং তা ঘুমন্ত ব্যক্তির অবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও তা ঘুমন্ত ব্যক্তির চাইতে অধিক সাদৃশ্য। তিনি বলেন, এর দ্বারা সমন্বয় করা হবে, যা বর্ণিত আছে, নিশ্চয় তার অবস্থানস্থল 'ইল্লিয়ীন' (عليين) অথবা সিজ্জীন (سجين) অথবা কূপ ইত্যাদি বর্ণনাগুলোর মধ্যে। ইবনে আবদুল বার জমহুর থেকে যা বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় তা তাদের কবরের পাশে, এ বর্ণনাটিও সমন্বয় করা যাবে। তিনি বলেন, এতদসত্ত্বেও তাকে ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছে। সে তার স্থান 'ইল্লিয়ীন' (عليين) বা সিজ্জীন (سجين) এ আশ্রয় নেয়। তিনি বলেন, যখন স্থানান্তর করা হবে মৃতকে এক কবর থেকে অন্য কবরে– বর্ণিত সংযোগটি বিদ্যমান থাকবে। অনুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলেও। لافصاح। গ্রন্থকার বলেন, নিয়ামতপ্রাপ্ত বিভিন্নভাবে হতে পারে। তন্মধ্যে কেউ বেহেশতে বিভিন্ন বৃক্ষে উড়বে, কেউ সবুজ পাখির উদরে থাকবে। কেউ ময়না সদৃশ পাখির উদরে থাকবে। কেউ বেহেশতের বৃক্ষে থাকবে। কেউ নিজেদের আমলের পুণ্য দিয়ে তৈরী আকৃতিতে থাকবে, কেউ বিচরণ করবে, নিজেদের দেহে ফিরে আসবে,

দেহের সাক্ষাত করবে। কেউ মৃত ব্যক্তির আত্মাসমূহের সাক্ষাত করবে, কেউ মীকাঈল এর তত্ত্বাবধানে থাকবে। কেউ আদম আলাইহিস সালাম-এর দায়িত্বে, কেউ ইব্রাহীমের তত্ত্বাবধানে। কুরতুবী বলেন, এটি উত্তম অভিমত, যা সব বর্ণনাকে সমন্বয় করে, যাতে পরস্পর সংঘর্ষ না হয়। বায়হাকী 'কিতাবু আযাবিল কবর' (كتاب عذاب القبر) এ অনুরূপ বর্ণনা করেন। কেননা শহীদদের আত্মাসমূহ সম্পর্কে ইবনে মাসউদের হাদিস ও ইবনে আব্বাসের হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর বারা থেকে বর্ণিত বুখারীর হাদিসে পেশ করেছেন। তিনি বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে ইব্রাহীম ওফাত লাভ করেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় তাঁর জন্য বেহেশতে ধাত্রী আছে। অতঃপর তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত; তাঁর ছেলে ইব্রীহম আলাইহিস্ সালামকে বেহেশতে দুধ পান করানো হয় অথচ তাঁকে মদিনার কবরস্থান জান্নাতুল বকীতে দাফন করা হয়েছে। শা'বী 'বাহারুল কালাম' (بحر الكلام) এ বলেন, রূহসমূহ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। নবীদের পবিত্র রূহ তাঁদের দেহ থেকে বের হবেন, তাঁদের আকৃতি মাছ ও কর্পূরের মত, তাঁরা বেহেশতে থাকেন, পানাহার করেন, স্বাচ্ছন্দ ভোগ করেন, রাত্রে আরশের প্রদীপে আশ্রয় নেন। আনুগত্যশীল শহীদদের রূহ তাদের দেহ থেকে বের হয়ে বেহেশতে সবুজ পাখিদের উদরে হবেন। পানাহার করবেন, আনন্দ উপভোগ করবেন, আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপে আশ্রয় নেবেন। অনুগামীদের আত্মা বেহেশতে আশ্রয় নেবেন, আহার করবেন না, আনন্দ উপভোগ করবেন না তবে বেহেশতে চলাফেরা করবেন। পাপী-মু'মিনদের আত্মা যা আসমান ও জমিনের মধ্যেখানে শূন্যে থাকবে। কাফেরদের আত্মা সপ্তম জমিনে সিজ্জীনে কালো পাখিদের উদরে থাকবে। ঐগুলো তাদের দেহের সাথে সংযুক্ত থাকবে। রূহসমূহকে আযাব দেয়া হবে। দেহসমূহ ব্যথা পাবে, যেমন সূর্য আসমানে থাকে অথচ তার জ্যোতি জমিনে পড়ে।[১]

[১]. ওকাইল :

ذِكْرُ رِضَاعِ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَحَضَانَتِهِمْ

মু'মিনদের শিশুদের দুধ খাওয়ানো ও তাঁদের লালন-পালন করার বর্ণণা

١. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ شَبْعَانُ رَيَّانُ، يَقُوْلُ يَا رَبِّ أَوْرِدْ عَلَيَّ أَبَوَيَّ ،

১। হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক নবজাতক ইসলামে জন্মগ্রহণ করে। যে বেহেশতে পরিতৃপ্ত সে বলবে, হে রব! আমার নিকট আমার মাতা-পিতাকে নিয়ে আসুন।[১]

٢. وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يُقَالُ لَهَا طُوْبَى كُلُّهَا ضُرُوْعٌ، فَمَنْ مَاتَ مِنَ الصِبْيَانِ الَّذِيْنَ يَرْضَعُوْنَ رُضِعَ مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، وَحَاضَنَهُمْ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ،

২। হযরত খালেদ বিন মা'দান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেহেশতে একটি বৃক্ষ আছে যাকে তুবা বৃক্ষ বলা হয়। উক্ত বৃক্ষ স্তনে পরিপূর্ণ। কোন শিশু দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় মারা গেলে তাকে উক্ত বৃক্ষ থেকে দুধ পান করানো হবে। তাদেরকে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) লাল-পালন করবেন।[২]

٣. وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ يُقَالُ لَهَا طُوْبَى كُلُّهَا ضُرُوْعٌ يُرْضَعُ مِنْهَا صِبْيَانُ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ سَقْطَ الْمَرْأَةِ يَكُوْنُ فِي نَهْرٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَتَقَلَّبُ فِيْهِ حَتَّى تَقُوْمَ الْقِيَامَةَ فَيُبْعَثُ اِبْنُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ،

৩। হযরত খালেদ বিন মা'দান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি খালেদ ইবনে মালাকান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেহেশতে একটি বৃক্ষ আছে যাকে তুবা বলা হয়। তার সম্পূর্ণটাই স্তন। বেহেশতাবাসী শিশুদের তা থেকে দুধ

[১]. ইবনে আবুদ দুনিয়া : কিতাবুল আ'রা,
[২]. ইবনে আবুদ দুনিয়া :

পান করা হবে। গর্ভপাত সন্তান বেহেশতের একটি নদীতে থাকবে। তাতে সে সাতরাবে। অবশেষে কেয়ামত হয়ে যাবে, তাকে চল্লিশ বছর বয়স্ক করে উঠানো হবে।[১]

٤. وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ لَهَا ضُرُوْعٌ كَضُرُوْعِ الْبَقَرِ يَتَغَذَّى بِهَا وُلْدَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ،

৪। হযরত ওবাইদুল্লাহ বিন 'উমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বেহেশতে একটি বৃক্ষ আছে তাতে অনেক স্তন আছে গাভীর স্তনের মত। তা থেকে বেহেশতবাসীদর সন্তানরা দুধ পান করবে।[২]

٥. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْلاَدُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْجَنَّةِ يُكَفَّلُهُمْ إِبْرَاهِيْمُ وَسَارَةُ حَتَّى يُرَدَّهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– মু'মিনের সন্তানগণ বেহেশতে থাকবে, ইব্রাহীম ও সারা তাদের প্রতিপালন করবেন, অবশেষে তাদেরকে কেয়ামতের দিন তাদের মাতা পিতার কাছে ফেরত দেবেন।[৩]

---

১. ইবনে আবি হাতিম; ইবনে কাসীর : তাফসীর-ই ইবনে কাসীর, ৪/৪৫৯; জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : দুররুল মনসুর, ৬/৮;

২. ইবনে আবুদ দুনিয়া : আল আ'রা; ইবনে কাসীর : তাফসীর-ই ইবনে কাসীর, ৪/৪৫৯;

৩. আহমদ : মসনদ, ১৭/১৬; হাকেম : আল মুসদাতরাক, ৩/৪৪৭;